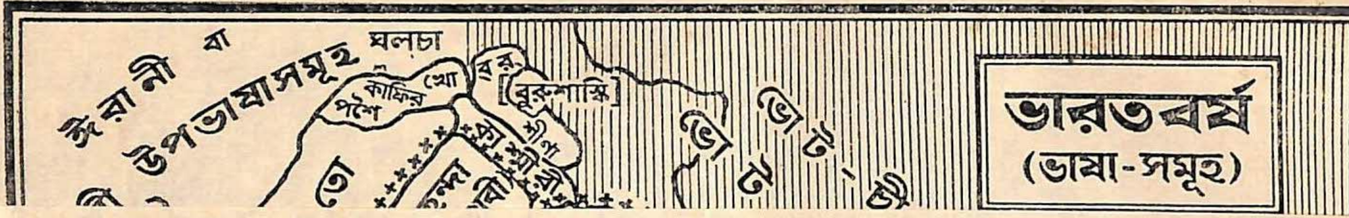
ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

সূচীপত্র


ভারতবর্ষ
(ভাষা-সমূহ)
ঈরানী
বা
উপভাষাসমূহ
ঘলচা
কাফির
পশৈ
খো
বুরুশাস্কি
শীণা
কাশ্মীরী

[১] ভারতের ভাষাসমস্যার স্বরূপ কি ?

ভারতবর্ষ আয়তনে রুষদেশকে বাদ দিয়া সমগ্র ইউরোপ-খণ্ডের সমান। মূলতঃ বিভিন্ন প্রকারের নানা জাতির এবং নানা ভাষার লোক এই দেশে আসিয়া মিলিত হইয়াছে ; এবং ভারতবর্ষের লোক-সংখ্যা সমগ্র পৃথিবীর লোক-সংখ্যার পাঁচ ভাগের এক ভাগ। দেশের প্রসার, অধিবাসীদের সংখ্যা এবং তাহাদের মধ্যে মৌলিক জাতিগত ও ভাষাগত পার্থক্য, এইসব মনে রাখিলে, ভারতবর্ষে যে অনেকগুলি ভাষা থাকিবে, তাহা স্বাভাবিকই লাগিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য মানিবার কিছু নাই।

প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে, ভাষার এই বিভিন্নতা ও বহুলতা দেশের মধ্যে সমস্যারূপে দেখা দেয় নাই। জন-সাধারণ তাহাদের প্রান্তিক বা স্থানীয় কথ্যভাষা লইয়া দৈনন্দিন কাজ চালাইত ; এবং অভিজাত বা উচ্চ ও শিক্ষিত শ্রেণীর লোক, যাঁহাদের হাতে দেশ-পরিচালনার ভার ছিল, তাঁহারা হিন্দু আমলে সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে ও মুসলমান আমলে ফারসীর সাহায্যে ভারতের মধ্যে আন্তঃপ্রাদেশিক এবং ভারতের বাহিরের জগতের সঙ্গে আন্তর্জাতিক কাজ-কর্ম চালাইতেন। এ ছাড়া, দেশভেদে ভাষাভেদ, অর্থাৎ ভাষায়-ভাষায় পার্থক্য, তখন থাকিলেও, আজকাল যতটা দেখা যায় ততটা তখন ছিল না ; এখন পরিবর্তন-ধর্ম অনুসারে, কি আর্য্য কি অনার্য্য বহু প্রান্তীয় ভাষা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ; হাজার বারো শ' কিংবা দুই হাজার বঁছর আগে দেশে এতগুলি ভাষা বা উপভাষা ছিল না, দেশের অনেকটা করিয়া অংশ জুড়িয়া তখন এক-একটী ভাষাই চলিত। পাঞ্জাব থেকে আসাম পর্য্যন্ত একটানা চলিয়া আসিলে, উত্তর-ভারতের বিরাট ভূখণ্ডে এখন পর-পর এতগুলি ভাষা ও

উপভাষা দেখা যায়—হিন্দকী বা পশ্চিমী-পাঞ্জাবী, পূর্বী-পাঞ্জাবী, জানপদ-হিন্দুস্থানী, ব্রজভাষা, কনৌজী, অবধী বা কোসলী, ভোজপুরী, মৈথিলী ও মগহী, বাঙ্গালা, আসামী ; এ ছাড়া আশে-পাশে সিন্ধী, রাজস্থানী বা রাজপুতানার বিভিন্ন উপভাষা, গুজরাটী, মারাঠী, বুন্দেলী, বঘেলী, উড়িয়া, হল্‌বী আছে, ডোগরী, পাডরী, চমেআলী, কুলুঈ, কিউঠালী, সিরমৌড়ী, গঢ়্‌বালী কুমাউনী, ও খসকুরা বা পর্বতিয়া বা নেপালী আছে। কিন্তু আর্য্যভাষার দেশ এই সমগ্র উত্তর ভারত, হিমাচল ও দাক্ষিণাত্যে এখন হইতে দুই হাজার বছর পূর্বে ভাষাবিভেদ এতটা ছিল না—তখন এই সমস্ত ভাষা ও উপভাষার আদিরূপ ৪।৫ বা ৬ প্রকারের বিভিন্ন প্রাকৃতই চলিত, এবং এইসব প্রাকৃত আবার এতটা কাছাকাছি ছিল যে পরস্পরের মধ্যে এগুলি সুবোধ্য ছিল। দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড় ভাষাগুলির মধ্যে মালয়ালম্ দুই হাজার বৎসর পূর্বেকার প্রাচীন দ্রাবিড় বা তমিল হইতে পৃথক্ হয় নাই, কর্ণাট বা কানড়ী ভাষা তমিলের খুব কাছাকাছি ছিল, কেবল অন্ধ্র বা প্রাচীন তেলুগু একটু পৃথক্ ছিল ; অন্য দ্রাবিড় ভাষাগুলি তেমন বৈশিষ্ট্য লাভ করে নাই। তখন সাঁওতালী, মুণ্ডারী, হো, খাড়িয়া, কোর্‌কু, শবর, গদব প্রভৃতি আধুনিক কোল ভাষা সম্ভবতঃ একটী-মাত্র মূল কোল ভাষাতেই সমাহিত ছিল। উত্তর-ভারতে, সিন্ধু ও গঙ্গার দেশে, যে-সব অনার্য্য ভাষা ছিল, সেগুলি ধীরে ধীরে আর্য্য প্রাকৃতের সামনে লুপ্ত হইয়া যাইতেছিল, সেগুলির সম্বন্ধে কাহারও দরদ বা চিন্তা ছিল না। সুতরাং ভাষার পার্থক্য লইয়া মাথা ঘামাইবার কারণ প্রাচীনকালে দেখা দেয় নাই।

কিন্তু এখন কালক্রমে পরস্পর অবোধ্য বা দুর্বোধ্য নানা ভাষার বিকাশ দেখিতেছি ; গত সহস্র বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন জনপদে এক-একটী করিয়া ভাষা নিজ বিশিষ্ট সাহিত্য লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে,

জন-সাধারণের শিক্ষা ও সংস্কৃতি এখন অনেকটা এইসব জানপদ বা প্রাদেশিক ভাষাকে অবলম্বন করিয়াই ঘটিতেছে। এখন সব কাজেই জন-সাধারণকে লইয়া চলিতে হয়—রাজনীতির ক্ষেত্রে জন-সাধারণকে বাদ দিলে যে চলিবে না, ইহা আমাদের রাজনৈতিক নেতারা এখন বুঝিতে পারিয়াছেন ; হাজার বা আট শ' বা পাঁচ শ' বছর পূর্বে আমাদের ধর্ম-নেতারা এই কথা সহজেই বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের চেষ্টায় আধুনিক ভাষাগুলিতে সাহিত্য রচিত হইতে থাকে এবং ভাষা-সাহিত্যগুলি দাঁড়াইয়া যায়। জন-সাধারণকে এখন উপেক্ষা করিলে চলিবে না, তাহাদের বোধগম্য ভাষায় তাহাদের ডাক দিতে হইবে—উচ্চশিক্ষিত রাজনৈতিক বা চিন্তাবিষয়ক নেতাদের ব্যবহৃত ইংরেজী ভাষা এখানে কোনও কাজ দিবে না। একদিকে যেমন বিভিন্ন প্রান্তিক ভাষার প্রতিষ্ঠাকে উপেক্ষা করিতে পারা যায় না, তেমনি অন্যদিকে একটী ভাব-সংকট দেখা দিয়াছে। ইংরেজের কূট ভেদনীতির ফলে পাকিস্থানী মনোভাব সাম্প্রদায়িকতা-বাদী মুসলমানদের মধ্যে প্রকট হইলেও, সাধারণ ভারতবাসী এক অখণ্ড ভারতের অস্তিত্বেই আস্থাবান্ ; ভাষা, জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে এক ভারতীয় nation বা জনগণ যে সত্য-সত্যই আছে, এই বোধ বা উপলব্ধি অল্প-বিস্তর সকলেরই মনে জাগরূক। এখন, এক জাতি বা জনগণের মধ্যে কেবল একটী ভাষা থাকাই উচিত—স্বাজাত্যের বা এক-জাতিত্বের সর্বপ্রধান প্রতিষ্ঠা ও লক্ষণ হইতেছে ভাষা-সাম্য, এইরূপ একটি সিদ্ধান্ত বা বিচার বা চিন্তাধারা আসিয়া আমাদের অনেককে ব্যাকুল বা উদ্বিগ্ন করিতেছে। আমাদের অনেকের মধ্যে এই ধারণা দাঁড়াইতেছে যে, এক অখণ্ড-ভারতীয় জনগণের বা ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রতীক-স্বরূপ একটী ভারতীয় ভাষা থাকা উচিত। এইরূপ 'নিখিল-ভারতীয় রাষ্ট্রভাষা' দুই কারণে আমাদের

নিকট ঈপ্সিত হইয়া উঠিয়াছে ; এক, এইরূপ একটী ভাষা হয়তো আমাদের 'খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত' ভারতকে একরাষ্ট্রীয়তার সুদৃঢ় বন্ধনে বাঁধিয়া এক করিয়া দিতে সাহায্য করিবে,—বিভিন্ন প্রাদেশিক বা প্রান্তিক ভাষাকে অবলম্বন করিয়া, ভারতীয় একতায় ভাঙ্গন ধরাইবার যে একটা সুপ্ত প্রবৃত্তি আছে, 'নিখিল-ভারতীয় রাষ্ট্রভাষা' সেই প্রবৃত্তিকে অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করিতে সাহায্য করিবে,—বিকেন্দ্রীকরণের চেষ্টাকে সংযত করিয়া কেন্দ্রীকরণে এই 'রাষ্ট্রভাষা' কার্য্যকর হইবে ; আর দুই—ভারতের ও ভারতীয়দের প্রতি বিরোধভাবাপন্ন অনেক বিদেশী যে যখন-তখন বলিয়া থাকে যে, যেহেতু ভারতে বহু ভাষা প্রচলিত, ভারতের ভাষা এক নয়, অন্ততঃ যেহেতু ভারতে সর্বজন-স্বীকৃত এক 'রাষ্ট্রভাষা' নাই, সেইহেতু ভারতকে nation বা রাষ্ট্র বা একীভূত জনগণ বলিতে পারা যায় না, ভারতের এক-রাষ্ট্রতা সেইজন্য অসম্ভব কথা, ইহা ভারতীয়দের স্বীকার করিয়া লওয়া চাই ; সুতরাং একতা-বিধায়ক রাজশক্তি হিসাবে ইংরেজ চিরতরে যে ভারতে থাকিবে, ইহা যেন স্বতঃসিদ্ধ ; এইপ্রকার ভারত-বিদ্বেষী উক্তির প্রতিষেধক হইবে নিখিল ভারত কর্তৃক স্বীকৃত একটী 'রাষ্ট্রভাষা'। হিন্দী (হিন্দুস্থানী) যে এই ঈপ্সিত রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে, এই প্রস্তাব দেশের সমক্ষে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের দেশের বহু বহু রাষ্ট্রনৈতিক ও চিন্তা-নেতার মনে এখন এই প্রশ্ন একটা খুব বড় স্থান লইয়া বসিয়াছে—কতদূর এবং কি ভাবে আমরা হিন্দী (হিন্দুস্থানী)-কে ভারতের 'রাষ্ট্রভাষা' রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কথা বিচার করিয়া দেখিলে ইহা সহজেই প্রতীত হয় যে, দেশের মধ্যে বহু ভাষার অবস্থানকে nationhood অর্থাৎ এক-রাষ্ট্রীয়তা বা এক-গণত্বের অন্তরায় বলা যায় না। বহুশঃ দেখা

যায় যে, বহু-ভাষাময় রাষ্ট্রে সুবিধামত এক বা একাধিক ভাষা রাষ্ট্রকার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে। এ বিষয়ে সুইট্জ়র্লাণ্ডের উদাহরণ সকলেই দিয়া থাকেন—সুইট্জর্লাণ্ডে চারিটী ভাষা প্রচলিত, জরমান, ফরাসী, ইতালীয় ও Rhaeto-roman রেতো-রোমান ; এগুলির মধ্যে জরমান ও ফরাসী প্রায় তুল্য-মূল্য। সুইট্জ়র্লাণ্ড ছাড়া আরও অনেকগুলি ছোট ও বড় রাষ্ট্র আছে, যেখানে বহু ভাষার প্রচলন দেখা যায়। ব্রিটেন বা গ্রেট-ব্রিটেনের কথা প্রথমেই ধরা যায়—আয়র্লাণ্ড ছাড়িয়া দিলেও আমাদে রাজাদের দেশ গ্রেট-ব্রিটেন দ্বীপে তিন-তিনটী ভাষা প্রচলিত আছে,—ইংরেজী, Welsh ওয়েল্শ, এবং Gaelic গেলিক ; এ ছাড়া এগুলির উপভাষা আছে। বহুভাষাময় রাষ্টের মধ্যে নাম করা যায় এইগুলির—ফ্রান্স (ফরাসী, Provençal প্রভাঁসাল, ইতালীয়, Breton ব্রেতন, Basque বাস্ক) ; স্পেন (স্পেনীয় বা কাস্তিলীয়, Catalan কাতালান, বাস্ক) ; সোভিয়েৎ-রাষ্ট্রসঙ্ঘ (বহু ভাষা প্রচলিত, কতকগুলি আর্য্যবংশীয়, কতকগুলি মোঙ্গোল-জাতীয়, কতকগুলি ককেশীয়-গোষ্ঠীর) ; চীন ; মেক্সিকো এবং মধ্য- ও দক্ষিণ-আমেরিকার রাষ্ট্র-সমূহ (সর্বত্র স্পেনিশ, কেবল ব্রাজিলে পোর্তুগীস, এবং নানা আমেরিকার আদিম ভাষা) ; কানাডা (ইংরেজী ও ফরাসী ও আমেরিকার আদিবাসী লাল-মানুষদের কতকগুলি ভাষা, এবং Eskimo এস্কিমো) ; দক্ষিণ-আফ্রিকা (ইংরেজী ও Afrikaans আফ্রিকান্স্ বা দক্ষিণ-আফ্রিকায় প্রচলিত ডচ্ ভাষা ; এতদ্ভিন্ন আফ্রিকার কৃষ্ণবর্ণ জাতি ও উপজাতিদের বহু ভাষা) ; চেখো-স্লোভাকিয়া (চেখ ও স্লোভাক, এবং জরমান) ; Eire এইরে বা আয়র্লাণ্ড (আইরীশ, ইংরেজী) ; বেলজিয়ম্ (ফরাসী ও ফ্লেমিশ্) ; এবং আফগানিস্থান (ফারসী, পষ্তো, ও তদ্ভিন্ন সংখ্যালঘিষ্ঠ তুর্কী এবং মোঙ্গোলদের ভাষা)। এই দেশগুলির মধ্যে কতকগুলিতে

আবার দুই-দুইটী করিয়া ভাষা সর্ব কার্য্যে ব্যবহার্য্য রাষ্ট্রভাষা বলিয়া স্বীকৃত, এবং ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; যেমন কানাডায় ইংরেজী ও ফরাসী, দক্ষিণ-আফ্রিকায় ইংরেজী ও আফ্রিকান্‌স্‌, বেলজিয়মে ফরাসী ও ফ্লেমিশ, স্থইট্‌জর্‌লাণ্ডে জরমান, ফরাসী, ইতালীয়ান ও রূমান (রেতো-রোমান), আফগানিস্থানে ফারসী ও পষ্‌তো। সুতরাং, ভারতবর্ষের লোকেদের মধ্যে অনেকগুলি ভাষা প্রচলিত আছে বলিয়াই যে ভারতবর্ষ এক-রাষ্ট্রীয়তার পদবী হইতে বঞ্চিত হইবে, এ কথা বলা চলে না—ভারতবর্ষের অবস্থা এতটা নিরাশা-জনক নহে। ভারতের ভাষা-সমূহের আলোচনা করিয়া স্বর্গত স্যর্ জর্‌জ্ আব্রাহাম গ্রিয়ার্‌সন তাঁহার বিরাট্ Linguistic Survey of India-র ২০টী খণ্ড প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ইহাতে তিনি ভারতবর্ষের ভাষার সংখ্যা দিয়াছেন ১৭৯ ও উপভাষার সংখ্যা দিয়াছেন ৫৪৪। এই সংখ্যাগুলি আপাত-দৃষ্টিতে ভীতিপ্রদ—বুঝি এই ভাষারণ্যের মধ্যে ভারতের এক-রাষ্ট্রীয়তা হারাইয়া যাইবে। কিন্তু এই সংখ্যা দুইটীকে বেশ একটু বুঝিয়া-সুঝিয়া লইতে হইবে। ভাষা যখন ধরিতেছি, পৃথক্ ৫৪৪ উপভাষা (অর্থাৎ বড় বড় ভাষাগুলির ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র প্রান্তিক রূপভেদ) উহার উপর ধরিবার সার্থকতা নাই। এই ১৭৯টী ভাষার মধ্যে ১১৬টী হইতেছে ভোট-চীন ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্গত কতকগুলি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র tribe বা উপজাতির ভাষা ; এগুলির প্রত্যেকটী অতি অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে প্রচলিত, এগুলি কেবল উত্তর- ও উত্তর-পূর্ব প্রত্যন্তের পার্বত্য-অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ; সমগ্র ভারতীয় জনগণের মধ্যে শতকরা একের চেয়ে কম সংখ্যার লোকের ভাষা এই ১১৬টি ভোট-চীন-গোষ্ঠীর ভাষা। এ ছাড়া, আরও প্রায় ২৪টী ভাষা হইতেছে অন্য ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্গত অনুরূপ কতকগুলি নগণ্য

ভাষা, অথবা ভারত-বহির্ভূত ভাষা, যেগুলি ভারতে আধুনিক কালে আগত অল্প-স্বল্প লোকের মধ্যে সীমিত হইয়াই রহিয়াছে।

এ কথা আমাদের সব সময়ে মনে রাখা দরকার যে ভারতের মত বিশাল দেশে অনেকগুলি জাতি ও উপজাতি তাহাদের নিজ-নিজ ভাষা ও উপভাষা লইয়া থাকিলেও, যে সকল জাতি বা জন-সমূহ সংখ্যায় অধিক, সভ্যতায় অগ্রসর এবং সংহতি-শক্তিতে সুনিয়ন্ত্রিত, কেবল তাহাদের ভাষারই মর্য্যাদা বা মূল্য অথবা স্থান আছে। ছোট-ছোট উপজাতির নগণ্য ভাষা বা উপভাষা—অথবা কোনও-কোনও ক্ষেত্রে এমন কি সভ্যতায় বিশেষভাবে অগ্রসর সংখ্যা-গুরু জাতির বা জনগণের ভাষাও—কেবল উক্ত উপজাতির—অথবা উক্ত জাতির বা জনগণের—প্রান্তিক ও সংকীর্ণ জীবনকে আশ্রয় করিয়াই থাকে; অপেক্ষাকৃত ব্যাপক বা বিশালতর জীবনের জন্য, এই সমস্ত উপজাতির বা জন-সমূহের নর-নারীর পক্ষে একটী বৃহত্তর সাহিত্য-সংস্কৃতি-বাহক বড় ভাষা না হইলে চলে না। যেমন গ্রেট-ব্রিটেনে ওয়েল্‌শ- বা গেলক-ভাষীদের পক্ষে ইংরেজী না জানিলে চলে না, যেমন ফ্রান্সের প্রভাঁসাল, ইতালীয়ভাষী কর্সিকান্‌, বাস্ক ও ব্রেতনদের পক্ষে ফরাসী জানা অপরিহার্য্য। এই দিক্ দিয়া দেখিলে, মাত্র ১৫টী বড়-বড় ভাষাকেই আধুনিক ভারতে স্বীকার করিয়া লইতে হয়,—এগুলির সামনে আর ভাষা ও উপভাষাগুলির তেমন মূল্য নাই; কেবল এই ভাষাগুলিই সাহিত্যে ও শিক্ষায় এবং পরিবার ও বিশিষ্ট সমাজের বাহিরে অবস্থিত বৃহত্তর জীবনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই ১৫টীকেই ভারতের প্রধান, মুখ্য বা সাহিত্যিক ভাষা বলা চলে; এবং এগুলির মধ্যে কতকগুলির পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বা সাদৃশ্য ধরিয়া, তুলনায় অপ্রধান দুই-একটীকে সেগুলির নিকটতম ভাষার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলে, এই সংখ্যাকে

কমাইয়া ১২তে দাঁড় করানো যায়। এই ১৫টী মুখ্য ভাষা হইতেছে এই :—প্রথম, উত্তর-ভারতের বহুপ্রচলিত হিন্দী বা হিন্দুস্থানী ভাষার দুইটী বিভিন্ন সাহিত্যিক রূপ, (১) হিন্দী (বা সাধু-হিন্দী অথবা নাগরী-হিন্দী) এবং (২) উর্দু—এই দুইটী সত্য-সত্য হইতেছে, সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন দুইটী লিপির দ্বারা এবং বিদেশী শব্দ আমদানী করিয়া একই ভাষাকে দুইটী আকার দেওয়া মাত্র ; (৩) বাঙ্গালা, (৪) উড়িয়া, (৫) মারাঠী, (৬) গুজরাটী, (৭) সিন্ধী, (৮) কাশ্মীরী ; এ ছাড়া আছে (৯) পাঞ্জাবী ও (১০) নেপালী—এ দুইটী হিন্দীর অর্থাৎ সাধু-হিন্দীর বিশেষ কাছাকাছি যায় ; এবং (১১) আসামী—ইহা বাঙ্গালার সঙ্গে সব দিকেই খুব নিকটভাবে সম্পৃক্ত ; তাহার পরে দক্ষিণের দ্রাবিড়-ভাষা কয়টীকে ধরিতে হয়—(১২) তেলুগু, (১৩) কানড়ী, (১৪) তমিল্ ও (১৫) মালয়ালম্।

ভারতের আধুনিক কালের ভাষা সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে গেলে, এই কথাটীর উপর বিশেষ জোর দেওয়া আবশ্যক যে, উত্তর-ভারতের আর্য্য-গোষ্ঠীর (উপরের ১—১১ সংখ্যার) ভাষাগুলি যাহারা ব্যবহার করে, তাহাদের মধ্যে হিন্দী (হিন্দুস্থানী) অতি সহজ ও স্বাভাবিক আন্তঃপ্রাদেশিক সূত্র-স্বরূপ বিদ্যমান। এই হিন্দী (হিন্দুস্থানী) ভাষার কল্যাণে, প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারতের (এবং দাক্ষিণাত্যেরও অনেকটা অংশের) অধিবাসিগণ পরস্পরের মধ্যে ভাষাগত ব্যবধান ততটা অনুভব করে না ; অন্ততঃ পক্ষে, ব্রহ্ম-সীমান্ত হইতে আফগান-সীমান্ত পর্য্যন্ত এবং কাশ্মীর ও নেপাল হইতে গোয়া এবং গঞ্জাম পর্য্যন্ত এক অঞ্চল হইতে আর এক অঞ্চলে ভ্রমণ-কালে সামান্য-সামান্য বিষয়ে যে কথাবার্তা চালানোর দরকার হয়, তাহা এই হিন্দী (হিন্দুস্থানী) ভাষার সাহায্যেই হইয়া থাকে। বিনা পরিশ্রমে লব্ধ সামান্য একটু হিন্দীর

জ্ঞান জীবনের পক্ষে যথেষ্ট হয় ; এবং দক্ষিণ-ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থস্থানগুলিতে ও বড়-বড় শহরে, উত্তর-ভারতের ভাষাগুলির মধ্যে এক হিন্দীই স্থানীয় লোকে কিছু-কিছু বুঝে।

অনেকগুলি ভাষার অবস্থান হেতু ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে (অর্থাৎ প্রাদেশিক ও আন্তঃপ্রাদেশিক কৃত্যে ও কর্মে) যে বহুবিধ সমস্যার উদ্ভব হইতে পারিত, উপরে উল্লিখিত কয়টী জিনিস সেই-সমস্ত সমস্যাকে অনেকটা হালকা করিয়া দিয়াছে। সত্যই, ভাষা একাধিক হইলেও, সংখ্যায় মুখ্য সাহিত্যিক ভাষাগুলি হইতেছে অনধিক ১৬ ; এবং সার্বজনীন বোধগম্যতায় ও আন্তঃপ্রাদেশিক ব্যবহারে হিন্দী ভাষা একটা মস্ত বড় স্থান জুড়িয়া আছে।

সংক্ষেপে, ভারতের ভাষাগত সমস্যাগুলি হইতেছে এই :—

(১) মাতৃভাষা (বা তৎস্থলাভিষিক্ত ভাষা) ও ইংরেজী—ইহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব বিচার করিয়া, উচ্চ-শিক্ষায় এবং শাসন-কার্যে ইহাদের উচিত স্থানের নির্ণয় ; (২) নিখিল-ভারতের উপযোগী, যতগুলি ভাষাকে লইয়া সম্ভব, সাধারণ বৈজ্ঞানিক ও অন্যবিধ পারিভাষিক শব্দের গঠন ও প্রচার ; (৩) আন্তঃপ্রাদেশিক রাষ্ট্র-জীবনে হিন্দী (হিন্দুস্থানী) ভাষার স্থান ; এবং (৪) সাধু বা নাগরী-হিন্দী বনাম উর্দু, এই বিরোধের সমাধান ; এই বিরোধ, ভাষার এবং ভাষাশ্রয়ী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতের অন্যতম প্রধান সমস্যা হিন্দু-মুসলমান বিরোধের একটী প্রকাশ মাত্র, এবং ইহা হিন্দী (হিন্দুস্থানী) ভাষার বাহিরে অন্য ভাষার ক্ষেত্রেও দুই-এক জায়গায় দেখা দিয়াছে। লিপি ; এবং উচ্চ-কোটির শব্দ-সমূহ—দেশী এবং সংস্কৃত হইবে, অথবা বিদেশী আরবী-ফারসী হইবে ; এই দুই প্রশ্নের উপরে এই বিরোধ প্রতিষ্ঠিত।

[২] ভারতে বিভিন্ন নৃ-জাতি এবং ভাষাগোষ্ঠী ও ভাষা—ঐতিহাসিক সিংহাবলোকন

যতদূর জানা গিয়াছে, ভারতের মাটিতে নরাকার বানর হইতে কোনও প্রকার মানবের উদ্ভব হয় নাই—মানবের আগমন ভারতে ঘটিয়াছিল বাহিরের দেশ হইতে। কিন্তু নানা জাতির মানব বিভিন্ন কালে বিভিন্ন দেশ হইতে ভারতে আসিয়া মিলিত হইয়াছিল, ভারতের মধ্যেই ভাষা ও সংস্কৃতিতে বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছিল, এবং ভারত হইতে পরে বাহিরে (বিশেষ করিয়া পূর্ব-অঞ্চলে) প্রসৃত হইয়াছিল। কবির কথায়, সুপ্রাচীন কাল হইতেই ভারতে এক 'মহামানবের মেলা' বসিয়া গিয়াছে।

ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে সব-চেয়ে পুরাতন হইতেছে একটী Negro **নিগ্রো** বা **কৃষ্ণ** (Negrillo **নিগ্রোরূপ**, Negroid **নিগ্রো-আকার**, বা Negrito **নিগ্রোবটু**) জাতির মানুষ। কালো রঙ, খর্বাকার, মাথায় ভেড়ার লোমের মত কোঁকড়ানো চুল, নাক চেপটা, ঠোঁট পুরু, এই নিগ্রো জাতির মানুষ আফ্রিকা হইতে প্রাগৈতিহাসিক কালে আরব ও ঈরানের এবং বেলুচিস্থানের উপকূল ধরিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া পঁহুছিয়াছিল। ইহারা eolithic বা উষঃপ্রস্তরযুগ বা আদিম প্রস্তরাস্ত্র-যুগের মানুষ ছিল, শিকার করিয়া ও কন্দমূল খুঁড়িয়া বাহির করিয়া খাদ্যসংগ্রহই ছিল ইহাদের উপজীবিকা,—পশুপালন বা কৃষি ইহাদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। ইহারা ভারতবর্ষের পশ্চিমে, দক্ষিণে ও পূর্বাঞ্চলে উপনিবিষ্ট হয়, এবং স্থলপথে ও সম্ভবতঃ ডোঙ্গায় করিয়া জলপথে ইহারা বাঙ্গালা ও আসাম হইয়া মালয়-উপদ্বীপে ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে উপনীত হয়, এবং আরও পূর্বে দ্বীপময় ভারতের দ্বীপগুলি

ধরিয়া New Guinea নিউ-গিনি দ্বীপে গিয়া পঁহুছায়, তাহার পূর্বেও Melanesia মেলানেসিয়া দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত ইহাদের উপনিবেশ হয়। ভারতবর্ষে নিগ্রো বা নিগ্রোবটু জাতির বৈশিষ্ট্য অল্পাধিক পরিমাণে দক্ষিণ-ভারতের Irula ইরুলা, Kadir কাদির, Kurumba কুরুম্বা, Paniyan পনিয়ন্ প্রভৃতি কতকগুলি জাতির মধ্যে দেখা যায়; আবার আসামের নাগাদের মধ্যেও অল্প-স্বল্প নিগ্রো রক্তের মিশ্রণের অভিজ্ঞান আছে; কিন্তু কোথাও অবিমিশ্র নিগ্রোবটু জাতির মানুষ, এবং তাহাদের ভাষা, ভারতবর্ষে এখন আর মিলে না; ইরুলা প্রভৃতি দক্ষিণ-ভারতের নেগ্রিটো উপজাতির লোকেরা এখন দ্রাবিড় ভাষা গ্রহণ করিয়াছে, দ্রাবিড়দের সঙ্গে তাহাদের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। ভারতের বাহিরে মালয়-উপদ্বীপের Semang সেমাঙ্ জাতি রক্তে নিগ্রোবটু, কিন্তু ভাষায় মালাই; Philippine ফিলিপ্পীন-দ্বীপপুঞ্জের Aeta আএতা-জাতিও তদ্রূপ। কেবল এক নিউ-গিনিতে ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে অবিমিশ্র নিগ্রোবটু বর্তমান, এই দুই জায়গায় ইহাদের নিজস্ব ভাষাও এখন রক্ষিত হইয়া রহিয়াছে; তবে এই সব নিগ্রোবটু ভাষায় ভাল চর্চা বা তুলনা-মূলক বিচার হয় নাই। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে সংখ্যায় ইহারা এখন এক হাজারেরও কম। নিউ-গিনির পূর্বে মেলানেসিয়া দ্বীপপুঞ্জে নিগ্রোবটুরা অন্য জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। অনুমান হয়, ভারতবর্ষে বন্য ও আদিম অবস্থার নিগ্রোবটুরা অপেক্ষাকৃত সভ্য পরবর্তী নবাগত জাতির মানুষদের হাতে বিধ্বস্ত ও বিলুপ্ত হইয়া যায়, অথবা তাহাদের ভৃত্য বা দাস হইয়া অবস্থান করে ও অংশতঃ তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া যায়। সভ্যতা বলিয়া তাহাদের কিছু ছিল না, তাহাদের ভাষার কোনও চিহ্ন নাই; তবে সম্ভবতঃ তাহাদের ভাষার দুই-চারিটী শব্দ পরবর্তী জাতিগণের দ্বারা গৃহীত হইয়া আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ভাষাস্রোতে

বাহিত হইয়া আসিয়া এখনও জীবিত বা প্রচলিত থাকিতে পারে। আমার অনুমান হয়, আমাদের বাঙ্গালা ভাষার 'বাদুড়' শব্দটী মূলে এই নিগ্রোবটুদের ভাষার একটী অবশেষ ; 'বাদুড়' <*'বাদড়ী' <*'বাদ'+ 'ড়', স্বার্থে + 'ঈ', ক্ষুদ্রার্থে প্রত্যয় ; এই মূল *'বাদ'-শব্দের সহিত তুলনীয় আন্দামানী 'ব্রাৎ-দ, ব্রোৎ, ব্রেৎ' ; বাঙ্গালা 'বাদুড়, *বাদড়ী, *বাদ', এক সম্ভাব্য প্রাকৃত *'ব্রদ্দ' শব্দের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

নিগ্রো বা নিগ্রোবটুদের পরে প্রাগৈতিহাসিক কালে আর একটী জাতির মানুষ ভারতে আগমন করে, সম্ভবতঃ পূর্ব-ভূমধ্যসাগরের দেশ পালেস্তীন হইতে ; ইহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে Proto-Australoid 'প্রোটো-অস্ট্রালয়ড' অর্থাৎ **আদিম** অথবা **প্রাথমিক দাক্ষিণাকার**—অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মত চেহারা, কিন্তু ঐ জাতির আদি অবস্থার ছিল ইহারা। এই 'প্রাথমিক-দাক্ষিণাকার' জাতির লোকেরা ছিল কৃষ্ণ-বর্ণ, চেপটা-নাক এবং দীর্ঘ-কপাল ; সমগ্র ভারতবর্ষে ইহাদের বংশধরদের এখন পাওয়া যায়, বিশেষতঃ নিম্ন-শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে। ইহারা সারা ভারতবর্ষে প্রসৃত হয়, এবং ভারতের আদিম অর্ধ-সভ্য জগতে ইহারা কতকগুলি উপাদান আনয়ন করে। ভারতে এই জাতির মূল ভাষা এখন আর অবিকৃত ভাবে জীবিত নাই, ইহাদের ভাষাও যে কি ছিল তাহা নিশ্চিত ভাবে জানিবার পথ নাই ; বিশেষজ্ঞদের অনুমান অনুসারে যদিও পরবর্তী কালের বিকারগ্রস্ত বা পরিবর্তিত রূপে ইহাদের ভাষা মিলিতেছে। তবে এইরূপ অনুমান অযৌক্তিক নহে যে আজকাল যে বিরাট্ ভাষাগোষ্ঠীর Austric **অস্ট্রিক** অর্থাৎ **দক্ষিণ-দেশীয়** বা **দাক্ষিণ** (লাতীন Auster 'আউস্তের্' = 'দক্ষিণ প্রান্ত' হইতে এই শব্দ উদ্ভূত) এই নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহার আদি রূপ ছিল প্রাথমিক দাক্ষিণাকার জাতির মানুষের

ভাষা এবং ভারতেই এই দাক্ষিণ গোষ্ঠীর ভাষার পূর্ণ বিকাশ হয়। পশ্চিম-এশিয়ায় যে সুপ্রাচীন Mediterranean বা ভূমধ্যসাগরীয় জাতি ছিল, ভারতে আগত Proto Australoid প্রাথমিক দাক্ষিণাকার (অথবা Austric দাক্ষিণ) জাতীয় লোকেরা তাহারই এক অতি প্রাচীন শাখা; ইহারা প্রাগৈতিহাসিক কালে মেসোপোতামিয়া হইয়া ভারতে প্রবেশ করে। ভারতবর্ষেই ইহাদের আদিম কৃষ্টি বা সভ্যতা এবং সংস্কৃতি বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভারতে ইহাদের কৃষ্টির উন্নতির পূর্বেই, ইহারা যখন আদিম অবস্থায় ছিল, তখন ইহাদের কোনও দল সিংহলে গিয়া পঁহুছায়, সিংহলে ইহাদের উত্তর-পুরুষ এখন Vedda ব্যাদ্দা বা 'ব্যাধ' নামে পরিচিত বন্যজাতি রূপে বিদ্যমান। এতদ্ভিন্ন, ব্রহ্মদেশ ও মালয়-উপদ্বীপ হইয়া ইহাদের কয়েকটী দল অস্ট্রেলিয়া-দ্বীপে গিয়া বাস করিতে থাকে, অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা ইহাদেরই বংশধর। পরে, ভারতবর্ষ হইতেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে ইহাদের নানা শাখা ইন্দোচীনে (ব্রহ্ম, শ্যাম, কম্বোজ প্রভৃতি দেশে), মালয়-উপদ্বীপে, দ্বীপময়-ভারতে ও তাহার পূর্বে কৃষ্ণদ্বীপপুঞ্জে ও বহুদ্বীপপুঞ্জে ছড়াইয়া পড়ে। তখন ইহাদের সভ্যতা অপেক্ষাকৃত অগ্রসর হইয়াছে। মেসোপোতামিয়ার সভ্যতার পত্তন প্রাগৈতিহাসিক কালে যাহাদের হাতে ঘটিয়াছিল, সেই Sumerian সুমেরীয় জাতির লোকেদের ভাষার সঙ্গে ভারতের Austric অস্ট্রিক বা দাক্ষিণ ভাষার সাদৃশ্য কেহ-কেহ পাইয়াছেন। এই সাদৃশ্য যদি সত্যই থাকে, তবে ইহা হইতে পশ্চিমের জগতের সহিত ভারতের দাক্ষিণাকার বা দাক্ষিণ জাতির মানুষের ও তাহার ভাষার সংযোগ সমর্থিত হয়।

ভারতের বাহিরে এই দাক্ষিণ জাতির মানুষেরা, নিগ্রোবটু, এবং মোঙ্গোল জাতীয় লোকেদের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া পড়ে, এবং এই

মিশ্রণের ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ও দ্বীপাবলীর বিভিন্ন জাতির ও তাহাদের ভাষার উদ্ভব হয়। বর্মার Mon মোন্ বা Talaing তালৈঙ্, Paloung পালোউঙ্ ও Wa ৱা, শ্যামের Mon মোন্, কম্বোজের Khmer খ্মের, ফরাসী ইন্দোচীনের Bahnar বাহ্নার, Stieng স্তিএঙ্ প্রভৃতি কতকগুলি ভাষা ; মালাই ভাষা ও Indonesia ইন্দোনেসিয়া অর্থাৎ দ্বীপময়-ভারতের তৎসম্পৃক্ত যবদ্বীপীয়, বলিদ্বীপীয়, মদুরী, সুন্দা, সেলেবেস প্রভৃতি ভাষা, ফিলিপ্পীনের Tagalog তাগালোগ্, Visaya বিসায়া প্রভৃতি ভাষা, এবং সুদূর মাদাগাস্কার দ্বীপের Malagasi মালাগাসি ভাষা ; Melanesia মেলানেসিয়া বা কৃষ্ণদ্বীপপুঞ্জের Fiji ফিজি বা Viti ভিতি, ও অন্যান্য দ্বীপের ভাষা ; এবং Polynesia পোলিনেসিয়ার বা বহুদ্বীপপুঞ্জের Samoa সামোআ, Tahiti তাহিতি, Tonga তোঙা, Tuamotu তুআমোতু, Marquesas মার্কেসাস্, Hawaii হাৱাইই প্রভৃতি দ্বীপসমূহের ভাষা এবং New Zealand নব-জেলাণ্ড্-এর মাওরি জাতির ভাষা ;—এ সমস্তই Austric অস্ট্রিক বা দাক্ষিণ ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। ভারতবর্ষে দাক্ষিণ-ভাষিগণ গঙ্গা ও সিন্ধুর দেশ অধিকার করিয়াছিল, তাহারা মধ্য-ভারতের জঙ্গলপূর্ণ পাহাড়িয়া দেশেও বিস্তৃত হয়, দক্ষিণ-ভারতে ত্রিবাঙ্কুর পর্য্যন্ত পঁহুছে, এবং উত্তরে হিমালয়-অঞ্চলেও উপনিবিষ্ট হয়। দাক্ষিণ-জাতীয় লোকেরা ভারতে সম্ভবতঃ জুম চাষ (কাঠের তীক্ষ্মমুখ লগী বা দণ্ড দ্বারা মাটিতে গর্ত করিয়া তাহার মধ্যে বীজ পুতিয়া চাষ করা) প্রবর্তন করে, তাহারা ধানচাষ করিত ; কলা ও নারিকেল, পান ও সুপারী, আদা ও হলুদ, লাউ বেগুন প্রভৃতি তরকারী, মুরগী প্রতিপালন, ইহারাই ভারতে প্রবর্তিত করে। ইহারা গো-পালন জানিত না, কিন্তু সম্ভবতঃ ইহারাই প্রথম হাতীকে পোষ মানাইয়া মানুষের কাজে লাগায়। কাপাসের

সূতা হইতে কাপড় বোনাও ইহাদের দান বলিয়া মনে হয়। ভারতের গ্রামাশ্রয়ী সভ্যতার কতকগুলি মৌলিক বা প্রধান উপাদান ইহাদেরই নিকট হইতে আসিয়াছে। সমস্ত দাক্ষিণ উপজাতি বা জন-সমূহ, সভ্যতার একই স্তরে পঁহুছিতে পারে নাই। নদী-মাতৃক দেশে ইহাদের যতটা উন্নতি হইয়াছিল, অরণ্যসঙ্কুল পাহাড়িয়া অঞ্চলে ততটা হইতে পারে নাই। সম্ভবতঃ পরবর্তী কালে দ্রাবিড় ও আর্য্য আক্রমণকারীদের আগমনে ইহাদের বহু উপজাতি উর্বর নদীমাতৃক দেশ ত্যাগ করিয়া মধ্য-ভারতের পাহাড়ে ও জঙ্গলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়, এবং সেখানে কৃষির পরিবর্তে মৃগয়া ইহাদের প্রধান উপজীব্য হয়, সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতায় ইহাদের অবনতি ঘটে। যাহা হউক, নদী-মাতৃক দেশসমূহে ইহারা বহুশঃ নিজ প্রাচীন দাক্ষিণ ভাষা পরিত্যাগ করিয়া প্রবল বিজেতা আর্য্যদের ভাষা গ্রহণ করিতে থাকে, এবং এইরূপে খ্রীষ্ট-জন্মের প্রথম সহস্রকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ইহারা আর্য্য-ভাষী হইয়া পড়ে। ইহাদের প্রতিবেশী উত্তর-ভারতের দ্রাবিড়-ভাষী জাতিদেরও সেই অবস্থা হয়। দাক্ষিণ-ভাষী জাতির বংশধর এখন পাঞ্জাব হইতে আসাম পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর-ভারতের জন-গণের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া, আর্য্য-ভাষী হিন্দু বা মুসলমান রূপে বিদ্যমান। ইহাদের মূল ভাষার শব্দ এবং বিশেষ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ইহাদের দ্বারা গৃহীত আর্য্য ভাষাতেও প্রবেশ করিয়াছে,—এইভাবে আর্য্য ভাষা ভারতে ইহাদের মুখে নূতন পথ ধরিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে।

প্রাচীন ভারতে দাক্ষিণ-জাতীয় জনগণ আর্য্যদের দ্বারায় **নিষাদ** নামে অভিহিত হইত।

এখন দাক্ষিণ বা নিষাদ গোষ্ঠীর কতকগুলি ভাষা অখ্যাত ও অবজ্ঞাত হইয়া মধ্য-ভারতে ও পূর্ব-ভারতের কোনও-কোনও স্থানে

কোনও রকমে টিঁকিয়া রহিয়াছে। ভারতের সমগ্র জনগণের মধ্যে শতকরা ১·৩ জন এই শ্রেণীর ভাষা বলে, তাহারা সংখ্যায় ৫০ লাখের বেশী হইবে না। ভারতীয় দাক্ষিণ-ভাষাগুলি তিনটি শ্রেণীতে পড়ে; [১] Kol **কোল** বা Munda **মুণ্ডা** শ্রেণী; ইহাতে আসে **সাওঁতালী** (* ২৫ লাখের অধিক লোক[১] সাওঁতালী বলে—ভারতের আদিম ভাষাগুলির মধ্যে সাওঁতালী সব-চেয়ে বেশী সংখ্যক লোকের ভাষা; বিহার প্রদেশে—বিশেষ করিয়া সাওঁতাল-পরগণা—উড়িষ্যা, বাঙ্গালা দেশ—বিশেষ করিয়া পশ্চিম- ও উত্তর-বঙ্গ—এবং আসাম—এই সমস্ত স্থানে সাওঁতালীদের বাস; ইহাদের আদি-ভূমি হইতেছে বিহারে; উত্তর-বঙ্গে ও আসামে মজুরগিরি করিবার জন্য দলে-দলে গিয়া ইহারা বাস করিতেছে); **মুণ্ডারী** (৬½ লাখ)—রাঁচী ইহার কেন্দ্র; **হো** (৪½ লাখ); এতদ্ভিন্ন **ভূমিজ** (১ লাখ ১৩ হাজার) প্রভৃতি অন্য কতকগুলি ভাষা, এই তিনটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত; এ ছাড়া **খাড়িয়া** (১ লাখ ৮০ হাজার), **কোর্কু** (১ লাখ ৬০ হাজার), **জুয়াঙ্** (১৫ হাজার), **শবর** বা **শোরা** (১ লাখ ১৬ হাজার) ও **গদব** (৪৪ হাজার); [২] Khasi **খাসি** বা **খাসিয়া,** আসাম

১। এই পুস্তকে বিভিন্ন ভাষার জন-সংখ্যা সাধারণতঃ ১৯৩১ সালের লোক-গণনা অনুসারে দেওয়া হইয়াছে; Linguistic Survey of India গ্রন্থে ১৯২১ সালের লোক-গণনার আধারে হিসাব করিয়া যে লোক-সংখ্যা নির্ধারিত হইয়াছে, কোথাও-কোথাও তাহা অনুসৃত হইয়াছে—সে-ক্ষেত্রে সংখ্যার আগে একটি * চিহ্ন প্রদত্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষের লোক-সংখ্যা (ব্রহ্মদেশ বাদ দিয়া) ১৯৩১ সালে ছিল ৩৩ কোটি ৮০ লাখের উপর, এবং ১৯৪১ সালে ছিল প্রায় ৩৮ কোটি ৯০ লাখ।

প্রদেশে খাসিয়া পাহাড়ে প্রচলিত (২ লাখ ৩৪ হাজার); এবং [৩] Nicobarese **নিকোবারী** (আনুমানিক ১০ হাজার)।

ভারতের দাক্ষিণ-গোষ্ঠীর ভাষাগুলির সাহিত্যিক চর্চা কখনও হয় নাই ; মাত্র উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপীয় খ্রীষ্টান ধর্ম-প্রচারকদের চেষ্টায় এই ভাষাগুলির অনুশীলন আরম্ভ হয়, এগুলিতে খ্রীষ্টান শাস্ত্র অনুবাদ করিয়া এবং ইহাদের মধ্যে প্রচলিত পুরাণ-কাহিনী ও লোক-কথা এবং গীত প্রভৃতি মৌখিক সাহিত্য সংগ্রহ করিয়া, এইসব ভাষার একটা সাহিত্যিক প্রকাশের চেষ্টা হয়। কোল ভাষাগুলিতে—বিশেষতঃ সাওঁতালীতে—কতকগুলি সুন্দর পুরাণ-কথা ও রূপ-কথা পাওয়া গিয়াছে—দুমকার স্কান্দিনেভীয় মিশনারিদের চেষ্টায় ইউরোপ (নরওয়ে ও ডেনমার্ক) হইতে এগুলির রোমান অক্ষরে মূল ও ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে ; এবং সাওঁতালী, মুণ্ডারী ও হো ভাষায় (বিশেষতঃ মুণ্ডারীতে) অতি মনোরম ছোট-ছোট গীতি-কবিতা মিলে, সেগুলির কিছু-কিছু সংগ্রহ, অনুবাদ ও আলোচনা হইয়াছে। কোল-ভাষীরা (অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে দুই চারিজন শিক্ষিত ব্যক্তি—বেশীর ভাগ ইহারা খ্রীষ্টান) এখন ধীরে-ধীরে তাহাদের ভাষা ও তন্নিবদ্ধ সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটু সচেতন হইয়া উঠিতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বহুকাল হইতেই বি-এ পরীক্ষা পর্যন্ত খাসিয়া ভাষাকে পরীক্ষার্থীদের অন্যতম মাতৃভাষা রূপে পাঠ্যতালিকায় স্থান দিয়াছেন, এবং সম্প্রতি সাওঁতালীকেও মাট্রিকুলেশন পরীক্ষাতে ঐ মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে ভাষাগুলির পঠন-পাঠন ও আলোচনার পথ হইয়াছে—কিন্তু কোল-ভাষীদের, এবং আংশিকভাবে খাসিয়াদের, বাঙ্গালা, বিহারী বা হিন্দী, উড়িয়া অথবা আসামী—এই আর্য্যভাষাগুলির একটী জানিতেই হয় ; তাহাদের অধ্যুষিত দেশে, সভ্যতায় ও বুদ্ধিতে তাহাদিগের

অপেক্ষা বহু অগ্রসর আর্য্যভাষী মানুষের আগমন ও বসবাস ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে, তাহারা তাহাদের প্রাচীন ভাষা ও প্রাচীন জীবন-যাত্রা লইয়া আর একান্তে সদানন্দ ও নিশ্চিন্ত ভাবে থাকিতে পারিতেছে না, কালধর্মে বাহিরের সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে তাহারা বাধ্য হইতেছে, সুতরাং তাহাদের সুসভ্য প্রতিবেশীদের ব্যবহৃত আর্য্যভাষা শিখিতে হইতেছে। ইহার ফলে, তাহারা ধীরে-ধীরে আর্য্যভাষী হইয়া পড়িতেছে ; প্রথমটায় তাহারা মাতৃভাষার অতিরিক্ত বাঙ্গালা বা বিহারী বা উড়িয়া জানিতে বাধ্য হইতেছে, ক্রমে তাহাদের মুখে কোল মাতৃভাষা আর নিজ বিশুদ্ধি রাখিতে পারিতেছে না, এবং তাহারাও ধীরে-ধীরে আর্য্যভাষী বনিয়া যাইতেছে। এইভাবে দাক্ষিণ-ভাষীদের যে আর্য্যীকরণ এখন হইতে সাড়ে-তিন হাজার বা তিন হাজার বৎসর পূর্বে এদেশে আর্য্যভাষার আগমনের সঙ্গে-সঙ্গে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার জের এখনও পর্য্যন্ত চলিতেছে, এবং তাহার শেষ হইবে কোলভাষীদের আর্য্য-ভাষা গ্রহণ করাইয়া ; আরও দুই-তিন শতকের মধ্যে, বা ইহার চেয়েও অল্পকালের মধ্যে, কোল ও অন্য দাক্ষিণ-ভাষাগুলিকে লুপ্ত করিয়া দিয়া, তবে এই আর্য্যীকরণ-প্রক্রিয়ার অবসান ঘটিবে।

দাক্ষিণভাষীদের পরে আমরা ভারতে পাই **দ্রাবিড়**-ভাষীদের। ইহারা খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩৫০০-র পূর্বেই এদেশে আসিয়া পহুঁছিয়াছিল। অনুমান হয়, দ্রাবিড়-ভাষীরা দুইটি বিভিন্ন জাতি মিলাইয়া একটী মিশ্র বা মিলিত জন-গণ হিসাবে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে প্রথমতঃ ছিল সুসভ্য দীর্ঘ-কপাল Mediterranean বা ভূমধ্যসাগরীয় জাতি, ইহাদের বাস ছিল দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে, পশ্চিম-এশিয়ায় ও উত্তর-আফ্রিকায়, বিশেষ করিয়া Aegean আয়গীয় বা ঈজিয়ান সাগরের আশপাশের দেশে ও ঐ সাগরের দ্বীপগুলিতে ; আর ছিল পশ্চিম

এশিয়া-মাইনরের হ্রস্ব-কপাল Armenoid 'আর্মেনয়ড' অর্থাৎ 'আর্মান-আকৃতিক' জাতি। ভূমধ্যসাগরীয় জাতিই ছিল প্রবল; প্রাচীন গ্রীসে Indo-European ভারত-ইউরোপীয় অর্থাৎ আদিম-আর্য্য-জাতি-সম্ভূত গ্রীকদের আগমনের পূর্বে, এই ভূমধ্যসাগরীয় ঈজিয়ান জাতিই ঐ অঞ্চলে একটা বিরাট্ সভ্যতা গড়িয়া তুলে। ভারতবর্ষে আসিয়া ইহারা ও ইহাদের অনুবর্তী সমভাষিক আর্মেনয়ডরা মিলিয়া, দক্ষিণ-পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের বিরাট নাগরিক সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করে, মোহেন্-জো-দড়ো ও হড়প্পায় যে সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ এখন আমাদের বিস্মিত করিয়া দিতেছে। এই সভ্যতার গৌরবের যুগ ছিল আনুমানিক ৩২৫০-২৭৫০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ। মোহেন্-জো-দড়ো ও হড়প্পার সভ্যতার স্রষ্টা ভূমধ্যসাগরীয় জাতির লোকেরা ভাষায় যে দ্রাবিড় ছিল, তাহা অবশ্য প্রমাণিত সত্য নহে, তবে তাহার পক্ষে কতকগুলি প্রবল যুক্তি আছে। এই দ্রাবিড়-ভাষীরা পশ্চিম- ও দক্ষিণ-ভারতে প্রসৃত হয়; এবং ইহারা গঙ্গানদীর দেশে বাঙ্গালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। উত্তর-ভারতে প্রথম হইতেই দাক্ষিণ বা নিষাদদের সঙ্গে ইহাদের সংঘর্ষ ও মিলন ঘটে, পরে আর্য্যদের সঙ্গেও তদ্রূপ সংঘাত ও সম্মিলন হইয়াছিল। ভারতের প্রাচীন সভ্যতায়, হিন্দু সভ্যতায়, কতকগুলি মৌলিক উপাদান অনার্য্য নিষাদ ও দ্রাবিড়দের জগৎ হইতে প্রাপ্ত। দ্রাবিড়-ভাষীদের বিভিন্ন শাখার নিজ নিজ স্বতন্ত্র জন বা গণবাচক কতকগুলি নাম প্রচলিত ছিল; যেমন 'অন্ধ্র, দ্রমিঝ. বা দ্রমিড (দ্রবিড়), কর্ণাট, কেরল বা চের', প্রভৃতি। আর্য্য-ভাষিগণ ক্রমে এই নামটির সহিত পরিচিত হয়। আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ব্যাপক-অর্থে 'দ্রাবিড়' শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। আর্য্য-ভাষীরা ভারতে আসিবার পূর্বে ঈরানে উপনিবিষ্ট দ্রাবিড় জাতির মানুষের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিল, ইহা অনুমিত হয়;

আর্য্য-ভাষীরা দ্রাবিড়দের **দাস** ও **দস্যু** এই দুই নামে অভিহিত করিত। জাতিবাচক অর্থ হইতে এই দুই শব্দের অর্থ পরে আর্য্যদের ভাষায় যথাক্রমে 'ক্রীতদাস বা ভৃত্য' ও 'তস্কর' রূপে অবনমিত হয়। আর্য্যদের আগমনের ফলে আর্য্যভাষা উত্তর-ভারতে প্রসার লাভ করে; দাক্ষিণ বা নিষাদ ও দ্রাবিড় উভয়েই আর্য্যভাষা গ্রহণ করে, এবং ক্রমে এই তিন জাতির মানুষ মিলিয়া একটী নূতন জাতিতে পরিণত হয়—উত্তর-ভারতের আর্য্যভাষী হিন্দু জাতি। এই ব্যাপার খ্রীষ্ট-পূর্ব ১০০০-এর দিক হইতেই প্রবল ভাবে ঘটিতে আরম্ভ করে, এবং এই সময়েই, বুদ্ধদেবের কিছু পূর্বেই,—এই মিশ্র হিন্দু জাতি ও সংস্কৃতির কাঠামো সুদৃঢ় হইয়া গঠিত হইয়া যায়। উত্তর-ভারতে আর্য্যদের আগমনের পূর্ব হইতেই পাশাপাশি দুইটী বিভিন্ন প্রকৃতির ভাষাগোষ্ঠী—দাক্ষিণ বা নিষাদ ও দ্রাবিড়—অবস্থান করায়, আর্য্যভাষার প্রসারের পক্ষে সুবিধা হইয়াছিল; নিষাদ ও দ্রাবিড় উভয়ের পক্ষেই আর্য্যভাষা গ্রহণ করিতে তেমন বাধা হয় নাই। কিন্তু উত্তর-কালে দক্ষিণ-ভারতে যেখানে দ্রাবিড়-ভাষীরা অন্য জাতির বা অন্য ভাষার লোকের সহিত মিশ্রিত না হইয়া, সারা দেশ জুড়িয়া ছিল, সেখানে আর্য্যভাষা ততটা সুবিধা করিতে পারে নাই। উপস্থিত কালে, উত্তর-ভারতে ও মধ্য-ভারতে, দ্রাবিড়-ভাষা খণ্ড, ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভাবে কোথাও-কোথাও অবস্থান করিতেছে; কিন্তু দক্ষিণ-ভারতে দ্রাবিড়-ভাষার একচ্ছত্র অধিকার। এখন ভারতবর্ষে প্রায় ৭ কোটি ১০ লক্ষ লোক বিভিন্ন দ্রাবিড় ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে—সমগ্র ভারতীয় জনগণ মধ্যে শতকরা ২০ জন দ্রাবিড়-ভাষী। চারিটী মুখ্য এবং সাহিত্য-গ্রথিত দ্রাবিড় ভাষা বিদ্যমান—(১) **তেলুগু** বা **অন্ধ্র** (২ কোটি ৬০ লাখের উপর), (২) **কানড়ী** বা **কর্ণাট** (১ কোটি ১০ লাখের উপর),

(৩) **তমিল**[১] বা **দ্রমিড (দ্রাবিড়)** (ভারতে প্রায় ২ কোটি + সিংহলে উপনিবিষ্ট ২০ লাখ) এবং (৪) **মালয়ালম্** বা **কেরল**—ইহার অন্তর্গত **লাক্ষাদ্বীপীয় ভাষা** (৯০ লাখের উপর)। এই চারিটী সাহিত্যময় সুসংস্কৃত দ্রাবিড় ভাষা ছাড়া আদিম উপজাতি মধ্যে আরও প্রচলিত কতকগুলি দ্রাবিড় ভাষা আছে, যথা—**তুলু** (১ লাখ ৫২ হাজার), **কোডগু** বা কুর্গ প্রদেশের ভাষা (৪৫,০০০), **তোদা** (মাত্র ৬০০); ও **গোঁড়** বা **গোণ্ড**-ভাষা (১০ লাখ ৮৬ হাজারের উপর—মধ্য-প্রদেশে মাদ্রাজ-প্রদেশে এবং হায়দরাবাদ রাজ্যে), **কন্ধ** বা **কুই** (৫ লাখ ৮৬ হাজার—উড়িষ্যায়), **কুঁড়ুখ** বা **ওরাওঁ** (১০ লাখ ৩৮ হাজার—বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে), ও **মাল্‌তো** (৭১,০০০—রাজমহল পাহাড়ে); ইহা ছাড়া বেলুচিস্থানে আছে Brahui **ব্রাহুই** ভাষা (২ লাখ ৭ হাজারের উপর)—সুপ্রাচীন কালে পশ্চিম-ভারতে—সিন্ধু-প্রদেশ ও তৎসন্নিকটস্থ বেলুচিস্থানে—যে বিশাল দ্রাবিড়-ভাষা বিস্তৃত ছিল, এই ব্রাহুই ভাষা হইতেছে তাহারই এক ভগ্নাবশেষ। এই-সমস্ত অসংস্কৃত ও সাহিত্য-বিহীন দ্রাবিড় ভাষা যাহারা বলে, তাহাদের একটী না একটী সুসভ্য বা মুখ্য ভাষা শিখিতেই হয়; কোথাও তমিল বা কানড়ী বা মালয়ালম্, কোথাও তেলুগু, কোথাও বা হিন্দী অথবা মারাঠী, উড়িয়া অথবা বিহারী; এবং বেলুচিস্থানে দ্রাবিড় ব্রাহুই-ভাষীদের

১। নামটী বাঙ্গালায় 'তামিল' রূপে প্রচলিত; মূলে কিন্তু 'ত', 'তা' নহে; ইহা 'দ্রমিড' বা 'দ্রবিড' শব্দের পরিবর্তিত একটী প্রতিরূপ। মূল দ্রাবিড় (*দ্রমিঝ.> দমিঝ. >তমিঝ্‌ তমিল্) প্রাচীন বাঙ্গালায় নামটী অজ্ঞাত। ইহার শেষের ব্যঞ্জনটী ঠিক আমাদের 'ল' নহে, ইহা হইতেছে zh-জাতীয়, ঘোষবৎ মূর্ধন্য-ষ-এর ধ্বনি; ইংরেজীতে Tamizh রূপে লিখিলে অনেকটা ঠিক হয়।

আর্য্যভাষা ঈরানীয় বেলুচী ও ফারসী এবং ভারতীয় সিন্ধী ও হিন্দুস্থানী শিখিতে হয়। কাজেই, তমিল্, মালয়ালম্, কানড়ী, ও তেলুগু, এই চারিটী সাহিত্য-সমৃদ্ধিময় মুখ্য দ্রাবিড়-ভাষাকেই ধরিতে হয়—অন্যগুলি ব্যবহারিক জীবনে ধর্তব্যের মধ্যে নহে; যদিও ওরাওঁ ও গোঁড় ভাষায় রচিত লক্ষণীয় গ্রাম-গীত ও কবিতার সংগ্রহ করা হইয়াছে।

তমিল-ভাষার সাহিত্য-সম্পদ্ বিশেষ লক্ষণীয়। তমিলের প্রাচীনতম কাব্যগ্রন্থগুলির মূল রূপ খ্রীষ্ট-জন্মের পরের প্রথম দুই তিন শত বৎসরে গিয়া পহুঁছায়। এই সাহিত্য 'চঙ্কম্' সাহিত্য অর্থাৎ 'সঙ্ঘ' বা প্রাচীন তমিল-সাহিত্য-সঙ্ঘ বা পরিষদের অনুমোদিত সাহিত্য বলিয়া পরিচিত। প্রাচীন তমিল একটী বিশেষ প্রৌঢ়, স্বতন্ত্র ভাষা, ইহা সংস্কৃতের প্রভাব হইতে অনেকটা মুক্ত; প্রেম ও যুদ্ধ অবলম্বন করিয়া রচিত ইহার কাব্যগ্রন্থগুলিতে আদি দ্রাবিড় সভ্যতার বিশিষ্ট এবং অতি মনোহর প্রকাশ দেখা যায়। পরবর্তী কালে শৈব সিদ্ধ ও বৈষ্ণব 'অঝ্‌বার্' অর্থাৎ ভক্তদের রচিত তমিল আধ্যাত্মিক ভাবের পদ, ভারতের ধর্ম-চিন্তার ইতিহাসে একটী গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রাচীন তমিল্‌কে 'চেন্-তমিঝ্' বলে, ইহার পরিবর্তনে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের পরে 'কোডুন্-দমিঝ্' বা আধুনিক তমিল্। প্রসারে, স্বতন্ত্রতায় এবং বিচিত্রতায়, তমিল সাহিত্য ভারতবর্ষে সংস্কৃত সাহিত্যের পরেই উল্লিখিত হইবার যোগ্য। কানড়ী ভাষার সাহিত্য বয়সে বা প্রাচীনতায় প্রায় তমিলেরই সমকক্ষ; বহু প্রাচীন অনুশাসন খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক হইতে কানড়ী ভাষায় লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন কানড়ী ভাষা ('পলে-কন্নড' বা 'হলে-কন্নড') পরিবর্তিত হইয়া আধুনিক কানড়ীতে ('পোস-কন্নড' বা 'হোস-গন্নড়'-তে) দাঁড়াইয়াছে। সংস্কৃতের প্রভাব সুপ্রাচীন কাল হইতেই কানড়ী ভাষায় খুব বেশী করিয়া পড়িয়াছে।

তেলুগু সাহিত্যের প্রাচীনতম বই নন্নয়া ভট্টের 'মহাভারত' খ্রীষ্টীয় ১০০০-এর দিকে রচিত; তেলুগুতে সাহিত্য-চেষ্টা অবশ্য ইহার পূর্বেও ছিল। সংস্কৃত প্রভাব তেলুগুতে প্রাচীন কাল হইতেই যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়, যদিও কখনও-কখনও তেলুগু পণ্ডিতেরা 'অচ্চ-তেলুগু' অর্থাৎ সংস্কৃতশব্দ-বিহীন বিশুদ্ধ তেলুগুতে রচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সাধু অর্থাৎ প্রাচীন ব্যাকরণানুমোদিত তেলুগু এবং আধুনিক চলিত তেলুগু, এই দুইই এখন সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়,—কোন্‌টী এখনকার উপযোগী সর্বজনগৃহীত ভাষা হইবে, তাহা লইয়া এখন তেলুগু-লেখকদের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা যায়। মালয়ালম্ প্রাচীন তমিল্ হইতে উদ্ভূত, ইহাকে তমিলের কনিষ্ঠা ভগিনী বলা যায়; তমিল্ হইতে ইহার স্বতন্ত্র সাহিত্য-জীবন আরম্ভ হয় খ্রীষ্টীয় পনেরোর শতক হইতে। মালয়ালম্ বোধ হয় কানড়ীর চেয়েও সংস্কৃতের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। এই কয়টী সুসভ্য দ্রাবিড় ভাষার মধ্যে একমাত্র তমিল্-ই প্রাচীন বা মূল দ্রাবিড় ভাষার প্রকৃতি—তাহার ধাতু ও শব্দ প্রভৃতি—অনেকটা সংরক্ষণ করিয়া আসিয়াছে; একটীও সংস্কৃত বা আর্য্য শব্দ ব্যবহার না করিয়া কেবল শুদ্ধ তমিলেই বাক্য রচনা করা যায়। কিন্তু তাহা হইলেও, তমিলের উপর সংস্কৃতের প্রভাব অল্প নহে। চারিটী ভাষাই আবশ্যক-মত সংস্কৃত হইতে শব্দ গ্রহণ করিয়া ব্যবহার করে; আধুনিক ভাবের প্রায় তাবৎ সংস্কৃত শব্দ, তমিল্ মালয়ালম্ কানড়ী তেলুগু নির্বিচারে গ্রহণ করে, গঠন করে। উত্তর-ভারতের আর্য্য ভাষাগুলি, ও দক্ষিণ-ভারতের এই চারিটী দ্রাবিড় ভাষা, মূলতঃ সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা হইলেও, এগুলির মধ্যে যে-সমস্ত সাধারণ সংস্কৃত শব্দের উপাদান বিদ্যমান, তাহা এই দুই গোষ্ঠীর ভাষার পক্ষে একটা অত্যন্ত কার্য্যকর যোগসূত্র স্বরূপ রহিয়াছে। সাধু বা সাহিত্যিক তেলুগু, কানড়ী, মালয়ালম্ ও তমিল্

পড়িয়া গেলে, এই কয় ভাষার মধ্যে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দের কল্যাণে উত্তর-ভারতের হিন্দী বাঙ্গালা গুজরাটী ও মারাঠী ভাষী ইহাদের আশয়টা অনেকটাই বুঝিয়া লইতে পারিবে ; কেবল, সংস্কৃত শব্দের সহিত যাহার পরিচয় নাই এমন আরবী-ফারসী-শব্দ-বহুল উর্দু-ভাষী পারিবে না।

যদিও Sino-Tibetan বা Tibeto-Chinese অর্থাৎ **ভোট-চীন**-ভাষী Mongol বা Mongoloid **মোঙ্গোল**-জাতীয় **মোঙ্গোলাকার** মানুষ ভারতবর্ষে আসিয়াছিল আর্য্যদের আগমনের পরে ; তথাপি তাহাদের কথা এইবার ধরা যাক্। এই মোঙ্গোল-জাতির আদি নিবাসভূমি ছিল উত্তর-পশ্চিম চীনদেশে। ইহাদের একটী শাখা উত্তর-চীনে উপনিবিষ্ট হয়, সেখানে ইহারা Hwang-Ho হোআঙ্-হো নদীর তীরে খ্রীষ্ট-জন্মের ২০০০ বৎসর পূর্বেই **চীন** সভ্যতার পত্তন করে ; পরে খ্রীষ্ট-জন্মের পূর্বের প্রথম সহস্রকে এই সভ্যতা পরিপুষ্টি লাভ করে, ইহার লিপি, সাহিত্য, দর্শন ও শিল্পকলা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকে তৎপরে বৌদ্ধধর্মের মারফৎ ভারতবর্ষের সহিত যে চীনের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ ঘটে, তাহার ফলে চীনা সভ্যতা পূর্ণতা লাভ করে। ভোট-চীন জাতির আর একটী শাখা Dai **দৈ** বা Thai **থাই** জাতি দক্ষিণে শ্যাম-দেশে যায়, এবং ভারতীয় সভ্যতার দ্বারা অনুপ্রাণিত স্থানীয় অস্ট্রিক জাতির মোন্ ও খ্মেরদের সংস্পর্শে আসিয়া, ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি, লিপি প্রভৃতি লইয়া, খ্রীষ্টীয় ১০০০-এর পরে শ্যামী জাতিতে পরিণত হয়। তদ্রূপ ব্রহ্মদেশে Mran-ma **ম্রন্-মা** বা Byamma **ব্যম্মা** নামে আর একটী শাখা, মোন্দের নিকটে ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করিয়া, বর্মী জাতি হইয়া দাঁড়ায়। এই ভোট-চীন জাতির Bod **বোদ্** বা **ভোট** শাখা খ্রীষ্ট-পূর্ব

প্রথম সহস্রকের মাঝামাঝি তিব্বতে আসিয়া পঁহুছায়; এবং ইহাদের সহিত সম্পৃক্ত অন্য কতকগুলি শাখা বা উপজাতি আসামে ও উত্তর-পূর্ব বঙ্গে এবং নেপালে আসিয়া উপনীত হয়, ভোটেরাও হিমালয় অতিক্রম করিয়া হিমালয়ের দক্ষিণ প্রান্তে ভারত-সীমানায় আসিয়া পঁহুছে। তিব্বতের ভোটেরা খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও ভারতীয় লিপি গ্রহণ করে, ভারতীয় বৌদ্ধ সাহিত্যের অনুবাদকে আধার করিয়া ভোট ভাষায় সাহিত্য-রচনার আরম্ভ হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে আগত ও উপনিবিষ্ট অন্য ভোট-চীন উপজাতিগুলি, সভ্যতায় নিতান্ত পশ্চাৎপদ ছিল, ভারতের সভ্যতার গঠনে ইহাদের দান তেমন লক্ষণীয় ছিল না।

তিব্বতে তিব্বতীদের আগমনের বহু পূর্বে মোঙ্গোল-জাতীয় লোকেরা হিমালয় অতিক্রম করিয়া এবং আসামে হিমালয়ের সানুদেশ ধরিয়া উত্তর-পূর্ব ভারতে আগমন করে, পশ্চিমে কুলু লাহুল পর্য্যন্ত তাহারা প্রসৃত হয়। যজুর্বেদে ইহাদের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়—আর্য্যভাষিগণ ইহাদের **কিরাত** নামে জানিত। মোঙ্গোল বা কিরাত জাতীয় লোক অন্ততঃ ১০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে ভারতে প্রবেশ করে। নেপাল, সম্ভবতঃ উত্তর বিহার, উত্তর বঙ্গ, পূর্ব বঙ্গ, ও আসাম কিরাত জাতির প্রসার ও উপনিবেশের ক্ষেত্র হয়। স্থানীয় নিষাদ বা দাক্ষিণ এবং দ্রাবিড় ও পরে আর্য্যভাষী লোকেদের সহিত ইহাদের মিশ্রণ ঘটে। কিন্তু পাহাড়িয়া অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভোট-চীন উপজাতি নিজ ভাষা ও প্রাচীন বর্বর বা অর্ধ-বর্বর জীবন লইয়া যুগের পর যুগ কাটাইয়া দিয়াছে। তাহা হইলেও নেপালে, উত্তর বিহার ও উত্তর বঙ্গে, আসামে ও পূর্ব বঙ্গে হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দু ইতিহাসের বিকাশে কিরাত বা মোঙ্গোলাকার জাতির মানুষে লক্ষণীয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। নেপালের Newari **নেবারী** জাতি, বৌদ্ধ ধর্মকে আশ্রয় করিয়া

বাঙ্গালা ও বিহারের লোকেদের সাহচর্য্যে প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব হইতে উচ্চ সভ্যতার অধিকারী হইয়াছে; এবং গত ২০০।২৫০ বৎসর মধ্যে মণিপুরের Meithei **মেইতেই** বা **মণিপুরী** জাতিও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে একটী লক্ষণীয় সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিয়াছে, অল্প-স্বল্প সাহিত্য সৃষ্টিও করিতেছে। আসাম, বাঙ্গালা ও নেপালের সমতল ভূখণ্ডের ভোট-চীন-ভাষীরা ধীরে-ধীরে আর্য্যভাষী হইয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালা ও আসামে Bodo **বড** বা **বোডো** জাতি এক সময়ে দক্ষিণ ত্রিপুরা পর্য্যন্ত উত্তর-পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিম-আসাম জুড়িয়া ছিল; ইহাদের নানা শাখা ক্রমে বাঙ্গালা- ও আসামী-ভাষী হইতেছে, যদিও **গারোরা** (সংখ্যায় ২ লাখ ৩০ হাজার) এবং **ডিমা-সা** বা কাছাড়ীরা ও অন্য কতকগুলি বোডো শ্রেণীর লোকেরা নিজ বোডো নাম ও ভাষা রক্ষার চেষ্টা করিতেছে। **গারো, মেইতেই** বা **মণিপুরী** (৩ লাখ ৯২ হাজার), এবং **লুশেই** (৬০,০০০) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরীক্ষার্থীদের মাতৃভাষা রূপে স্বীকৃত হইয়াছে; **নাগা** সম্বন্ধে অনুরূপ চেষ্টার আরম্ভ দেখা দিতেছে। কিন্তু এই সব ভাষার জীবনীশক্তি বেশী-দিনের জন্য আছে বলিয়া মনে হয় না; ভারতের বৃহত্তর জীবনে অংশ গ্রহণ করিতে হইলে, কেবল এই সমস্ত সাহিত্যহীন পাহাড়িয়া ভাষায় চলিবে না, ভোট-চীন-ভাষীদের বাঙ্গালা আসামী অথবা নেপালী শিখিতেই হইবে, এবং হইতেছে। অবশ্য ভোট বা তিব্বতী এবং বর্মী প্রভৃতি বহু লক্ষ জনের সমৃদ্ধ সাহিত্যিক ভাষার কথা আলাহিদা। ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে সংখ্যায় মাত্র ৪০ লক্ষ ব্যক্তি—শতকরা ·৮৫ মাত্র—ভোট-চীন গোষ্ঠীর শতাধিক ভাষা ও উপভাষা ব্যবহার করে। আর্য্য-ভাষা বাঙ্গালা, আসামী ও নেপালীর প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে

এগুলির বিলোপ অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই মনে হয়। (ভোট-চীন বা কিরাত শ্রেণীর ভাষাগুলির বর্গীকরণ পরে প্রদত্ত হইয়াছে।)

শেষ, ভারতের বিশাল **আর্য্যগোষ্ঠীয় ভাষাগুলির** বিচার করিতে হইবে। ভারতের আর্য্যভাষা—বৈদিক সংস্কৃত হইতে ধরিয়া এখনকার দিনের আর্য্যভাষা—সবই, পশ্চিমের জগতের সঙ্গে, অর্থাৎ ঈরান ও ইউরোপের সঙ্গে, আমাদের একটী প্রধান এবং বিশেষ মূল্যবান্ আধ্যাত্মিক ও আধিমানসিক যোগ-সূত্র। আদিম Indo-European **ইন্দো-ইউরোপীয় বা ভারত-ইউরোপীয়** জাতি—ভারতে আগত আর্য্যগণ যে জাতির একটী শাখা ছিল, সেই জাতি,—আনুমানিক ৩০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের দিকে রুষদেশের অন্তঃপাতী ইউরোপ ও এশিয়া জুড়িয়া বিদ্যমান বিশাল সমতল ভূমিতে, উরাল পর্বতের দক্ষিণে, তাহাদের সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিয়াছিল; এইখানেই তাহাদের ভাষা (বৈদিক সংস্কৃত, প্রাচীন ঈরানী, প্রাচীন হিত্তী, যবন বা প্রাচীন গ্রীক, রোমক বা লাতীন এবং অন্য ইতালীয়, গথিক ও অন্য প্রাচীন জর্মানিক, আয়র্লাণ্ডের প্রাচীন ভাষা, প্রাচীন শ্লাব, প্রাচীন আর্মানী, কুচী বা তুখারী প্রভৃতি) প্রাচীন আর্য্য-গোষ্ঠীর ভাষা-সমূহের আদি জননী, নিজ বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয়। আদি ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির বিভিন্ন শাখা পশ্চিমে, দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পূর্বে ছড়াইয়া পড়ে; এবং ইহাদের 'আর্য্য' শাখা, খ্রীষ্ট-পূর্ব ২২০০।২০০০-এর দিকে উত্তর-মেসোপোতামিয়ায় আসিয়া উপনীত হয়। এইখানে খ্রীষ্ট-পূর্ব ২০০০।১৪০০-র মধ্যে, স্থানীয় রাজ্যগুলির ভিতর আর্য্যেরাও নিজ স্থান করিয়া লয়; Kashshi কাশি নামে ইহাদের এক দল ১৭৪৪ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে বাবিলন শহর দখল করিয়া ঐ অঞ্চলে রাজত্ব আরম্ভ করিয়া দেয়; Mitanni মিতান্নি ও Harri হার্‌রি বা আর্য্য নামে আর দুইটী দল দুইটী স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করে। পরে ইহাদের কতকগুলি জন বা

উপজাতি পূর্বে ঈরানে আসে, ও ঈরান হইতে ভারতে পাঞ্জাবে প্রবেশ করে। ঈরানে যাহারা রহিয়া গেল তাহাদের ভাষা, আর ভারতবর্ষে যাহারা আসিল তাহাদের ভাষা প্রায় তুল্য ছিল, এক ভাষায় কথা কহিলে অন্য ভাষা যাহারা বলিত তাহারা বুঝিতে পারিত; একদিকে ভারতের বৈদিক সংস্কৃতের এবং অন্যদিকে ঈরানের অবেস্তার ভাষার ও শিলালেখের প্রাচীন পারসীকের মধ্যে সাদৃশ্য এত অধিক যে এই দুই দেশের প্রাচীন আর্য্যভাষাকে একই ভাষার dialect বা প্রান্তিক রূপ বলা চলে।

ভারতে আর্য্যভাষা লইয়া যাহারা আসিয়াছিল, জাতির অর্থাৎ শারীরিক আকৃতির দিক্ দিয়া তাহারা একটী মাত্র জাতির লোক ছিল বলিয়া মনে হয় না। অনুমান হয়, ইহাদের মধ্যে দুইটী বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রকারের দেহাবয়ব-বিশিষ্ট জন-সমূহ ছিল; এক—Nordic 'নর্ডিক' অর্থাৎ উত্তর-দেশের মানব, ইহারা ছিল দীর্ঘকায়, শ্বেত বা গৌরবর্ণ, হিরণ্যকেশ, নীলচক্ষু, সরলনাসিক ও দীর্ঘকপাল,—অনেকের মতে ইহারাই বিশুদ্ধ ইন্দো-ইউরোপীয় বা মৌলিক আর্য্য; আর অন্য জাতির লোকেরা Alpine 'আল্প-পর্বতীয়' বা মধ্য-ইউরোপীয় প্রকৃতির বলিয়া বর্ণিত হয়, ইহারা অপেক্ষাকৃত লঘুদেহ, পিঙ্গলকেশ বা কৃষ্ণকেশ, এবং হ্রস্ব-কপাল। ভারতে আগত এই আল্পীয়শ্রেণীর জাতি মূলতঃ আর্য্যভাষী ছিল কিনা, সে বিষয়ে সকলে একমত নহেন; তবে ভারতের কোথাও-কোথাও, যেমন গুজরাটে ও বাঙ্গালাদেশে, আর্য্যভাষী জনগণ এই হ্রস্বকপাল আল্পীয়-শ্রেণীতেই পড়ে। পাঞ্জাবে, রাজপুতানায় ও উত্তর-হিন্দুস্থানে Nordic বা উত্তরীয়-শ্রেণীর বৃহৎকায় দীর্ঘকপাল আর্য্যদেরই বসতি বেশী করিয়া হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। আর্য্যভাষী উপজাতি-সমূহ বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন দলে ভারতে প্রবেশ

করে। ইহাদের বিভিন্ন উপজাতি বা গোত্রের মধ্যে প্রচলিত মৌখিক বা কথ্য ভাষায় অল্পস্বল্প পার্থক্য দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, কিন্তু এই-সমস্ত কথ্য ভাষার ঊর্ধ্বে একটী কবিতার বা সাহিত্যের ভাষা ইহাদের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল, যাহার নিদর্শন আমরা ঋগ্‌বেদে পাই। উত্তর-পাঞ্জাবে আর্য্যদের প্রথম বসতি হইল, তারপরে আর্য্য জাতির ও ভাষার প্রসার ঘটিল পূর্বদিকে; সিন্ধু ও পঞ্চনদের দেশ হইতে, সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর দেশ হইতে, তাহারা গঙ্গা-যমুনার দেশে অগ্রসর হইল। দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক ভাষাগুলি আর্য্যভাষার প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে পরিত্যক্ত হইতে লাগিল; বুদ্ধদেবের জীবৎকালে, গান্ধার বা পূর্ব-আফগানিস্থান হইতে বাঙ্গালাদেশের পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর-ভারতে আর্য্যভাষাই প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ক্রমে খ্রীষ্ট-জন্মের কিছু পূর্বে গৌড়-বঙ্গে আর্য্যভাষা স্থাপিত হইতে আরম্ভ করিল, আসাম ও পূর্ব-বঙ্গে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইল, উড়িষ্যায় ও মহাকোশলে এবং গুজরাটে ও দাক্ষিণাত্যেও আর্য্যভাষা সর্বজন-গৃহীত হইল। ভারতে আর্য্যভাষার প্রাচীনতম রূপ আমরা পাই ঋগ্‌বেদে; ঋগ্‌বেদ গ্রন্থ খুব সম্ভব খ্রীষ্ট-পূর্ব দশম শতকে মধ্যদেশে অর্থাৎ আধুনিক সংযুক্ত-প্রদেশের পশ্চিম খণ্ডে সংগৃহীত ও প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপিতে লিখিত হয়। এই প্রাচীন বা প্রাথমিক যুগের ভারতীয় আর্য্যভাষাকে Old Indo-Aryan অর্থাৎ **প্রাচীন** বা **আদি ভারতীয়-আর্য্যভাষা** বলা হয়। যখন ঋগ্‌বেদের ভাষা একটু পুরাতন ও সাধারণের কাছে আংশিকভাবে দুর্বোধ্য হইয়া পড়িতেছিল, তখন এই ভারতীয়-আর্য্যভাষায় প্রাচীন একটী অর্বাচীনতর রূপ-ভেদ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ও মধ্যদেশে ব্রাহ্মণদের আশ্রমে ও বিদ্যায়তনে, খ্রীষ্ট-পূর্ব ৫০০-র পূর্বে, একটী বিশিষ্ট সাহিত্যের ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখনকার উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাবের অধিবাসী বৈয়াকরণ

ঋষি পাণিনি এই নবীন সাহিত্যের ভাষার ব্যাকরণ ('অষ্টাধ্যায়ী') রচনা করিয়া দেন, এবং 'লৌকিক' এই নামে ইহার উল্লেখ করেন; পরে এই 'লৌকিক' ভাষা **সংস্কৃত** এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়, এবং 'দেবভাষা' নামেও অভিহিত হইতে থাকে। সংস্কৃত ক্রমে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে শিক্ষা, সাহিত্য, দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের—এক কথায়, সমগ্র মানসিক সংস্কৃতির—প্রধান বাহন হইয়া উঠে; এবং ভারতের হিন্দু সভ্যতার বাহন রূপে সমগ্র ভারতে ও ভারতের বাহিরে ইন্দোচীনে, দ্বীপময়-ভারতে ও মধ্য-এশিয়ায় সংস্কৃত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তিব্বত, চীন কোরিয়া ও জাপানেও ইহার অধ্যয়ন-অধ্যাপনা চলিতে থাকে। বুদ্ধদেবের কিছু পূর্বের সময়ে (অর্থাৎ মোটামুটি ৬০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের দিকে) কথ্য বা মৌখিক আর্য্যভাষা পরিবর্তিত হইতে থাকে, এবং উদীচ্য বা পাঞ্জাব, মধ্যদেশ ও প্রাচ্য অর্থাৎ অযোধ্যা-কাশী-মগধ, তথা দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি স্থানে ইহার কতকগুলি স্থানীয় রূপভেদ ঘটিতে থাকে। আর্য্যভাষা এখন যে নূতন অবস্থায় পড়িল, তাহাকে Middle Indo-Aryan অর্থাৎ **মধ্য** বা **মধ্য-কালীন ভারতীয়-আর্য্য** নাম দেওয়া হয়। ৬০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ হইতে আনুমানিক ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হইতেছে মধ্য-কালীন ভারতীয়-আর্য্য যুগ। এই যুগের কথ্য ভাষাগুলির মধ্যে কতকগুলি আবার সাহিত্যে ব্যবহৃত হইতে থাকে; ব্রাহ্মণ্যবিরোধী বৌদ্ধ ও জৈনদের যত্নে, পালি ও বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃতে, অর্থাৎ কথ্য মধ্য-কালীন আর্য্যভাষার নানা প্রান্তিক রূপে, সাহিত্য-রচনা হইতে থাকে। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে আর্য্যভাষা আর একটী নূতন অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করে, এবং সেই সময়ে আধুনিক যুগের জীবন্ত ভারতীয় আর্য্যভাষাগুলির উদ্ভব হয়। আর্য্যভাষার আধুনিক যুগকে New Indo-Aryan অর্থাৎ **নবীন** বা **নব্য**

ভারতীয়-আর্য্য যুগ বলা হয়। নবীন ভারতীয়-আর্য্য ভাষাগুলি এখন মৌখিক ও সাহিত্যিক উভয় রূপেই প্রচলিত; কিন্তু এগুলির পিছনে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতার প্রকাশক সংস্কৃতভাষা এখনও রহিয়াছে। বিগত ২৫০০ বৎসর ধরিয়া, মধ্য-কালীন ও নবীন উভয় যুগের প্রায় তাবৎ ভারতীয়-আর্য্য ভাষার পক্ষে, সংস্কৃতই স্বাভাবিক পরিপোষক বা পরিবর্ধক রূপে বিদ্যমান।

আর্য্যভাষাসমূহ ভারতে সর্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠাশালী। এগুলিই সংখ্যাভূয়িষ্ঠ জনগণের ভাষা। ২৫ কোটি ৭০ লক্ষের অধিক লোকের মধ্যে এই আর্য্যভাষাগুলি প্রচলিত,—ভারতের জনগণের মধ্যে শতকরা ৭৩-এরও অধিক। পরস্পরের মধ্য সম্পর্ক ও সংযোগ বিচার করিয়া, মৌখিক ও সাহিত্যিক নির্বিশেষে আধুনিক বা নবীন ভারতীয় আর্য্য-ভাষাগুলিকে এই কয়টী ভাগে বা শ্রেণীতে ফেলা হইয়াছে[১] :—

১। প্রত্যেক ভাষার নামের পরে সেই ভাষা যাহারা বলে তাহাদের সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। সংখ্যার পূর্বে * চিহ্ন থাকিলে, Linguistic Survey of India-র হিসাব মত সংখ্যা বুঝিতে হইবে। উপরের বিভিন্ন ভাষার জন্য প্রদত্ত সংখ্যার যোগফল ও সমগ্র ভারতের ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে আর্য্যভাষী জনগণের সংখ্যা ২৫ কোটি ৭০ লক্ষ, এই দুইয়ের মধ্যে মিল না থাকার কারণ, (১) উপরের ভাষাগুলির বিচার কালে ঈরানীয় ও দরদ শ্রেণীর আর্য্যভাষাগুলি ধরা হয় নাই—কেবল ভারতীয়-আর্য্যভাষাই এখানে ধরা হইয়াছে; এবং এতদ্ভিন্ন, (২) লোক-গণনা কালে বিভিন্ন ভাষার জন্য যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, সেগুলির সঙ্গে Linguistic Survey of India-র হিসাব মত সংখ্যা নির্দেশের অমিল; ক্ষেত্রবিশেষে Linguistic Survey of India-র হিসাবকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে।

ধর্মপণ্ডিতগণ অবশ্য আরবীকেই প্রথম স্থান দিতেন),—ফারসীর আরবী-লিপি এবং ফারসীর প্রচুর আরবী শব্দ ও ফারসীর প্রবর্ধমান সাহিত্য-সম্পদ্ তাহাদের কাছে ধর্ম ও সংস্কৃতি উভয় দিক্ দিয়াই আদরের বস্তু ছিল। যে-সব ভারতীয় হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন মুসলমান হইল, ধর্মের নামে ফারসী-আরবীর দিকে একটা আকর্ষণ ক্রমে তাহাদের অনেকের মনে আসিয়া গেল—বিশেষ করিয়া মুসলমান রাজশক্তি ও সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলিতে ; ক্রমে তাহারা চর্চার অভাবে সংস্কৃতের মায়া কাটাইয়া উঠিতে লাগিল, সংস্কৃতের স্থলে ফারসীকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাহাদের মধ্যে কেহ-কেহ চেষ্টিত হইলেন। কিন্তু কয়েক শতক ধরিয়া সংস্কৃত ও দেশভাষা শুদ্ধ হিন্দীর প্রভাব অব্যাহত ছিল ; ধীরে-ধীরে ষোড়শ শতকের শেষের দিকে দক্ষিণাপথে ও অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে উত্তর-ভারতে, আরবী-শব্দ-বহুল ফারসী, মুসলমানদের মধ্যে সংস্কৃতের আসন প্রায় পূরাপূরি দখল করিয়া লইল। কিন্তু দেশভাষা বা মাতৃ-ভাষাকে বিদেশী ভাষার মুখাপেক্ষী করানো, উত্তর-ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছেও এত সহজ হয় নাই ; কয়েক শতক এই কার্য্যে লাগিয়া গিয়াছিল, এবং এই বিষয়ে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে সাকাঙ্ক্ষ চেষ্টাও দেখা দিয়াছিল। বিদেশী বা বিদেশাগত মুসলমানদের নেতৃত্বে এই কার্য্য যখন দিল্লীতে অনেকটা অগ্রসর হইল, তখন মুসলমান শাহী দরবারে কার্য্যার্থ নিযুক্ত উত্তর-ভারতের কায়স্থদের মত হিন্দুদের অনেকেও প্রথমটায় তাহাদের কর্মজীবনে এবং পরে তাহাদের সাংস্কৃতিক জীবনেও সংস্কৃতের বদলে ফারসীকে স্বীকার করিয়া লইল।

ইহার ফল এই দাঁড়াইল যে, একই ভাষা হইতে গত দুই-তিন শত বৎসরের মধ্যে দুইটী সাহিত্যিক ভাষার উদ্ভব ঘটিল ; লিপিতে এবং উচ্চ কোটীর শব্দ বিষয়ে এই দুইটী একেবারে বিভিন্ন পথের পথিক।

কলিকাতা-নগরে ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় উনিশের শতকের প্রথম পাদ হইতেই যখন এই দুই ভাষার গদ্য-সাহিত্য রচনার চেষ্টা হইল, এবং তাহার কিছু পরেই যখন এই দুই ভাষা শিক্ষার এবং বহির্জীবনের বা কর্মের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করিল, তখন হইতেই ইহাদের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিল। হিন্দী এবং উর্দু যাহারা সাহিত্য, শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে ব্যবহার করে এমন জন-সমূহ ক্রমে ভারতের রাজনৈতিক-অন্দোলনে দেখা দিল; এবং ওদিকে ভারতের রাজনীতিতে এবং জীবনের প্রায় তাবৎ ক্ষেত্রে, অতি কুৎসিত আকারে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা আত্মপ্রকাশ করিল। হিন্দী উর্দুর বিবাদ, যাহা মুখ্যতঃ ভাষার রচনা-শৈলী লইয়া সাহিত্যিক বিবাদ-মাত্র থাকা উচিত ছিল, তাহা পরস্পর-বিরোধী রূপে খাড়া করা হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম এবং সংস্কৃতির প্রাণান্তকর সংগ্রামের প্রতীক-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দাঁড়াইল। এখন হিন্দী ও উর্দু নিজ-নিজ নির্বাচিত পৃথক্ পথে চলিতেছে; উর্দুর দিকে চলিতেছে—উগ্ররূপে ফারসী-আরবী শব্দের আনয়ন এবং যথাসম্ভব দেশী শব্দকেও বর্জন করিয়া এই-সব বিদেশী শব্দের প্রয়োগ; হিন্দীর দিকে চলিতেছে—অনুরূপ আরবী-ফারসী শব্দের বহিষ্কারের চেষ্টা এবং সংস্কৃত শব্দের আনয়ন। ফলে ইহা দাঁড়াইতেছে যে, উর্দুওয়ালারা তথাকথিত উচ্চ-কোটির বা উচ্চ-শৈলীর হিন্দী বুঝিবে না এবং হিন্দীওয়ালারাও তদ্রূপ উচ্চ-শৈলীর উর্দু বুঝিবে না; অথচ উভয়ের সহজ রূপ দুইজনেরই ভাষার প্রতিষ্ঠাভূমি। তবে একথা বলিতে হইবে যে, হিন্দীতে যে পরিমাণে প্রচলিত আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হয়, উর্দুতে তাহার শতাংশের একাংশও সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হয় না; অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতেই উর্দুতে যে সংস্কৃত-বহিষ্কারের ধারা প্রবর্তিত হয়, এখনও তাহা বলবৎ চলিতেছে, উর্দু এ বিষয়ে হিন্দীর মত

লিখিত হইত ; কাশ্মীরী ভাষা বিশেষ করিয়া সংস্কৃতের প্রভাবে পড়িয়াছিল ; **শীণা** (৬৮,০০০), এবং **খোরর্** বা **চিত্রালী**, **বশ্‌গালী**, **পশৈ** প্রভৃতি আরও কতকগুলি উপভাষা, এগুলি অল্প-সংখ্যক করিয়া লোকের মধ্যে প্রচলিত। এগুলির মধ্যে এক কাশ্মীরীতেই যা-কিছু সাহিত্যচেষ্টা দেখা যায়।

ঈরানী শাখার আর্য্যভাষার মধ্যে দুইটী মুখ্য ভাষা ভারতে পাওয়া যায়—**পশ্‌তো** (বা **পষ্‌তো**), উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশে প্রায় ১৫ লাখ লোকের মধ্যে প্রচলিত—এতদ্ভিন্ন আফগানিস্থানে আরও বহু পষ্‌তো-ভাষী বাস করে ; এবং বলোচীস্থানের **বলোচী** (৬ লাখ ২৮ হাজার)। এই শাখার অন্তর্গত **ফারসী** ভাষা হইতেছে পৃথিবীর একটী প্রধান সংস্কৃতিবাহক ভাষা, এবং ভারতের মুসলমান সংস্কৃতির মুখ্য বাহন ছিল এই ফারসী ভাষা।

কাশ্মীরের উত্তরে হুন্‌জা-নগর রাজ্যে **বুরুশাস্কি** বা **খাজুনা** নামে একটী ভাষা প্রচলিত (জন-সংখ্যা ২৬,০০০ মাত্র) ; এই ভাষা ভাষা-তাত্ত্বিক পণ্ডিতদের ধাঁধায় ফেলিয়াছে ; ইহার সঙ্গে অন্য কোনও ভাষাগোষ্ঠীর ভাষার মিল পাওয়া যাইতেছে না—ইহা অসম্পৃক্ত ভাবে একক অবস্থান করিতেছে। কেহ-কেহ অস্ট্রিক শ্রেণীর কোল-ভাষার সঙ্গে ইহার একটু-আধটু সাদৃশ্য দেখিতেছেন ; আবার কাহারও-কাহারও মতে, রুষদেশের ককেশস-পর্বতের অঞ্চলের বিশিষ্ট ককেশীয় ভাষা-গোষ্ঠীর সহিত বুরুশাস্কির সংযোগ আছে।

দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষে চারিটী বিশিষ্ট ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্গত বিভিন্ন ভাষা এখন প্রচলিত—[১] অস্ট্রিক বা দাক্ষিণ বা নিষাদ, [২] দ্রাবিড়, [৩] ইন্দো-ইউরোপীয় (আর্য্য), এবং [৪] ভোট-চীন বা মোঙ্গোল বা কিরাত। এগুলির পরস্পরের মধ্যে গঠন-প্রণালীতে এবং

ধাতু ও শব্দাবলীতে, তথা বাক্যরীতি ও বাক্যভঙ্গীতে কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়—এগুলির উৎপত্তি পৃথক্ পৃথক্। কিন্তু প্রায় ৩০০০ বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া এগুলি ভারতের মাটিতে পরস্পরের পারিপার্শ্বিক প্রভাবে পড়িয়াছে; বিশেষ করিয়া দলে-দলে দাক্ষিণ, দ্রাবিড় ও ভোট-চীন-ভাষী জনগণ-কর্তৃক আর্য্যভাষা গ্রহণের ফলে, আর্য্যভাষার উপর এই-সব অনার্য্য ভাষার প্রভাব পড়িয়াছে; এবং ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভাষা বলিয়া আর্য্যভাষা সংস্কৃতের (ও ক্বচিৎ প্রাকৃতের) প্রভাবও অনার্য্য ভাষার উপর পড়িয়াছে। এই প্রকার পারস্পরিক প্রভাবের ফলে, এই বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য সত্ত্বেও, এগুলিতে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ দেখা দিয়াছে; সেই-সব লক্ষণকে বিশিষ্টরূপে 'ভারতীয় লক্ষণ' বলা যাইতে পারে; এই লক্ষণগুলি অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও আর্য্যভাষাগুলিতেই বেশী করিয়া দেখা যায়—(যেমন, ট, ড, ড়, ণ, ল্‌—এই মূর্ধন্য ধ্বনিগুলি; বিশেষ্য ও সর্বনাম শব্দের রূপে, শব্দের পরে 'পরসর্গ' বা 'অনুসর্গ' অথবা কর্মপ্রবচনীয় শব্দের ব্যবহার; ক্রিয়ার গঠনপ্রণালীর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য; 'সহায়ক-ক্রিয়া'; 'প্রতিধ্বনি-শব্দ'; ইত্যাদি, ইত্যাদি)। অতএব, ইহা বলা যায় যে, ইহাদের মৌলিক পার্থক্যকে অতিক্রম করিয়া ভারতের অধুনাতন বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভাষাগুলির মধ্যে বিশেষ একটা ভারতীয় লক্ষণ পাওয়া যাইতেছে; এই ভারতীয় লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য হইতেছে, সর্বত্র 'হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত ভারতের জীবনে তাহার প্রতিষ্ঠা-ভূমি বা আধার-স্বরূপ যে একটী আভ্যন্তর সমতা বা সংযোগ-সূত্র' পাওয়া যায়, ভাষার ক্ষেত্রে সেই সমতা বা সংযোগ-সূত্রের প্রকাশক। Sir Herbert Risley স্যর্ হর্বর্ট রিস্‌লির মত ব্যক্তি, যিনি ভারতের জনগণের সহজ বা স্বাভাবিক এক-রাষ্ট্রীয়তার সম্বন্ধে যোগ্যতা স্বীকার

করিতে বিশেষ ভাবে অনিচ্ছুক ছিলেন, তিনিও নিখিল ভারতের জীবনের এই সমতাসূত্র লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন।১

পরিশিষ্টে ভারতীয় ভাষাগুলির কিছু-কিছু নিদর্শন দেওয়া হইয়াছে।

১ এই প্রসঙ্গে অস্ট্রিক বা দাক্ষিণ ভাষাগুলি সম্বন্ধে একটী নূতন-প্রচারিত মতবাদের উল্লেখ করা কর্তব্য। Pater W. Schmidt পাদরি শ্‌মিট্‌ নামে এক জর্‌মান ভাষাতাত্ত্বিক, পূর্ব-প্রশান্ত-মহাসাগর হইতে উত্তর- ও মধ্য-ভারত পর্য্যন্ত বিস্তৃত এই Austric বা দক্ষিণ-দেশীয় ভাষা-গোষ্ঠীর পরিকল্পনা করেন, এবং সাধারণ্যে ইহা এতাবৎ স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু কয়েক বৎসর হইল Hevesy Vilmos (Wilhelm von Hevesy, Guillaume de Hevesy, William Hevesy) নামে এক হঙ্গেরিয়ান পণ্ডিত, ভারতের কোল বা মুণ্ডা শ্রেণীর ভাষাগুলিকে Austric ভাষাবংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, রুষদেশে, ফিন্‌দেশে, লাপ্‌দেশে, এস্তোনিয়ায় ও হঙ্গেরিতে প্রচলিত Finno-Ugrian **ফিন্নো-উগ্রীয়** ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে সংযুক্ত করিতে চাহিতেছেন। এই ফিন্নো-উগ্রীয় ভাষাসমূহ (Magyar মজর বা হঙ্গেরীয়, Finn ফিন, Esth এস্ত, Lapp লাপ, Vogul ভোগুল, Ostyak ওস্ত্যাক, Siryen সিরয়েন, Votyak ভোত্যাক ও Cheremis চেরেমিস), তুর্কী ও য়াকুৎ এবং মাঞ্চু ও মোঙ্গোল ভাষার সহিত সংযুক্ত। হেভেশি মনে করেন, সাওঁতালী প্রভৃতি কোল ভাষা, এই ভাষাগুলির মূল আদি-ফিন্নো-উগ্রীয় ভাষা হইতেই উদ্ভূত ; অতি প্রাচীনকালে আদি-ফিন্নো-উগ্রীয়-ভাষী কোনও জাতির ভারতবর্ষে আগমনের ফলে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে, তাহাদের ভাষা ভারতবর্ষে কোল বা মুণ্ডা ভাষার রূপ গ্রহণ করে। হেভেশির কল্পিত এই ফিন্নো-উগ্রীয়দের ভারতে আগমন সম্পর্কে অন্য কোনও প্রমাণ নাই। তিনি সাওঁতালী প্রভৃতির সঙ্গে ফিন্নো-উগ্রীয় ভাষাগুলির যে তুলনা-মূলক আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সর্ববাদিসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হয় নাই—তাঁহার বক্তব্যের

[৩] উপস্থিত অবস্থা

দেখা যাইতেছে যে, এই চারিটী বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে অস্ট্রিক ও ভোট-চীন গোষ্ঠীদ্বয়ের ভাষাগুলির কোনও প্রাধান্য ভারতে নাই ; যাহারা এই-সকল ভাষা কহে, তাহাদের অধিকন্তু একটী আর্য্যভাষা জানিতেই হয়—দ্বিভাষী হওয়া তাহাদের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। তবে অবশ্য, যতদূর সম্ভব, এই ভাষাগুলির সংরক্ষণের জন্য, এগুলির পঠন-পাঠনে উৎসাহ দেওয়া উচিত ; যাহাদের মাতৃভাষা এই-সব ভাষা তাহারা যাহাতে নিজ পারিবারিক ও সামাজিক এবং তদবলম্বনে ক্ষুদ্র পরিধির সাংস্কৃতিক জীবনে এগুলিকে জীয়াইয়া রাখিতে পারে, তদ্‌বিষয়ে সহানুভূতিপূর্ণ সহায়তা করা উচিত। অসংস্কৃত বা সাহিত্য-সম্পদ্‌-বিহীন পশ্চাৎপদ 'জঙ্গলী' দ্রাবিড়ভাষাগুলি সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়,—গোণ্ড, ওরাওঁ, কন্ধ প্রভৃতি ভাষা যাহারা বলে, তেলুগু উড়িয়া হিন্দী মারাঠী প্রভৃতি যে-কোনও একটী সুসভ্য দ্রাবিড় অথবা আর্য্যভাষা গ্রহণ করা তাহাদের পক্ষে অপরিহার্য্য।

সুসভ্য দ্রাবিড় ভাষাগুলির মধ্যে তমিল ও মালয়ালম্ নাকি পরস্পরের মধ্যে কতকটা সহজবোধ্য, বাঙ্গালা ও উড়িয়ার মতন ; কিন্তু সমস্ত দ্রাবিড়ভাষাগুলির মধ্যে, সংযোগ-সূত্র স্বরূপ সকলের সহজবোধ্য কোনও একটী দ্রাবিড় ভাষা নাই। কিন্তু পূর্বে (পৃ : ৩২ ও ৩৩-তে) প্রদত্ত আর্য্য ভাষা ও উপভাষাগুলির মধ্যে, হিন্দী বা হিন্দুস্থানী ভাষা

যৌক্তিকতা নির্ধারণ করিবার উপযোগী একাধারে কোল ও ফিন্নো-উগ্রীয় ভাষার সহিত পূর্ণ পরিচয় কাহারও দেখা যাইতেছে না—স্বয়ং হেভেশিরও সে যোগ্যতার অভাব।

একটী বিশেষ লক্ষণীয় সংযোগ-সূত্র রূপে বিরাজ করিতেছে ; ভারতের বিভিন্ন আর্য্যভাষা যাহারা বলে, তাহারা আপসের মধ্যে যদি কোনও আধুনিক ভারতীয় ভাষার ব্যবহার করে, তাহা হইলে সাধারণতঃ হিন্দীই ব্যবহার করে, সে হিন্দী শুদ্ধ রূপেই হউক অথবা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা বা অশুদ্ধ রূপেই হউক। বাঙ্গালী ও মারাঠী, পাঞ্জাবী ও গুজরাটী, উড়িয়া ও মারবাড়ী, মারাঠী ও নেপালী, ভোজপুরিয়া ও আসামী,—আপসের মধ্যে হিন্দীতেই কথাবার্তা করিবার চেষ্টা করিবে, যদি তাহারা ইংরেজী অথবা সংস্কৃত না জানে। ইহা অতি সহজ ভাবেই, বিনা কাহারও আপত্তিতে বা চেষ্টায়, ঘটিয়া থাকে। হিন্দীর মত একটী বিরাট্, সমগ্র আর্য্যাবর্ত-ব্যাপী আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা থাকা, আধুনিক ভারতের পক্ষে কম সুবিধার নহে।

উপস্থিত যতগুলি আর্য্যভাষা ও উপভাষা প্রচলিত আছে, সবগুলিই তুল্য-মূল্য নহে। ৩২-৩৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত অতগুলি বিভিন্ন আর্য্যভাষার মধ্যে মাত্র ১১টী সাহিত্যিক ভাষা হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, আরগুলির সাহিত্যিক স্থান বা মর্য্যাদা এখন আর নাই, অথবা এখনও হয় নাই। ফরাসীদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে Provençal প্রভাঁসাল ভাষা প্রচলিত। এই ভাষা উত্তর-ফ্রান্সের ফরাসী ভাষা হইতে অনেকটা পৃথক্, কিন্তু প্রভাঁসালভাষীরা এখন তাহাদের মাতৃভাষা আর সাহিত্যে ও বৃহত্তর জাতীয় জীবনে ব্যবহার করে না, তাহারা ইহার স্থানে উত্তর-ফ্রান্সের ফরাসীকেই গ্রহণ করিয়াছে, প্রভাঁসাল তাহারা কেবল ঘরে ব্যবহার করে। সেইরূপ, হিন্দকী (বা পশ্চিমা পাঞ্জাবী), (পূর্বী) পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, ভীলী, পশ্চিমা পাহাড়ী, মধ্য পাহাড়ী, ব্রজভাষা-কনোজী-বুন্দেলী, কোসলী বা পূর্বী হিন্দী (আওধী, বঘেলী, ছত্রিশগড়ী), এবং বিহারী অর্থাৎ মৈথিল, মগহী ও ভোজপুরী—এতগুলি বিভিন্ন ভাষা

যাহারা ঘরে বলে, তাহারা এই ভাষাগুলি এখন আর সাহিত্যে, শিক্ষায় ও রাষ্ট্রগত জীবনে ব্যবহার করে না, তাহারা নিজ-নিজ মাতৃভাষার স্থানে গ্রহণ করিয়াছে সাধু বা নাগরী হিন্দী অথবা উর্দূকে। যেমন ফ্রান্সে প্রভাঁসাল ভাষায় প্রাচীনকালে—অর্থাৎ মধ্যযুগে—একটী প্রৌঢ় সাহিত্য ছিল, যাহা ইতালীয় ও ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে পাল্লা দিত, কিন্তু এখন প্রভাঁসাল যেমন কেবল গ্রাম্য ভাষা হইয়া পড়িয়াছে; তেমনি এক সময়ে ব্রজভাষা, রাজস্থানী (ডিংগল বা মারবাড়ী), বুন্দেলী, কোসলী ও মৈথিলে সাহিত্য ছিল, পাঞ্জাবীতে এখনও সাহিত্য-রচনা হয়—তাহা সত্ত্বে, এই ভাষাগুলি এখন হিন্দী বা উর্দূর আওতায় পড়িয়াছে, এগুলির সাহিত্যিক মর্য্যাদা এখন আর নাই, গ্রাম্যজনের ভাষার পদে এগুলি অবনমিত হইয়াছে। ক্বচিৎ এগুলির মধ্যে দুই-একটীকে আবার সাহিত্যের মর্য্যাদা দিবার, হিন্দীর পাশে আনিয়া তুলিবার, অল্প-স্বল্প চেষ্টাও দেখা দিতেছে; যেমন মৈথিলে, রাজস্থানীতে, কোঙ্কণীতে, যেমন ভোজপুরীতে। সম্প্রতি হিন্দীর দুই-একজন নামী লেখক 'বিকেন্দ্রীকরণ' বলিয়া একটী সাহিত্য ও সংস্কৃতি-বিষয়ক আন্দোলনের অবতারণা করিয়াছেন; হিন্দী বা হিন্দুস্থানী ভাষার ঐক্য-সূত্রে গ্রথিত (সে ঐক্য-সূত্রের মূল্য বা উপযোগিতা লইয়া এখন বিচার করিব না) উত্তর-ভারতের শিক্ষিত জনের অনেকে ইহাতে বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। এই বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্য—বিভিন্ন প্রান্তিক বা জানপদ ভাষা, যেগুলি সত্যকার মাতৃভাষা, সেগুলির সাহায্যে যতদূর সম্ভব শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা, এবং সেগুলিকে যতদূর সম্ভব পুনরায় সাহিত্যে প্রয়োগ করা। বিভিন্ন জনপদের মাতৃভাষাকে হিন্দীর বা উর্দূর চাপে কোণ-ঠেসা করার ফলে লোকের মনে যে প্রচ্ছন্ন একটা অস্বস্তি আছে, তাহা এই বিকেন্দ্রীকরণের চেষ্টায়

মূলে অনেকটা কার্য্য করিতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই-সকল চেষ্টার ফলে, যদি উপর্যুক্ত ভাষাগুলির মধ্যে আরও গুটীকয়েক—যেমন কোঙ্কণী, রাজস্থানী, মৈথিল, ভোজপুরী—নিজ-নিজ প্রদেশে সাহিত্যিক ভাষার পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বা নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলেও আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা হিসাবে হিন্দী বা হিন্দুস্থানীর প্রয়োজনীয়তা এবং মূল্য কমিবে না—ইহাতে সাহিত্যিক ভাষা হিসাবে হিন্দী (বা উর্দূর) প্রসার কতকটা ক্ষুণ্ণ হইলেও, আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা হিসাবে ইহার স্থান একটুও ক্ষুণ্ণ হইবে বলিয়া মনে হয় না।

ইহা অবিসংবাদিত সত্য যে, আধুনিক ভারতবর্ষের তাবৎ ভাষার মধ্যে হিন্দী বা হিন্দুস্থানীই হইতেছে ইহাদের প্রতিভূ-স্থানীয় ভাষা। ইহা ২৫ কোটি ৭০ লক্ষ মানবের সহজ ও স্বাভাবিক আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা ; এই ২৫ কোটি ৭০ লক্ষ ছাড়া আরও কয়েক লক্ষ লোকে এই ভাষা বুঝিতে পারে। এই ভাষার দুই সাহিত্যিক রূপ, নাগরী-হিন্দী ও উর্দু, ১৪ কোটির অধিক লোকের সাহিত্যের ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিন্দীর (হিন্দুস্থানীর) স্থান, লোক-সংখ্যার হিসাবে, পৃথিবীর তাবৎ ভাষার মধ্যে তৃতীয়—উত্তরের চীনা আর ইংরেজীর পরেই ইহার স্থান। হিন্দী-ব্যবহারকারী লোকের সম্বন্ধে পরে আরও কিছু বিচার করিতে হইবে।

ভারতে হিন্দী (হিন্দুস্থানী)-র পরেই নাম করিতে হয় বাঙ্গালা ভাষার। যদি **মাতৃভাষা** হিসাবে যাহারা বাঙ্গালা বলে তাহাদের সংখ্যা বিচার করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, পৃথিবীর ভাষাগুলির মধ্যে বাঙ্গালার স্থান সপ্তম—পর পর উত্তর-চীনা, ইংরেজী, রুষ, জরমান, জাপানী এবং স্পানীয়ের পরে বাঙ্গালা আসে। যদিও বাঙ্গালার চেয়ে অনেক বেশী লোকে হিন্দী (হিন্দুস্থানী) বলে ও বুঝে, তবুও ইহা

স্বীকার্য্য যে বাঙ্গালার চেয়ে কম সংখ্যক লোকে হিন্দী (হিন্দুস্থানী)-কে মাতৃভাষা হিসাবে ঘরে ব্যবহার করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষা বলিয়া আধুনিক ভারতে এবং ভারতের বাহিরের জগতে বাঙ্গালার একটী বিশেষ মর্য্যাদা হইয়াছে; বাস্তবিক, বাঙ্গালা একটী প্রৌঢ় এবং বহু সাহিত্যিক-সেবিত ভাষা, ইহার আধুনিক সাহিত্য-সম্পদ্ বিশেষ লক্ষণীয়। উড়িয়া ও আসামী বাঙ্গালার সাক্ষাৎ ভগিনী, কিন্তু এই দুই ভাষার স্বতন্ত্র সাহিত্যিক জীবন আছে। আসামী নিজ প্রদেশ আসামের মধ্যে একটী সংখ্যালঘু ভাষা; আসামী শিক্ষিত জনের মনে আশঙ্কা সদা বিদ্যমান—সংখ্যাভূয়িষ্ঠ সহোদরাস্থানীয় বাঙ্গালার চাপে আসামী বিধ্বস্ত না হয়; এক দিকে ৫ কোটির উপর বঙ্গভাষী, অন্য দিকে মাত্র ২০ লাখ আসামীভাষী। এইজন্য আসামী শিক্ষিতজন আসামী সাহিত্যকে পৃথক্ ও প্রাণবন্ত সাহিত্য করিয়া রাখিতে সর্বদা চেষ্টিত।

মৈথিল, মগহী ও ভোজপুরী, এই তিনটী বাঙ্গালা আসামী ও উড়িয়ার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত, কিন্তু মৈথিল, মগহী ও ভোজপুরী যাহারা বলে তাহাদের অধিকাংশ লোকেই হিন্দীকেই সাহিত্যের ও শিক্ষার ভাষা বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। মৈথিলে একটী লক্ষণীয় কাব্য-সাহিত্য আছে, বিদ্যাপতি কবি মৈথিল ছিলেন; এইজন্য আবার মৈথিলের পূর্ব-মর্য্যাদা ফিরাইয়া আনিবার জন্য বহু মৈথিল পণ্ডিত ব্যক্তি চেষ্টা করিতেছেন। ভোজপুরীতে সাহিত্য বলিতে বিশেষ কিছু নাই—কবির-রচিত দুই-চারিটী পদ, আর আধুনিক কিছু গ্রামগীত; কিন্তু ভোজপুরী-ভাষিগণ নিজেদের ভাষা সম্বন্ধে খুবই সচেতন, এবং সেইজন্য সাহিত্যের ভাষারূপে মৈথিলের পাশে ভোজপুরীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব ব্যাপার নহে। মাতৃভাষার মর্য্যাদা দিয়া মৈথিল ভাষাকে হিন্দী বাঙ্গালা

উড়িয়া প্রভৃতির পাশে ইতিমধ্যেই কলিকাতা ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয় কর্তৃক স্থান দেওয়া হইয়াছে।

কোসলী বা পূর্বী হিন্দী ষোড়শ শতকে ভারতবর্ষকে মালিক মুহম্মদ জায়সী ও গোস্বামী তুলসীদাস-এর মত কবি দিয়াছে, কিন্তু ইহার পুরাতন সাহিত্যগৌরব এখন অস্তমিত—কোসলভাষা-ভাষী সকলেই এখন হিন্দীকে সাহিত্যের ভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। কোসলীর উপভাষা বঘেলী ও ছত্তীসগঢ়ী (ছত্রিশগড়ী) কখনও সাহিত্যের ভাষা ছিল না।

পাঞ্জাবী (পূর্বী পাঞ্জাবী) এবং হিন্দ্‌কী (পশ্চিম-পাঞ্জাবী) যাহারা বলে, তাহাদের মধ্যে—বিশেষতঃ শিখ সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে সাহিত্যের জন্য পাঞ্জাবীর ব্যবহার একটু আছে ; কিন্তু পাঞ্জাবের বেশীর ভাগ লোকই হিন্দী ও উর্দূর চর্চা করে। শিখেরা দেবনাগরীর জ্ঞাতি শারদালিপি হইতে উদ্ভূত গুরুমুখী বর্ণমালায় পাঞ্জাবী লিখেন, এবং আজকাল মুসলমানেরা ফারসী বা উর্দূ অক্ষরে পাঞ্জাবী লিখিয়া থাকেন।

পশ্চিমা রাজস্থানী ও গুজরাটী খ্রীষ্টীয় ১৬০০ পর্য্যন্ত একই ভাষা ছিল—রাজস্থান ও গুজরাট উভয় অঞ্চলের প্রাচীন সাহিত্য একই। কিন্তু ক্রমে গুজরাটী স্বতন্ত্র পথে চলিল, এবং পশ্চিমা রাজস্থানী **ডিঙ্গল** নামে স্বতন্ত্র একটী সাহিত্যিক ভাষা গড়িয়া তুলিল। ডিঙ্গল সাহিত্য রাজপুতানার ভাট ও চারণদের হাতে বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। পশ্চিমা রাজস্থানীর মুখ্য রূপ মাররাড়ী—যোধপুর ইহার কেন্দ্র ; এতদ্ভিন্ন ইহার কতকগুলি স্থানীয় রূপভেদ আছে ; মেবাড়ের কথ্যভাষা সেগুলির মধ্যে একটী। সারা রাজপুতানায় এই পশ্চিমা রাজস্থানীরই মর্য্যাদা সর্বাধিক হইয়াছিল। রাজস্থানের অন্য প্রদেশের কথ্যভাষা, যেমন

উত্তর-রাজস্থানী (মেবাতী ও অহীরবাতী), পূর্বী রাজস্থানী (যেমন জয়পুরী ও তাহার উপভাষাসমূহ, এবং কোটা-নগরের চারিদিকে হাড়ৌতী), দক্ষিণ রাজস্থানী বা ভীলী, এবং মালবী—ডিঙ্গল হইতে পৃথক্ ভাবে কেবল কথ্য রূপেই প্রচলিত ছিল ও আছে। এগুলির সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা হয় নাই, এগুলি বরাবরই একটু হিন্দীর (ব্রজভাষা, বুন্দেলী ও খড়ী-বোলীর) দিকে ঘেঁষা। দিল্লী-আগরার প্রতাপে মারবাড়ী বা রাজস্থানীর স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয়, এবং ক্রমে দিল্লীর ভাষা হিন্দী (বিশেষ করিয়া ব্রিটিশ আমলে) সমগ্র রাজস্থানের শিক্ষা ও সাহিত্যের ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভাষায় দিল্লী-আগরার প্রভাবের কথা নিম্নলিখিত কবিতা হইতে বুঝা যায়—

'হিয়র, দেয়র' সোলু আণা, 'ইধর, উধর' বার।
'ইকড়ে, তিকড়ে' আঠ আণা, 'অঠৈ, বঠৈ' চার॥

(অর্থাৎ 'এখানে ওখানে' অর্থে ইংরেজী 'হিয়র দেয়র'-এর মূল্য পুরা ষোল আনা, হিন্দীর 'ইধর উধর'-এর মূল্য বারো আনা, মারাঠীর 'ইকড়ে তিকড়ে'-র আট আনা, আর রাজস্থানী 'অঠৈ বঠৈ'-র মাত্র চার আনা; অর্থাৎ স্বদেশে দেশভাষার মর্য্যাদা এই!)

রাজস্থানীর উচিত ছিল গুজরাটীর সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া চলা; কিন্তু উৎপত্তির হিসাব না ধরিয়া, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবেরই জয় হইল, রাজস্থানী হিন্দীকে মানিয়া লইল। এখন আবার প্রাচীন ডিঙ্গল সাহিত্য আলোচনার ফলে, রাজস্থানের দুই চারিজন কবি মরুভাষা বা মারবাড়ীতে কবিতা রচনা করিতেছেন, পূর্বী রাজস্থানীর আধারে আবার নাটক ও অন্য সাহিত্যের রচনা চলিতেছে, রাজস্থানীর সাহিত্য-মর্য্যাদা ফিরাইয়া আনিবার জন্য বেশ একটা আন্দোলন দেখা দিতেছে। ফলে, হয়তো এক বা একাধিক রাজস্থানী বুলী সাহিত্যিক ভাষার পর্য্যায়ে

উন্নীত হইতে পারে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত মারবাড়ী শেঠ বা বণিক্‌গণ মোটের উপর হিন্দীরই অত্যন্ত উৎসাহী পরিপোষক।

গুজরাটীর অর্থাৎ রাজস্থানী-গুজরাটীর প্রাচীন সাহিত্য ভারতীয় তাবৎ আর্য্য ভাষাগুলির মধ্যে প্রসারে ও বৈচিত্র্যে সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয়—প্রাচীন বাঙ্গালা বা হিন্দী বা মারাঠীর সাহিত্য এত বিরাট্ নহে। মুখ্যতঃ জৈন লেখকদের কীর্তি এই সাহিত্য। আধুনিক গুজরাটী সাহিত্য বেশ বিরাট্ এবং প্রগতিশীল—বোধ হয়, বাঙ্গালা সাহিত্যের পরেই আধুনিক গুজরাটীর নাম করিতে হয়। ইহা মহাত্মা গান্ধীর মাতৃভাষা, তিনি হিন্দীর পৃষ্ঠপোষক হইলেও, নিজ মাতৃভাষায় অনেক কিছু লিখিয়াছেন ও লিখিয়া থাকেন।

পশ্চিমী পাহাড়ী (পাড়রী, ভদ্রবাহী, চমেয়ালী ও গাদী, কুলূঈ, মণ্ডেয়ালী, কিউঠলী, সৎলজী, বঘাটী, সিরমৌড়ী ও জৌনসরী) এবং মধ্য-পাহাড়ী (গঢ়বালী বা গাড়োয়ালী এবং কুমাউনী) উপভাষাসমূহ হিমালয়ের দক্ষিণ অঞ্চলে, কাশ্মীর ও নেপালের মধ্যে, অল্প-স্বল্প উপজাতি-গণদ্বারা কথিত হয়, এগুলিতে (বিশেষ করিয়া মধ্য-পাহাড়ীতে) সামান্য দুই-দশটা গান ও গাথা ছাড়া আর কিছু সাহিত্য নাই, হিন্দীভাষা এই পাহাড়ীদের মধ্যে এখন অনায়াসে নিজ স্থান করিয়া লইয়াছে। পূর্বী পাহাড়ী হইতেছে নেপালের ভাষা, ইহার অন্য নাম খস্-কুরা বা খস ভাষা, গোর্‌খালী, এবং পর্বতিয়া। ইহা হিন্দু নেপালের রাজ-ভাষা, এবং ইহা মোঙ্গোল ভোট-ব্রহ্ম শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে প্রসারিত হইতেছে। দেবনাগরীতে লিখিত নেপালী অনেকটা হিন্দীরই মত।

দক্ষিণের প্রমুখ আর্য্যভাষা হইতেছে মারাঠী; ইহাতে একটী বড় দরের সাহিত্য আছে। ইহার সহিত সম্পৃক্ত হইতেছে কোঙ্কণী ভাষা, অংশতঃ ইহাকে মারাঠীর উপভাষা বলা চলে। গোয়ার দেশী

রোমান-কাথলিক খ্রীষ্টানদের মধ্যে রোমান-অক্ষরে কোঙ্কণীতে একটা সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কোঙ্কণী ভাষাকে মারাঠীর প্রতিস্পর্ধী একটী সাহিত্যিক ভাষা রূপে খাড়া করিবার চেষ্টা তেমন ফলপ্রসূ হয় নাই; তাহার প্রধান কারণ, কথ্য কোঙ্কণীর ৫।৬টী রূপভেদ দেখা দিয়াছে।

উত্তরে কাশ্মীরে কাশ্মীরী ভাষা প্রচলিত। কাশ্মীরীরা সংখ্যায় শতকরা ৯০ জনের বেশী এখন মুসলমান হইয়া গিয়াছে। পূর্বে দেবনাগরীর সহিত সম্পৃক্ত শারদা লিপিতে কাশ্মীরী লিখিত হইত, আজকাল ফারসী লিপি ব্যবহৃত হয়। কাশ্মীরী দরদ-শ্রেণীর ভাষা, কিন্তু সংস্কৃত ও সংস্কৃত-জাত প্রাকৃতের প্রভাব ইহাতে খুবই দেখা যায়। আজকালকার কাশ্মীরীতে সাহিত্য তেমন কিছু নাই, কাশ্মীরী-ভাষীরা সহজেই হিন্দুস্থানী (উর্দূ) শিক্ষা করিয়া লয়।

হিন্দী, হিন্দোস্তানী বা হিন্দুস্তানী অথবা হিন্দুস্থানী, এবং খড়ী-বোলী প্রভৃতি বিভিন্ন নামে আখ্যাত একটী-মাত্র মূলভাষা, যেটী 'পশ্চিমা-হিন্দী' শ্রেণীর অন্তর্গত একটী বুলী বা ভাষা বা উপভাষা মাত্র, লিখিত সাহিত্যে ব্যবহৃত হইবার কালে লিপি এবং উচ্চ কোটির শব্দ বিষয়ে যদি দুইটী বিভিন্ন ভাষার রূপ গ্রহণ করিবার দুর্ভোগ বা দুর্ভাগ্যের মধ্যে না পড়িত, তাহা হইলে সমগ্র উত্তর-ভারতের ভাষা বিষয়ক একতাবিধান অনেকটা সহজ হইত। উত্তর-ভারত তো এই একমাত্র হিন্দীর সূত্রে সহজে গ্রথিত হইয়া যাইত; দক্ষিণ-ভারতের সমস্ত দ্রাবিড়-ভাষীদের দ্বারাও এইরূপ সর্বজন-গ্রাহ্য একক-অবস্থিত হিন্দীকে আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষারূপে গ্রহণে বাধা হইত না। আর সব আধুনিক বা নব্য ভারতীয়-আর্য্যভাষার মত হিন্দীও Syntax বা বাক্যরীতি এবং Idiom বা বাক্যভঙ্গীতে নানা ব্যাপারে দ্রাবিড় ভাষার সহিত সাম্য রাখে; তাহার

ফলে, দ্রাবিড়-ভাষীদের পক্ষে হিন্দী শিখিয়া লওয়া ততটা কঠিন হয় না। এতদ্ভিন্ন, দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে যে প্রচুর সংস্কৃত (ও প্রাকৃত) শব্দ পাওয়া যায়, সেগুলিও হিন্দীর সঙ্গে ইহাদের আর একটী যোগসূত্র-স্বরূপ কার্য্যকর হয়। হিন্দীর বাতাবরণ দ্রাবিড়-ভাষীদের পক্ষে নূতন নহে।

[৪] হিন্দী, হিন্দূস্তানী বা হিন্দুস্থানী, খড়ী-বোলী, উর্দূ, ঠেঠ হিন্দী

আফগানিস্থান হইতে আগত তুর্কী ও ঈরানীরা যখন খ্রীষ্টীয় ১১-১৩-র শতকে উত্তর-ভারত জয় করে, তাহাদের আক্রমণের তীব্র সংঘাতের ফলে তখন এরূপ আশঙ্কা হইয়াছিল যে প্রাচীন অর্থাৎ হিন্দুভারতের সাংস্কৃতিক ধারা একেবারে বিধ্বস্ত ও বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ঐ সময়ে ভাষা-বিষয়ে দেবভাষা (অর্থাৎ ধর্মের ভাষা) এবং উচ্চ সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষা সংস্কৃত ব্যতীত, এখনকার পাঞ্জাব, পশ্চিম সংযুক্ত-প্রদেশ এবং রাজপুতানা-গুজরাটে জনভাষা হিসাবে প্রচলিত, 'অপভ্রংশ' অর্থাৎ শেষ যুগের মধ্যকালীন ভারতীয়-আর্য্য কথ্য ভাষাগুলির আধারে গঠিত একটী সাহিত্যের ভাষা, প্রায় সমগ্র আর্য্যভাষী উত্তর-ভারতে ব্যবহৃত হইত। কথ্য ভাষার উপরে গঠিত এই সাহিত্যিক ভাষা সাধারণতঃ 'শৌরসেনী অপভ্রংশ' অথবা সংক্ষেপে 'অপভ্রংশ' নামে আখ্যাত হইত। মহারাষ্ট্র, সিন্ধুপ্রদেশ, পশ্চিম পাঞ্জাব ও কাশ্মীর হইতে বিহার ও বাঙ্গালা এবং নেপাল পর্য্যন্ত ইহার ক্ষেত্র ছিল। পূর্বোল্লিখিত পাঞ্জাব, রাজস্থান-গুজরাট ও পশ্চিম সংযুক্ত-প্রদেশ এই ভাষার নিজ ভূমি হইলেও, অন্যত্র, যে-সব অঞ্চলে প্রাচীন বাঙ্গালা, প্রাচীন মৈথিল, প্রাচীন ভোজপুরী, প্রাচীন কোসলী, প্রাচীন মারাঠী

প্রভৃতি বিশিষ্ট জানপদ ভাষা চলিত, সে-সব অঞ্চলেও ইহা একটী স্থান করিয়া লইয়াছিল—মহারাষ্ট্রের ও গৌড়-বঙ্গের কবিরাও ইহাতে কাব্য বা পদ রচনা করিতেন। বিশেষ করিয়া উত্তর-ভারতের রাজপুত বা ক্ষত্রিয় রাজাদের সভায় এই সাহিত্যিক অপভ্রংশ ভাষার প্রচলন ও আদর ছিল। তুর্কী আক্রমণের সময়ে, ১২-১৩-র শতকে, এই সাহিত্যিক অপভ্রংশ অনেকটা পুরাতন বা সেকেলে ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, ইহার আকার ও ইহার প্রকৃতি হইতে কথিত বা মৌখিক ভাষাগুলি অনেকটা পরিবর্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সাহিত্যিক অপভ্রংশকে উত্তরকালে আবার **পিঙ্গল** নামে রাজপুতানার ভাট ও চারণগণ অভিহিত করিতেন। তুর্কী আক্রমণের ফলে যখন পাঞ্জাব হইতে বাঙ্গালা দেশ পর্য্যন্ত, সিন্ধু ও পঞ্চনদ এবং গঙ্গা-যমুনার দেশে, তাবৎ রাজপুত রাজ্যের অবসান ঘটিল, তখন এই সাহিত্যিক অপভ্রংশ বা পিঙ্গলের সাহিত্যিক প্রয়োগ এবং সাহিত্যিক মর্য্যাদা কমিয়া গেল; ভাষা হিসাবেও যুগোপযোগী না থাকায়, ইহা কতকটা দুর্বোধ্য হইয়া পড়িল। তখন অপভ্রংশের সাহিত্যিক ধারা বা স্রোত উদীয়মান লোক-ভাষা বা জানপদ ভাষাগুলির খাত দিয়া প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল; উত্তর-পশ্চিম ভারতে এই ধারা, রাজস্থানী-গুজরাটী ও মথুরা-অঞ্চলের ব্রজভাষা এবং আংশিকভাবে কোসলী বা পূর্বী-হিন্দীর ভিতর আসিয়া গেল। তুর্কী আক্রমণের প্রভাব এই লোকভাষাগুলির উপর প্রথমটায় পড়িতে পারিল না।

প্রথমতঃ পাঞ্জাব-প্রদেশ তুর্কী গজনবী রাজ্যের অংশ হইয়া দাঁড়ায়, পাঞ্জাব ভারতে তুর্কী মুসলমানদের ঘাঁটি হইয়া পড়ে। প্রথম মুসলমান-বিজিত ভারতীয় প্রদেশ ছিল সিন্ধু-প্রদেশ, আরবেরা সেখানে অষ্টম শতকের প্রথমার্ধে রাজত্ব করিত, তৎপরে আরবেরা সেখান হইতে

বিতাড়িত হয়। তাহার পরে পাঞ্জাব। তুর্কী রাজশক্তির সহিত এই ঘনিষ্ঠ সংযোগের ফলে, দিল্লী তুর্কীদের দ্বারা বিজিত হইবার পরে, পাঞ্জাবের হিন্দু ও মুসলমান দুই শ্রেণীর লোকেরই দিল্লীতে একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠা ঘটে।

দিল্লীতে তুর্কী বিজেতৃগণ যে ভারতীয় কথ্য-ভাষার সংস্পর্শে আসিল, তাহা কতকগুলি বিষয়ে পাঞ্জাবের কথ্য ভাষার সহিত বিশেষ সাম্যতা রক্ষা করিত; যেমন, বিশেষ্য ও বিশেষণে-আ-প্রত্যয়ের ব্যবহার; মথুরা-অঞ্চলের ব্রজভাষায় এবং রাজস্থানীতে কিন্তু -ঔ- বা ও- প্রত্যয় ব্যবহৃত হইত ও হয় (যেমন, দিল্লীর ও পাঞ্জাবের ভাষায় 'মেরা কহিয়া, কহা, কহনা উস-নে নহী মানিয়া, মাল্যা, মানা'—ইহার বাঙ্গালা প্রতিরূপ হইবে 'মোর কহা, কহন ওর-দ্বারা নাহি মানা'—'আমার কথা সে মানিল না'—ব্রজভাষায়, 'মেরৌ কহ্যৌ বা-নে নহীঁ মান্যৌ', রাজস্থানীতে 'ম্হারো কহ্যো বৈ বা উণ্ নহীঁ মান্যো বা মানো')। দিল্লীতে উপনিবিষ্ট মুসলমান তুর্কী সরদার ও সেনানীগণ এবং অন্য তুর্কী প্রধানগণ যখন আপসের মধ্যে তুর্কী কিংবা ফারসী ব্যবহার না করিতেন, ভারতীয় ভাষা ব্যবহার করিতেন, তখন তাঁহারা এই দিল্লীর বুলিই যে বলিবেন, ইহা সহজেই অনুমেয়। দিল্লীর বুলি 'পা-ই-তখ্ৎ' অর্থাৎ রাজধানীর বুলি; ইহা আবার তুর্কীদের অনুগামী পাঞ্জাবী হিন্দু ও মুসলমানদের বুলির খুব কাছাকাছি যায়; গোড়া থেকেই ইহাতে পাঞ্জাবীর প্রভাবও কিছুটা পড়িতেছিল। রাজধানীর ভাষা বলিয়া, রাজ-দরবারের ভারতীয় ভাষা বলিয়া, ধীরে-ধীরে এই ভাষার একটা প্রতিষ্ঠা দাঁড়াইয়া গেল। অতি সহজে, ধীরে-ধীরে দুইটী-পাঁচটী করিয়া তুর্কী ও ঈরানীদের ব্যবহৃত ফারসী শব্দও ইহাতে প্রবেশ করিতে লাগিল; কিন্তু প্রথমটায় জোর করিয়া হিন্দী ও সংস্কৃত শব্দ তাড়াইয়া

ফারসী শব্দ ইহাতে ঢুকাইবার কোনও চেষ্টা হয় নাই। পরবর্তীকালে, দিল্লীর রাজ-দরবার ও মুসলমান অভিজাতগণের সহিত সংযোগের বলে, এই ভাষার একটী সাধু বা পদস্থ ভাষার মর্য্যাদা দাঁড়াইয়া গেল— মুসলমান রাজশক্তির ব্যবহৃত এবং রাজশক্তির সহিত সম্পৃক্ত হিন্দুদের ব্যবহৃত, সাহিত্যের ভাষা না হউক, মুখ্য বা প্রতিষ্ঠাপন্ন কথোপকথনের ভাষা হিসাবে পরে এই কারণেই ইহার এক নবীন অভিধা হইল, **খড়ী বোলী** অর্থাৎ 'যে ভাষা খাড়া বা দাঁড়াইয়া আছে'; তুলনায়, বিভিন্ন অপর কথ্য ভাষাগুলির, এমনকি সাহিত্যে প্রযুক্ত ব্রজভাষা কোসলী ডিঙ্গল প্রভৃতিরও, নাম বা আখ্যা বা বর্ণনা দাঁড়াইল **পড়ী-বোলী** অর্থাৎ 'পতিত ভাষা'। প্রথমটায় এই খড়ী-বোলী কেবল মৌখিক ভাষাই ছিল, ইহাতে প্রথম হইতেই কোনও সাহিত্য রচিত হয় নাই। উত্তর-ভারতের কোনও হিন্দু বা মুসলমান (কি দেশীয় মুসলমান, কি বিদেশাগত অথবা বিদেশীয়-বংশ-জাত মুসলমান) ভারতীয় ভাষায়, 'হিন্দী' বা 'হিন্দবী,' অথবা 'হিন্দী'তে, কিছু লিখিতে চাহিলে, নিজ নিবাস-ভূমি অথবা নিজ শিক্ষা ও রুচি অনুসারে, ডিঙ্গল বা রাজস্থানী, ব্রজভাষা, অথবা কোসলী, কিংবা পুরাতন পাঞ্জাবীতেই লিখিতেন। কিন্তু ধীরে-ধীরে দিল্লীর খড়ী-বোলী, যাহার অনুরূপ কথ্য ভাষা দিল্লীর বাহিরে পূর্ব-পাঞ্জাবে ও পশ্চিম সংযুক্ত-প্রদেশের রোহিলখণ্ড ও মেরঠ (মীরাট) ডিভিজনে বলা হয়, তাহা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রবেশ লাভ করিতে লাগিল;—প্রথমটায় পাঞ্জাবে এবং সংযুক্ত-প্রদেশে। অপভ্রংশ ভাষায় খড়ী-বোলীর পূর্ব-রূপ ধরিয়া লেখা দুই-দশটা পদ পাওয়া যায়, সুতরাং এই সাহিত্যিক প্রয়োগ একেবারে নূতন জিনিস হইল না। কবীরের রচনায় আমরা মুখ্যতঃ ব্রজভাষা পাই, কিন্তু এই ব্রজভাষার সহিত কোসলী বা পূর্বী হিন্দীর মিশ্রণ কিছু-কিছু পাই, এবং খড়ী-বোলীর

রূপও যথেষ্ট পরিমাণে পাই ; কবীরের জীবৎকাল সমগ্র পনেরর শতক ধরিয়া (খ্রীষ্টাব্দ ১৩৯৮-১৫২০) বলিয়া কথিত। এইরূপে ১৪-র ও ১৫-র শতক হইতেই দিল্লীর ভাষা খড়ী-বোলী আস্তে-আস্তে সাহিত্যের মধ্যে নিজ স্থান করিয়া লইতেছিল, ব্রজভাষার ও কোসলীর বিশুদ্ধি পরিবর্তিত করিয়া দিতেছিল। অবশেষে ১৭-র ও ১৮-র শতকে দিল্লীর শুদ্ধ খড়ী-বোলীর সাহিত্যিক প্রয়োগ আরম্ভ হইল ; এবং এ বিষয়ে মুখ্য অনুপ্রাণনা আসিল দাক্ষিণাত্য হইতে।

আর্য্যাবর্তের পাঞ্জাব ও মধ্যদেশ অর্থাৎ পশ্চিম সংযুক্ত-প্রদেশ অঞ্চল হইতে, ঐ অঞ্চলের লোকভাষা লইয়া, মুসলমান আক্রমণকারীর দল খ্রীষ্টীয় ১৪-র শতক হইতে আরম্ভ করিয়া দাক্ষিণাত্যে উপনীত হইতে থাকে, এবং ১৪-র শতকের মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যের বহ্‌মানী রাজ্য, ও পরে ১৬-র শতকের প্রথম পাদে বহ্‌মানী রাজ্য ভাঙ্গিয়া গোলকণ্ডা, বীদর, বেরার, আহ্‌মদনগর ও বীজাপুর রাজ্য ইহারা গঠন করে, স্থানীয় মারাঠী তেলুগু ও কানড়ীদের মধ্যে রাজার জাতি বনিয়া যায়। উত্তর-ভারত হইতে ইহারা যে-সমস্ত পাঞ্জাবী ও পশ্চিমা-হিন্দী বুলী বা ভাখা লইয়া যায়, সেগুলি দাক্ষিণাত্যে **দকনী** বা 'দকৃনী' অর্থাৎ 'দক্ষিণী' নাম প্রাপ্ত হয়, এবং স্থানীয় হিন্দুদের কাছে এগুলি 'মুসলমানী' আখ্যা প্রাপ্ত হয়, কারণ মুখ্যতঃ দাক্ষিণাত্যে উপনিবিষ্ট মুসলমানদের মধ্যে এগুলির প্রচলন ছিল। দাক্ষিণাত্যে উত্তর-ভারত হইতে আগত দকনী-ভাষী এই-সমস্ত মুসলমানদের সাহিত্যিক জীবন নূতন করিয়া আরম্ভ হইল, তাহাদের এই ঘরোয়া ভাষা লইয়া। ওদিকে পাঞ্জাবে মুলতানের সূফী সাধু বাবা ফরীদুদ্দীন গঞ্জ-শকর (১১৭৩-১২৬৬) পাঞ্জাবে প্রচলিত অপভ্রংশ-মিশ্র সাহিত্যিক ভাষায় পদ রচনা করেন, পূর্ব-ভারতে কোসল-প্রান্তে আর একজন সূফী সাধক মালিক

মুহম্মদ জায়সী কোসলী-ভাষায় তাঁহার কাব্যগ্রন্থ 'পদ্মাবতি' রচনা করেন (১৫৪৫); তেমনি দক্ষিণ-ভারতে বীজাপুর ও গোলকণ্ডায় উপনিবিষ্ট মুসলমানদের মধ্যে সূফী কবিরা দেখা দিলেন। ইঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রাচীন যাঁহার রচনা এখনও বিদ্যমান তিনি হইতেছেন খাজা বন্দা-নৱাজ় গীসূ-দরাজ় (১৩২১-১৪২২)—ইঁহার রচিত দুইখানি বইয়ের মধ্যে সূফী ধর্ম সংক্রান্ত একখানি ছোট গদ্য বই— 'মিরাজু-ল্-আশিক্বীন' হায়দরাবাদ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে; বইখানির প্রাচীনতা বিচার্য্য। তাহার পরে নামী লেখক দেখা দেন বীজাপুরের শাহ্ মীরন্জী (মৃত্যুকাল ১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দ) এবং তৎপুত্র শাহ্ বুর্হানুদ্দীন জানম্ (মৃত্যু ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দ), ও গুজরাট অহ্মদাবাদের মিয়াঁ খূব্ মুহম্মদ চিশ্তী (ইঁহার কাব্য 'খূব-তরঙ্গ' ১৫৭৫ সালে লিখিত হয়); এবং ইঁহাদের পরে হইতেছেন গোলকণ্ডার বিখ্যাত সুলতান মুহম্মদ কুলী কুতব শাহ (রাজত্বকাল ১৫৮০-১৬১১) ও মোল্লা বজ্হী (১৬০৯ সালে দকনী ভাষায় 'কুতব-মুশ্তরী' ও ১৬৩৪ সালে 'সব রস' লেখেন)। উত্তর-ভারতের হিন্দুদের প্রতিবেশ-প্রভাব গোড়া হইতেই দাক্ষিণাত্যের এই সকল মুসলমান ভাষা-কবির উপরে তেমন পড়িতে পারে নাই, সেইজন্য একটু স্বাধীনভাবে, ক্ষীণ হইতে ক্ষীণায়মান প্রাচীন ভাষা-কাব্যের ধারা লইয়া, ইঁহাদের হাতে কাব্য-রচনার কার্য্য চলিতে থাকে; এবং উত্তর-ভারতের নাগরী ও শারদা লিপি বর্জন করিয়া ফারসী হরফে লিখিত হওয়ার কারণে দক্নী-ভাষায় ফারসীর প্রভাব একটু বেশী করিয়া পড়িতে থাকে। প্রথমটায় দকনী কবিদের ভাষা বেশ স্বচ্ছ সরল ও সাবলীল, এবং হিন্দী ও সংস্কৃত শব্দে ভরা ছিল—যেমনটী আমরা বাবা ফরীদুদ্দীন গঞ্জ-শকরের ভাষায়, কবীরের ভাষায় ও মালিক মুহম্মদ জায়সীর ভাষায় পাই। কিন্তু পরে ধীরে-ধীরে ইহাতে ফারসী শব্দের

আধিক্য ঘটিতে থাকে—যেমন সুলতান কূলী কুতব শাহের ও মোল্লা বজহীর রচনায় দেখি। হিন্দী বা ভারতীয় ছন্দ ছাড়িয়া দকনী ক্রমে ফারসী ছন্দের অনুকরণ আরম্ভ করিল, ফারসী কবিতার সব-কিছু নকল করিবার প্রয়াস করিল; ১৭-র শতকের মাঝামাঝি ইহা একটা নূতন রূপ ধরিয়া বসিল—ইহা অনেকটা ফারসী অর্থাৎ মুসলমান ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া দাঁড়াইল। এই অবস্থায় দকনীর সহিত উত্তর-ভারতের মোগল রাজদরবারের কথ্য ভাষা দিল্লীর খড়ী-বোলীর সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটিল। ফলে, দিল্লীর ভাষা দকনীর মুসলমানী আব-হাওয়ায় পড়িল, দিল্লীর ও উত্তর-ভারতের মুসলমানদের মধ্যে দকনীর অনুকরণ সহজ এবং অপরিহার্য্য হইল।

তুর্কী ও ঈরানী বিজেতারা ১০-১১-১২-১৩-র শতকে সাধারণভাবে ভারতীয় ভাষাকে **হিন্দবী** বা **হিন্দ্বী** অর্থাৎ 'হিন্দুদের ভাষা, কিংবা **হিন্দী** অর্থাৎ 'ভারতের ভাষা' বলিত। পাঞ্জাবের বুলীসমূহও ছিল 'হিন্দবী' বা 'হিন্দী', দিল্লীর বুলীও 'হিন্দবী' বা 'হিন্দী', সাহিত্যিক অপভ্রংশও 'হিন্দবী' বা 'হিন্দী', এবং পরবর্তী কালে ব্রজভাষাও তাই। সাধারণভাবে সিন্ধু ও পঞ্চনদের দেশ, রাজপুতানা এবং গঙ্গার ও যমুনার দেশ ছিল ব্যাপকভাবে এই 'হিন্দী'র দেশ। সাহিত্যিক হিন্দবী বা হিন্দী অর্থে বিশেষ করিয়া ব্রজভাষাকেই বুঝাইত, বিশেষতঃ ১৫ ও ১৬ এবং ১৭ ও ১৮-র শতকে। ১৭-র শতকে আকবর দক্ষিণ-ভারতে প্রথম চড়াও করিলেন, তিনি গুজরাট, মালব, খান্দেশ, অহ্‌মদনগর, বেরার ও গণ্ডোয়ানা দখল করিলেন। দিল্লী-আগরার 'হিন্দী', এবং দক্ষিণে পূর্ব হইতেই প্রতিষ্ঠিত তাহার ভগিনী-স্থানীয় 'দক্‌নী'—একই ভাষার ঈষৎ পৃথক্ দুইটী রূপ—সামনা-সামনি হইল। তখন দক্ষিণের লোকেদের পরিচিত 'মুসলমানী' বা 'দকনী'র সহিত পার্থক্য করিবার জন্য, সম্ভবতঃ

দাক্ষিণাত্যেই, নবাগত মোগল বাদশাহের ফৌজের এই নবাগত ভাষার নাম হইল, খ্রীষ্টীয় ১৭-র শতকের মাঝামাঝি বা শেষাশেষি, 'জ়বান্-ই-উর্দূ-ই-মু'অল্লা' অর্থাৎ 'মহনীয় রাজশিবিরের ভাষা'। এই বর্ণনাত্মক নামের পাশে উত্তরের ভাষার আর একটী নামও খুব সম্ভব প্রথমতঃ দাক্ষিণাত্যেই চালু হইতে থাকে—**হিন্দোস্তানী** অর্থাৎ 'হিন্দুস্থান বা উত্তর-ভারতের ভাষা'। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে, প্রথম নামটীর বা বর্ণনাটীর সংক্ষিপ্ত রূপ 'জ়বান্-ই-উর্দূ' প্রথম ব্যবহারে আসে, পরে আরও সংক্ষিপ্ত হইয়া ইহা **উর্দূ** নামে প্রচলিত হয়। তখন ফারসী অক্ষরে লিখিত এবং ফারসীর দিকে ঝোঁক-দেওয়া দিল্লীর 'হিন্দী' বা 'খড়ী-বোলী' তাহার বিশিষ্ট পথ ধরিয়াছে। ১৭-র শতকে ও তাহার পূর্বে, উত্তর-ভারতে আরবী-ফারসী শব্দবহুল 'হিন্দী'কে বা খড়ী-বোলী-কে রেখ্‌তা-নামেও উল্লিখিত করা হইত। কেবল **উর্দূ**, এই নাম, ১৮-র শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্য্যন্ত অজ্ঞাত ছিল। যাহা হউক, 'দকনী'-র দেখা-দেখি উত্তর-ভারতের রেখ্‌তা-'হিন্দী'—দিল্লীর রেখ্‌তা খড়ী-বোলী— যেন নূতন দিশা পাইল। ঔরঙ্গাবাদের কবি ৱলী, ইনি উত্তর-ভারতের রেখ্‌তা-হিন্দী ব্যবহার করিতেন, দকনীর উদাহরণ লইয়া দিল্লীতে আসিয়া বাস আরম্ভ করিলেন ১৭২০ সালের দিকে। এই সময় হইতেই সত্য-সত্য দিল্লী শহরে উর্দূ সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা বা পত্তন হইল।

মোগল সম্রাটগণ এতাবৎ ভারত-ভাষার, 'হিন্দী' বা 'হিন্দী' ভাষার, অর্থাৎ ব্রজভাষারই পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন, নিজেরাও এই ব্রজভাষাতেই রচনা করিতেন। ঔরঙ্গজ়েবের সময়ে, দিল্লীর মোগল দরবারের অভিজাত-বর্গের শিক্ষার জন্য ব্রজভাষার সাহিত্য, অলঙ্কার ও ব্যাকরণ বিষয়ক পুস্তক রচিত হয়, ফারসী ভাষায়। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় পাদ হইতে হাওয়া বদলাইল। ব্রজভাষা এবং ব্রজভাষা কবিতা মোগল

বাদশাহগণের হৃদয়ের বস্তু হইলেও, তাঁহারা, এবং দরবারী মুসলমান আমীর-ওমরাহেরা, ব্রজভাষা ছাড়িয়া এই সৃজ্যমান নবীন মুসলমানী ভাষার দিকে ঝুঁকিলেন। কতকগুলি কারণে উর্দূর প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছিল, তন্মধ্যে এইগুলি লক্ষণীয়। (১) দিল্লীর বুলী যাহারা ঘরে বলিত, মোগল দরবারের এরূপ অভিজাত সম্প্রদায়ের কাছে ব্রজভাষা একটু দূরের—প্রাদেশিক—ভাষা হইয়া দাঁড়াইতেছিল। ব্রজভাষার কেন্দ্র ছিল মথুরা ও ব্রজমণ্ডল, এবং গোয়ালিয়র—এইজন্য ইহাকে কখনও কখনও 'গোয়ালিয়রী-বুলী'ও বলা হইত। (২) ব্রজভাষার বাতাবরণ ছিল হিন্দুয়ানীর, ইহা আর আরবী-ফারসীতে শিক্ষিত মুসলমানদের তেমন রোচক হইতেছিল না। (৩) দক্নীর প্রভাবে দিল্লীর জ়বান্-ই-উর্দূ-ই-মু'অল্লা'র সম্ভাবনা দিল্লীর মুসলমান শিক্ষিত সম্প্রদায়কে ঐ দিকেই আকৃষ্ট করে। (৪) ভারতের রাষ্ট্রজীবনে মুসলমান রাজশক্তির পতনের সঙ্গে-সঙ্গে, ইহ'র স্থানে সাহিত্যিক জীবনে মুসলমানী ভাবের আগমন, বহু মুসলমানের কাছে আবশ্যক এবং অবশ্যম্ভাবী একটা স্বস্তি বা আরামের পথ হিসাবে অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। (৫) এই সময়ে দিল্লীর মোগল দরবারে ও রাষ্ট্রনীতিতে কতকগুলি নবাগত অ-ভারতীয় মুসলমানের প্রতিপত্তির বৃদ্ধি ও পুরাতন ভারতীয় মুসলমান বংশের প্রতিপত্তির হ্রাস ঘটে; তাহার অন্যতম ফল—উর্দূ-ভাষার প্রতিষ্ঠা; এই-সব নবাগত বিদেশী মুসলমান, যাহারা ব্রজভাষা ও পুরাতন ভারতীয় সংস্কৃতির ধার ধারিত না, তাহাদের কাছে আরবী-ফারসী-শব্দ-মিশ্র, ফারসী সাহিত্যের অনুকারী, ফারসী অক্ষরে লেখা, নব-সৃষ্ট উর্দূ সাহিত্যই গ্রহণীয় হইল। এই ভাবে, অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় পাদে, উর্দূকে খাড়া করিয়া দিবার একটা সজ্ঞান প্রচেষ্টা দেখা দিল। অষ্টাদশ শতকের মধ্য হইতে, দিল্লীর এই নবীন মুসলমানী সাহিত্যিক ভাষা

হইতে 'ভাকা' বা 'ভাখা' অর্থাৎ 'ভাষা' বা বিশুদ্ধ হিন্দীর শব্দ এবং সংস্কৃত শব্দ বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য, মুসলমান লেখক ও আলেমদের মধ্যে একটা সজ্ঞান চেষ্টা দেখা দিল—এইজন্য বিশেষ আলোচনা-সভা (আঞ্জুমন) গড়িয়া উঠিল, যে-সমস্ত ভারতীয় শব্দ উর্দূর উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত না হইত সেগুলি বাদ দেওয়া হইত, এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে উর্দূর কেন্দ্র যেখানে-যেখানে গড়িয়া উঠিতেছিল সেখানে-সেখানে এইরূপ শব্দের বহিষ্কার ও 'শুদ্ধ' অর্থাৎ আরবী-ফারসী উর্দূ শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে তালিকা প্রেরিত হইত। এই ভাবে দিল্লীর খড়ী-বোলী হইতে যথাসম্ভব ভারতীয় শব্দের স্থানে আরবী-ফারসী শব্দ বসাইয়া, উর্দূ ভাষার গঠন আরম্ভ হইল। আরবী বর্ণমালা এবং আরবী-ফারসীর শব্দের বাহুল্য ; এবং দিল্লীর অভিজাত ও শিক্ষিত মুসলমান সমাজের ভাষা—এই দুই কারণে উত্তর-ভারতের তাবৎ নগরে—পেশাওর ও শ্রীনগর এবং লাহোর হইতে ঢাকা পর্য্যন্ত—শরীফ অর্থাৎ উচ্চ মুসলমান বংশের লোকেদের মধ্যে উর্দূর একটা প্রতিষ্ঠা বা প্রসার সহজেই ঘটিল। এখন কেবল দিল্লী নহে—দিল্লীর পরে লখনৌ, এবং লাহোর, ও পরে প্রয়াগ ও জৌনপুর এবং পাটনা, উর্দূর নূতন কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; কলিকাতাতেও উর্দূর চর্চা ও উর্দূ গদ্য-সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা ঘটে উনিশের শতকের প্রারম্ভে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে। দক্ষিণে দিল্লী হইতে উপনিবিষ্ট নিজ়ামু-ল্-মুল্ক আসফ্ জাহের দ্বারা হায়দরাবাদ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গে, দিল্লীর উদূর এক নূতন কেন্দ্র হইয়া উঠিল হায়দরাবাদ ; তারপরে ধীরে-ধীরে ইহার প্রভাবে দাক্ষিণাত্যে দক্নী ভাষার সাহিত্যিক ব্যবহার নষ্ট হইল—দক্নী এখন কেবল ঐ অঞ্চলের পুরাতন মুসলমান বংশ বা পরিবারগুলির ঘরোয়া ভাষা হইয়াই রহিয়াছে।

পশ্চিমা-হিন্দী অঞ্চলের এবং উত্তর-ভারতের অন্য প্রান্তের হিন্দুরা দিল্লীর খড়ী-বোলীর সঙ্গে পরিচিত হইতেছিল খ্রীষ্টীয় তেরোর শতক হইতেই, এবং খড়ী-বোলী একটু-একটু করিয়া ব্রজভাষার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতেছিল—কবীরের রচনায় ইহা বেশ দেখা যায় (১৫-র শতক)। কিন্তু আঠারোর শতকে হিন্দুরা'ও যখন খড়ী-বোলীতে লিখিতে আরম্ভ করিল, তখন তাহারা অতি সহজভাবেই ব্রজভাষা ও অবধীর মত দেবনাগরী অক্ষরেই ইহা লিখিতে লাগিল, এবং শুদ্ধ হিন্দী ও সংস্কৃত শব্দ ইহাতে প্রয়োগ করিতে লাগিল। ফারসী অক্ষরে লেখা আরবী-ফারসী-মিশ্র মুসলমানী উর্দু'র পাশে-পাশেই, অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, দেবনাগরী লিপিতে লিখিত ও শুদ্ধ হিন্দী এবং সংস্কৃত শব্দে ভরা খড়ী-বোলীর এক হিন্দু রূপও দাঁড়াইয়া গেল। ইহার জন্য পুরাতন নাম 'হিন্দী'ই বহাল রহিল ; উনিশের শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজীতে ইহার একটী বিশেষ সংজ্ঞা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইল—High Hindi অর্থাৎ 'সাধু বা সাহিত্যিক হিন্দী'—মৌখিক খড়ী-বোলী বা চলিত হিন্দী হইতে ইহার পার্থক্য জানাইবার জন্য। এই 'সাধু-হিন্দী' হইতে যখন ইচ্ছা করিয়া, পণ্ডিতী সংস্কৃত শব্দ এবং বিদেশী ফারসী শব্দ উভয়ই বাদ দিয়া, যতদূর সম্ভব কেবল খাঁটী প্রাকৃত-জাত হিন্দী শব্দ প্রয়োগ করা হইত, তখন ইহাকে বলা হইত **ঠেঠ-'হিন্দী,** অর্থাৎ 'খাঁটী হিন্দী'। কিন্তু এই অবিমিশ্র, শুদ্ধ প্রাকৃত-জ হিন্দী শব্দে ভরা 'ঠেঠ-হিন্দী' অবশ্য কোথাও কেহ বলে না—হয় সংস্কৃত না হয় ফারসী শব্দ কিছু-কিছু হিন্দীতে আসিবেই, এই 'ঠেঠ-হিন্দী' হইতেছে হিন্দীর 'খাঁটী বা গ্রাম্য রূপের আদর্শ। দুইজন লেখক ইন্‌শা আল্লাহ্ খাঁ এবং হরি ঔধ (অযোধ্যাসিংহ উপাধ্যায়) এই 'ঠেঠ-হিন্দী'তে বই লিখিয়াছেন—ইন্‌শা আল্লাহের 'কহানী ঠেঠ-হিন্দী মেঁ' (খ্রীঃ ১৮৫২-৫৫

সাল) এবং অযোধ্যাসিংহ উপাধ্যায় বা হরি ঔধের 'ঠেঠ-হিন্দী কা ঠাট' (১৮৯৯) 'অধ-খিলা ফুল' (১৯০৫)। বাঙ্গালায় এখন এরূপ ব্যাপার সম্ভবপর বা সহজ হইবে না—এই ভাবে, একটীও সংস্কৃত অথবা ফারসী শব্দ ব্যবহার না করিয়া, বড় একটী গল্প একটানা লিখিয়া যাওয়া। হিন্দীতে ইহা সম্ভব হইয়াছে, তাহার কারণ, সংস্কৃত ও ফারসীর চাপে পড়িয়াও শুদ্ধ হিন্দী নিজ প্রাণশক্তি হারায় নাই—ইহার গ্রাম্য বা নিজস্ব প্রাকৃত-জ শব্দের ভাণ্ডার এখনও জীয়ন্ত বা চালু আছে, 'পছাঁহা' অর্থাৎ পশ্চিম সংযুক্ত-প্রদেশের গ্রামের মৌখিক ভাষা হইতে সে-সব শব্দ পুনরায় আহরণ করিয়া ব্যবহার করিতে বাধে না।

খ্রীষ্টীয় ১৭-র শতকে শেষ হইতেই এই দিল্লীর খড়ী-বোলীর—সৃজ্যমান উর্দূ ও সাধু-হিন্দীর—আর একটী নাম দেখা দেয় 'হিন্দোস্তানী' বা 'হিন্দুস্তানী'; অর্থাৎ কিনা 'হিন্দুস্তান' বা হিন্দুস্থান'—উত্তর-ভারত অঞ্চলের ভাষা ; এই নামটী দাক্ষিণাত্যেই প্রথম প্রযুক্ত হয় বলিয়াই মনে হয়। 'হিন্দুস্তান' বা হিন্দুস্থান অর্থাৎ উত্তরাপথ বা উত্তর ভারত, এবং 'দক্‌খিন্', 'দক্কন্' বা 'দকন' অর্থাৎ দক্ষিণাপথ বা দাক্ষিণাত্য, ভারতের দুই স্বাভাবিক ও প্রাচীন বিভাগের এই দুইটী নূতন নাম মোগল আমলে দেখা দিল। দক্ষিণের লোকেদের কাছে, 'হিন্দুস্তান' বা উত্তরের ভাষা যাহা দক্ষিণে নূতন করিয়া মোগল লশ্‌কর বা সেনার সঙ্গে ১৭-র শতকে গিয়া পঁহুছিয়াছিল, তাহার নাম তো 'হিন্দুস্তানী' হইবেই। সুরাতের ডচ বা ওলন্দাজ ও অন্য বিদেশীরাও এই ভাষাকে 'হিন্দোস্তানী' বলিতে আরম্ভ করে ; ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে ডচ্ ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির এক কর্মচারী J. J. Ketelaer কেটেল্যার ডচ্ ভাষায় এই দিল্লীর খড়ী-বোলী Indostani-র একখানি ব্যাকরণ লেখেন, ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহার লাতীন অনুবাদ হলাণ্ড হইতে প্রকাশিত হয়।

'হিন্দোস্তান' বা 'হিন্দুস্তান' নামটী ফারসী ; কিন্তু শীঘ্রই এই নামকে ভারতীয় করিয়া লওয়া হইল—ফারসী 'অস্তান', 'ইস্তান' বা 'স্তান' শব্দের ভারতীয় (সংস্কৃত) প্রতিরূপ 'স্থান' ব্যবহার করিয়া। 'রাজস্থান', 'দেবস্থান' প্রভৃতি শব্দের পাশে **হিন্দুস্থান** সহজেই নিজ স্থান করিয়া লইল ; এবং আরও কতকগুলি দেশবাচক ফারসী নামকে এইভাবে ভারতীয় বানাইয়া লওয়া হইল ('তুর্কিস্তান, বলোচিস্তান, অফ্ঘানিস্তান, য়ূনানিস্তান, আরবিস্তান, বাল্‌তিস্তান কোহিস্তান', প্রভৃতি হইতে যেমন 'তুর্কীস্থান, বেলুচীস্থান, আফগানীস্থান, য়ূনানীস্থান, আরবীস্থান, বাল্‌তীস্থান, কোহীস্থান'-প্রভৃতি)। স্থান'-যুক্ত ভারতীয় রূপ 'হিন্দুস্থান', উত্তর-ভারতের মৌখিক ভাষায়, বিশেষতঃ রাজপুতানায়, মধ্য-ভারতে, মধ্যপ্রদেশে এবং বিহারে প্রচলিত ; সংযুক্ত-প্রদেশে ও পাঞ্জাবেও বহু লোকে—বিশেষতঃ হিন্দুদের মধ্যে—'হিন্দুস্থানী' শব্দই প্রয়োগ করে। (বিহারে, নেপালে ও অন্যত্র অশিক্ষিত জন-সাধারণের অনেকের মুখে ইহার অপভ্রষ্ট রূপ 'হিন্নুথানী' বা 'হিন্নুতানী'-ও খুব শোনা যায়)। কিন্তু ফারসী ও উর্দূর 'হিন্দোস্তান' বা 'হিন্দূস্তান' বানান ধরিয়া, দেবনাগরী অক্ষরে লেখা হিন্দীতে সাধারণতঃ 'হিন্দূস্তান' বা 'হিন্দুস্তান'-ই লেখা হইয়া থাকে। হিন্দী-উর্দূর বাহিরে, মারাঠী গুজরাটী বাঙ্গালা উড়িয়া আসামী নেপালীতে একমাত্র 'হিন্দুস্থানী—হিন্দুস্থান' রূপই চলিয়া থাকে, এবং দক্ষিণ-ভারতের তেলুগু কানড়ী ও মালয়ালম্ বানানেও এই 'স্থান'-যুক্ত ভারতীয় রূপটীই চলে ; তমিলে 'থ'-বর্ণ নাই, 'ত থ দ ধ' এই চারিটীর জন্যই 'ত'-ব্যবহৃত হয়, সেইজন্য ইহাতে 'ত'-লেখা ছাড়া গতি নাই। ব্যবহারিক দিক্ হইতে বিচার করিয়া দেখিলে বলিতে হয় যে, ফারসী রূপ 'হিন্দুস্তানী' বলিলে একটু ফারসী-আরবী-ঘেঁষা উর্দূ-গন্ধী কথিত ভাষার ইঙ্গিত আসে ; আর

'হিন্দুস্থানী' বলিলে, একটু সংস্কৃত ও খাঁটী দেশী হিন্দী-শব্দ-বহুল 'নাগরী'-হিন্দী-ঘেঁষা কথ্য ভাষাই দ্যোতিত হয়।

সে যাহা হউক, দিল্লীর এই খড়ী-বোলী, হিন্দূস্তানী বা হিন্দুস্থানী, অথবা ঠেঠ হিন্দী, কেতাবী এবং মজলিসী সাধু-হিন্দী ও উর্দূর বাহিরে উত্তর-ভারতের হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে কথোপকথনের ভাষারূপে, অন্ততঃ সতেরোর শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে, প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে; এবং যেমন-যেমন ইহা নিজ প্রতিষ্ঠাভূমি দিল্লী ও পশ্চিম সংযুক্ত-প্রদেশ হইতে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল, তেমন তেমন অন্য ভাষা যাহারা বলে তাহাদের হাতে পড়িয়া ইহার ব্যাকরণের খুঁটিনাটিও পরিবর্তিত এবং সংক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। মুখ্যতঃ সহজ, সরল, দৈনন্দিন ঘরোয়া জীবনের কথা লইয়া এই মৌখিক খড়ী-বোলী বা হিন্দুস্থানীর কারবার বলিয়া, ইহাতে উচ্চ ভাবের শব্দের বালাই তেমন নাই। এইজন্য এই মৌখিক ভাষা অনেকটা মধ্য পন্থা অবলম্বন করিয়াই চলিয়া আসিয়াছে—শিক্ষিত হিন্দু পণ্ডিত ব্যক্তির ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দের বাহুল্যের অবকাশ ইহাতে নাই, এবং মুসলমান আলেম জনের ব্যবহৃত উচ্চ কোটির আরবী-ফারসী শব্দের প্রাচুর্য্যও ইহাতে আসিতে পায় না; কিন্তু এই খড়ী-বোলী বা হিন্দুস্থানী, দিল্লীর মুসলমান দরবার ও কাছারীর আবেষ্টনীর মধ্যে আঠারোর ও উনিশের শতকে গড়িয়া উঠিতেছিল বলিয়া, সেই প্রভাবের ফলে ফারসী-আরবী শব্দের প্রাধান্য ইহাতে যেন একটু বেশী দাঁড়াইয়া গিয়াছে—এমন কি, অতি সাধারণ পদার্থ বা ক্রিয়ার নামেও। মৌখিক হিন্দুস্থানীতে নিতান্ত সাধারণ ও চলিত ফারসী শব্দ এইভাবে একটু বেশী করিয়া আসিয়া যাওয়ায়, বহু মুসলমান এবং অধিকাংশ ইংরেজ ও অন্য ইউরোপীয় ব্যক্তি মৌখিক 'হিন্দূস্তানী' (হিন্দুস্থানী) ও ফারসী-আরবী-শব্দ-বহুল উর্দূকে

অভিন্ন বলিয়া মনে করেন ; আজকাল All-India-Radio বা নিখিল-ভারতীয় আকাশ-বাণীতে 'হিন্দুস্তানী' নাম করিয়া যে ভাষায় খবর বলা হয় বা বক্তৃতা দেওয়া হয়, তাহা নিছক উর্দূ ভিন্ন আর কিছুই নহে—এইরূপে জন-সাধারণের মধ্যে ব্যবহৃত 'চালু হিন্দুস্থানী' ভাষার নাম করিয়া, সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ মুসলমানী উর্দূর ব্যবহারের বিরুদ্ধে, উত্তর-ভারতের 'হিন্দী-প্রেমী'রা বহুদিন ধরিয়া প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছেন। এখন বহু ভারতীয় জাতীয়তাবাদী—বিশেষ করিয়া কংগ্রেসের মাধ্যমে যাঁহারা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালাইতেছেন, তাঁহারা—'হিন্দুস্তানী' (অর্থাৎ 'হিন্দুস্থানী') এই নামের দ্বারা, সাধু-হিন্দী এবং উর্দূ উভয়েরই প্রতিষ্ঠাভূমি শুদ্ধ খড়ী-বোলীকেই নির্দিষ্ট করিতে চাহিতেছেন—যে খড়ী-বোলী, না সংস্কৃত না ফারসী-আরবী শব্দের বাহুল্য দ্বারা ভারাক্রান্ত, যে ভাষায় অনাবশ্যক ভাবে আরবী-ফারসী অথবা সংস্কৃত শব্দ লওয়া হয় না, এবং যাহাতে যতদূর সম্ভব শুদ্ধ হিন্দী শব্দের প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করা হয়। এই 'হিন্দুস্তানী'র মারফৎ সাধু-হিন্দী ও উর্দূর মধ্যে ক্রম-প্রবর্ধমান শব্দগত বৈষম্য বা পার্থক্যকে মিটাইয়া দিবার চেষ্টা হইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ 'হিন্দুস্তানী' নামের আড়ালে আরবী-ফারসী-বহুল উর্দূরই প্রতিষ্ঠা বাড়িতেছে ; এবং সেইজন্য যাঁহারা সংস্কৃতানুগ সাধু-হিন্দীর পক্ষে, তাঁহারা ভীত হইয়া এই কংগ্রেসানুমোদিত তথাকথিত 'হিন্দুস্তানী'-র বিরোধিতা করিতেছেন।

আর্য্য ও দ্রাবিড় নির্বিশেষে ভারতের তাবৎ ভাষার ন্যায়, হিন্দী বা হিন্দুস্থানী হইতেছে একটী পরাশ্রয়ী বা পরবশ ভাষা, আত্মকেন্দ্রী বা আত্মবশ ভাষা নহে ; অর্থাৎ নিজস্ব ধাতু-প্রত্যয় যোগে ইহা আর তেমন আবশ্যক নূতন শব্দ গড়িয়া লইতে চাহে না বা পারে না, প্রয়োজন হইলেই অন্য একটী ভাষা হইতে নূতন শব্দ ধার করিয়াই লয়। ইংরেজী

কথায়, আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলি হইতেছে borrowing languages, এগুলি আর building languages নহে। এরূপ পরবশ ভাষার আর একটী নমুনা হইতেছে ইংরেজী ; খাঁটি ইংরেজী শব্দ-ধাতু-প্রত্যয় যোগে ইংরেজী ভাষা আর তেমন নূতন শব্দ গড়িতে পারে না, পদে-পদে ইহাকে ফরাসী, লাতীন ও গ্রীকের দ্বারস্থ হইতে হয়। জাপানী ভাষাও তেমনি চীনের প্রসাদ-পুষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে—যে-কোনও চীনা শব্দ জাপানী সানন্দে আত্মসাৎ করিবে, নিজের ভাষার কথা লইয়া নূতন শব্দ গড়িবার শক্তি তাহার আর নাই। আত্মবশ ভাষার মধ্যে জরমানের নাম করিতে পারা যায়। ঈরানের ঈরানী বা ফারসী ভাষা গত ১২।১৩ শ' বৎসর ধরিয়া আরবীর প্রসাদোপজীবী হইয়া চলিতেছিল ; এখন নূতন ভাবে ঈরানীয় আর্য্য জাতীয়তার উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গে, ফারসী-ভাষা আরবী শব্দ বর্জন করিয়া আবার শুদ্ধ আর্য্যভাষা হইতে চাহিতেছে। সংস্কৃত, হিন্দী প্রভৃতি নব্য-ভারতীয় আর্য্যভাষাগুলির মাতামহী-স্থানীয়া ; গোড়া হইতেই অতি সহজভাবে এবং অপরিহার্য্য ভাবে সংস্কৃত ভাষাই নিজ শব্দ-সম্ভারের স্তন্য দিয়া আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলি পুষ্ট করিয়া আসিতেছে ; যেমন লাতীন ভাষা তাহার দুহিতৃ-স্থানীয় ফরাসী ইতালীয় প্রভৃতির সম্বন্ধে করিয়া আসিতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে যখন প্রথমটায় আরব ও পরে তুর্কী, ঈরানী ও পাঠান জাতীয় বিদেশী মুসলমানেরা দেশের রাজা হইয়া বসিল, বিজিত বিধর্মী প্রজার জাতি হিন্দুর প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত সম্বন্ধে সাধারণতঃ তাহাদের কোনও কৌতূহল বা দরদ দেখা দেওয়া সম্ভবপর ছিল না ; সংস্কৃতের কোনও ধার তাহারা ধারিত না, প্রথম যুগের বিজেতার দর্পে সেদিকে কৃপাদৃষ্টি দিবার গরজও ছিল না। ফারসীই ছিল তাহাদের পরিচিত ইস্লামী ভাষা (প্রথমটায় আরব মুসলমান বিজেতা এবং মুসলমান

উদার নহে। আর একথাও উল্লেখনীয় যে, সারা উত্তর-ভারত জুড়িয়া প্রসারের ফলেই সাধু-হিন্দীতে সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য ঘটিতেছে ; পশ্চিম সংযুক্ত প্রদেশ ও দিল্লীর শুদ্ধ খড়ী-বোলীর অনুমোদিত দেশী বা খাঁটী হিন্দী শব্দ প্রয়োগ করিতে রাজস্থানের, পাঞ্জাবের, পূর্ব সংযুক্ত-প্রদেশের মধ্য-ভারতের ও বিহারের হিন্দী লেখকেরা জানেন না বলিয়াই, ইঁহাদের হাতে হিন্দীতে সংস্কৃত শব্দ অপরিহার্য্যরূপে আসিয়া যাইতেছে —প্রাদেশিক ভাষা আন্তঃপ্রাদেশিক হইয়া পড়ায়, ইহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আর থাকিতেছে না, সকলের বোধগম্য এবং সকলের ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দ ইহাতে না আসিয়া পারিতেছে না।

খড়ী-বোলী এবং হিন্দীর নিজ ভূমি পূর্ব-পাঞ্জাব ও পশ্চিম সংযুক্ত-প্রদেশের বাহিরে যে-সব আর্য্যভাষী বাস করে, এবং 'হিন্দী-প্রান্ত' অর্থাৎ যে বিরাট্ ভূখণ্ডে হিন্দী ও উর্দু সাহিত্যের ভাষারূপে স্বীকৃত হইয়াছে সেই ভূখণ্ডের (অর্থাৎ পশ্চিম-পাঞ্জাব হইতে বিহারের পূর্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত ভূভাগের) যে-সকল ব্যক্তি শুদ্ধ ব্যকরণ-সঙ্গত হিন্দী বা উর্দু শিক্ষা করে নাই, তাহারা, ও দ্রাবিড়- এবং কোল-ভাষীরা, পাঠান. ইংরেজ ও অন্য ইউরোপীয়েরা, ভোট চীনা প্রভৃতি বিদেশীয়েরা, আন্তঃপ্রাদেশিক আলাপের ভাষারূপে দৈনন্দিন কার্য্যের তাগিদে যখন হিন্দী বা হিন্দুস্থানী ভাষা ব্যবহার করে, তখন তাহারাও, এই ভাষাকে—খড়ী বোলীকে—অনেক ছাঁটিয়া-কাটিয়া সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়াই ব্যবহার করে ; খড়ী-বোলীর (হিন্দী বা হিন্দুস্থানীর) ব্যাকরণের কতকগুলি কঠিন রীতি তখন একেবারে বর্জিত হয় (যেমন—বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়ার স্ত্রী-প্রত্যয় ; প্রত্যয়-পরিবর্তন দ্বারা বহুবচন-নির্দেশ, অতীতকালে সকর্মক ক্রিয়ার কর্মের সহিত অন্বয়) ; এবং বিভিন্ন প্রদেশের স্থানীয় ভাষার শব্দাবলী ও বৈশিষ্টতার দ্বারা এইরকম ভাঙ্গা-ভাঙ্গা হিন্দী নানাভাবে প্রভাবান্বিত

হয়। এইরূপ সহজ বা ভাঙ্গা হিন্দীর নানা নাম আছে: 'বাজারী বা বাজারু হিন্দী (হিন্দুস্থানী) ; চলতু বা চালু হিন্দী (হিন্দুস্থানী) ; সহজ সরল. সহল, অন্‌পঢ়, সাধী বা সোঝা (অর্থাৎ সোজা) হিন্দী (হিন্দুস্থানী) ; টুটী-ফূটী বা টুটা-ফূটা হিন্দী ; লঘু হিন্দী' প্রভৃতি। ইংরেজীতে ইহাকে Basic Hindi (Hindustani)-ও বলা হইয়াছে ; এবং দক্ষিণ-ভারতে, উত্তর-ভারত হইতে আগত উপনিবিষ্ট মুসলমানদের মধ্যে এইরূপ ভাঙ্গা-ভাঙ্গা হিন্দুস্থানী বেশী প্রচলিত বলিয়া, ঐ অঞ্চলে অনেক সময়ে ইহাকে 'মুসলমানী'ও বলা হইয়া থাকে। **এই 'বাজারী' বা 'সোজা' বা 'সরল' হিন্দীই হইতেছে নিখিল ভারতের সত্যকার আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা,—শুদ্ধ, সাধু-হিন্দী অথবা কেতাবী উর্দূ নহে ;** এবং এই ভাষা, পশ্চিমী-হিন্দী-প্রান্তের বাহিরে-আমাদের বহুভাষী নগরগুলিতে একটী প্রবর্ধমান জন-সমাজে ইহার ঘরোয়া ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

[৫] আলাপের ভাষা ও সংস্কৃতি-বাহক ভাষা—ভারতে ইংরেজী ভাষার স্থান

এই যে বহুরূপী ভাষা হিন্দী, সমগ্র ভারত জুড়িয়া ইহার প্রসার ও প্রাধান্য সজ্ঞান ও সচেষ্ট প্রচার-কার্য্যের ফল নহে ; এবং ইহা কেবল কতকগুলি অপ্রধান বা গৌণ ঘটনার সমাবেশের ফল-মাত্র নহে। আদ্য ভারতীয়-আর্য্য যুগ হইতে, অর্থাৎ বৈদিকযুগের পর হইতে, প্রাচীনকালে উত্তর-ভারতের যে অংশকে 'মধ্যদেশ' বলা হইত (অর্থাৎ এখনকার পূর্ব-পাঞ্জাব ও পশ্চিম সংযুক্ত-প্রদেশ), সেই অংশের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্যের ফলেই যুগে-যুগে সেখানকার ভাষার প্রাধান্য ঘটিয়াছে।

প্রাচীনকালে এই মধ্যদেশ—কুরু-পাঞ্চাল দেশ—ছিল, আর্য্য ভারতের হৃদয়- ও মস্তিষ্ক-স্বরূপ ; এখানেই আর্য্য ও অনার্য্য সংস্কৃতির মিলন ও মিশ্রণের ফলে, বৈদিক যুগের পর হইতেই, প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য বা হিন্দু সভ্যতার উদ্ভব হয় ; এবং এই অঞ্চলের ও ইহার আশ-পাশের ভাষা, বিভিন্ন যুগে, সংস্কৃত, পালি* ও শৌরসেনী প্রাকৃত, শৌরসেনী অপভ্রংশ, ব্রজভাষা, এবং অবশেষে হিন্দী রূপে, নিখিল-ভারতীয় আর্য্য জগতের সহজ এবং স্বাভাবিক আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা রূপে বিরাজ করিয়া আসিয়াছে। প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার, ব্রাহ্মণ্যের ভাষা বলিয়া, এখানকার ভাষা সংস্কৃত, সারা ভারতে (এবং ভারতের বাহিরে যেখানে-যেখানে হিন্দু-সভ্যতা গিয়াছে সেখানে সেখানে) বিস্তার লাভ করিয়াছে, দেবভাষার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গুপ্ত সম্রাট্‌দের কালে মধ্যদেশই ছিল সাম্রাজ্যের কেন্দ্র। মধ্যদেশের ভাষা শৌরসেনী প্রাকৃত, খ্রীষ্ট-জন্মের সময় হইতেই, সংস্কৃত নাটকে সর্বাপেক্ষা শিষ্ট প্রাকৃত-রূপে, ব্রাহ্মণেতর ও নায়কেতর উচ্চশ্রেণীর পাত্র-পাত্রীর ভাষা রূপে, ব্যবহৃত হইতেছে দেখা যায়। গুপ্ত সাম্রাজ্য ও হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের

---

* পালিভাষা খ্রীষ্ট-পূর্ব যুগের মধ্যদেশে (মথুরা উজ্জয়িনী অঞ্চলে) প্রচলিত প্রাকৃতের আধারে গঠিত সাহিত্যিক ভাষা, হীনযান-মতের থেরবাদ-সম্প্রদায়ের বৌদ্ধদের শাস্ত্র 'ত্রিপিটক' ইহাতে নিবদ্ধ। ইহার সহিত মগধের ভাষা বা বুদ্ধদেবের নিজ ভাষার কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই ;—সিংহলের ভিক্ষুরা প্রাচীনকালে ভূল বুঝিয়া পালিকে 'মগধের ভাষা'—মাগধী—মনে করিতেন, সেই হেতু পালিকে মাগধী প্রাকৃতের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। বস্তুতঃ সাম্প্রতিক অনুসন্ধানের ফলে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতেছে যে, পালির উদ্ভব মধ্যদেশে, মগধে নহে।

অবসানের পরে, উত্তর-ভারতে বিভিন্ন গোত্রের রাজপুত বা ক্ষত্রিয় রাজাদের যুগ আসিল, এবং দক্ষিণাপথ ও সিন্ধু এবং পাঞ্জাব হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালাদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর-ভারতে রাজপুত-বংশীয় রাজাদের সভায়, দেবভাষা সংস্কৃতের পরেই স্থান হইল শৌরসেনী অপভ্রংশের। এই শৌরসেনী অপভ্রংশে পশ্চিম-ভারতের জৈনেরা একটী বিরাট সাহিত্য গড়িয়া তুলেন ; ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের প্রসারও ইহাতে কম নহে। দিল্লীর শেষ হিন্দু রাজা পিথৌরা বা পৃথ্বীরাজ চৌহানের সভাকবি চন্দ-বরদাঈ এই শৌরসেনী অপভ্রংশেই তাঁহার 'পৃথ্বীরাজ-রাসৌ' মহাকাব্য লেখেন। মহারাষ্ট্র হইতে বাঙ্গালা পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্য-ভারতে, সাধু বা সাহিত্যিক ভাষা রূপে এই অপভ্রংশের প্রসার ঘটে ; বাঙ্গালাদেশের কবিরাও, প্রাচীন বাঙ্গালায় যেমন 'চর্য্যাপদ' লিখিয়া গিয়াছেন, তেমনি মধ্যদেশের ভাষা, যেন এক-প্রকার প্রাচীন হিন্দী, এই শৌরসেনী অপভ্রংশেও দোহা ও পদ লিখিয়াছেন। মথুরা-অঞ্চলের ভাষা, প্রৌঢ় সাহিত্যের ভাষা বলিয়া, প্রথম মুসলমান যুগে, ব্রজভাষার প্রতিষ্ঠাও সর্বত্র হয়। তানসেন-প্রমুখ সঙ্গীতকার ও সূরদাস-প্রমুখ কবির প্রভাবে ইহার চর্চা অল্প-বিস্তর উত্তর-ভারতে সর্বত্রই দেখা যায় ; ১৮-র শতকে আমাদের কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরও এই ব্রজভাষায় পদ লিখিয়াছেন (তাঁহার 'অন্নদামঙ্গল'—'বিদ্যাসুন্দর'-এ) দেখিতে পাইতেছি। ব্রজভাষার পাশে-পাশে, মোগল আমলের শেষের দিকে, দিল্লী-শহরের খড়ী-বোলী বা হিন্দী-হিন্দুস্থানী, শাসকবর্গের ভাষা বিধায়, শিষ্ট-ভাষা হইয়া দাঁড়াইলে, মোগল-সম্রাটের অধীন সমস্ত সূবাহ্ বা প্রদেশে এই কেন্দ্রীয় ভাষা নিজ দৃঢ় স্থান করিয়া লইল।

মধ্যদেশের হিন্দী-হিন্দুস্থানী, উপস্থিত ক্ষেত্রে, বাঙ্গালী, আসামী, উড়িয়া, মারাঠা, গুজরাটী, সিন্ধী, নেপালীদের পক্ষে শিক্ষার বা সংস্কৃতি-

বাহী ভাষা নহে,—দ্রাবিড়-ভাষী তেলুগু কানড়ী তমিল্ মালয়ালীদের পক্ষেও নহে ; কিন্তু ইহার সরল 'বাজারী হিন্দী' রূপে ইহা একটী বড় দরের 'মেলাপক ভাষা'। সাধু হিন্দী ও উর্দু অবশ্য পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, বিহারী এবং মধ্য-ভারত ও সংযুক্ত প্রদেশের লোকেদের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন-রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া, পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, কোসলী, ভোজপুরী, মগহী, মৈথিলী, গঢ়ৱালী প্রভৃতি যে-সব প্রাদেশিক ভাষা সাহিত্যিক হিন্দীর আওতায় আসিয়াছে, সেগুলির সমস্ত পুরাতন সাহিত্যিক চেষ্টার অবসান ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে, সেগুলি হিন্দীতেই যেমন সমাহিত হইয়াছে। খড়ী-বোলী বা হিন্দুস্থানীর চাপে ব্রজভাষার অবস্থা যেমন দাঁড়াইয়াছে, এগুলিরও সেইরকম অবস্থা। সাধারণ শিক্ষার কাজ, প্রায় ১৪ কোটি লোকের পক্ষে, এইভাবে হিন্দীর (ও উর্দুর) মাধ্যমে চলিতেছে। কিন্তু উচ্চতর সংস্কৃতির জন্য নিখিল-ভারতের জনগণ, হয় সংস্কৃতের অথবা ফারসী ও আরবীর আশ্রয় গ্রহণ করে,—না হয় ইংরেজীর শরণাপন্ন হয়।

আধুনিক ভারতে ইংরেজীর একটী অতি বিশিষ্ট স্থান দাঁড়াইয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ, ইহা রাজভাষা, শাসন-তন্ত্রের মধ্যে ইহার বহুল-প্রচার এবং একচ্ছত্র আধিপত্য বিদ্যমান ; তাহার উপর আবার ইহা উচ্চশিক্ষার ভাষা, এবং এই হেতু ভারতের আধুনিক শিক্ষিত জনের মনের উপর এবং শিক্ষিত জনের ভাষার উপর ইহা শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করিতেছে—ভারতীয় ভাষাগুলির আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে ইহা অভূত-পূর্ব ভাবে এক নবীন অনুপ্রাণনা আনিয়া দিতেছে। ইংরেজী বা ইউরোপীয় চিন্তাপ্রণালী, ইংরেজী বাক্যভঙ্গী, ইংরেজী শব্দ—এই-সমস্ত, তাবৎ ভারতীয় ভাষায় এক সঙ্গে প্রবেশ লাভ করিতেছে। পরাধীন ভারতের রুদ্ধ, সংকীর্ণ জীবন-ক্ষেত্রে বাহিরের জগৎ হইতে

আলো ও হাওয়া আসিবার প্রধান বাতায়ন এখন হইতেছে ইংরেজী ভাষা। ইংরেজী একমাত্র বিদেশী ভাষা যাহা ভারতে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক-ভাবে প্রচলিত—১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ৩৩ কোটি ৮০ লক্ষ ভারতবাসীর মধ্যে ২ কোটি ৮০ লক্ষ বর্ণজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিল—ইহাদের মধ্যে ৩৫ লক্ষ ইংরেজীর সহিত পরিচিত ছিল ; ১৯৪১ সালে ইংরেজী-জানা লোকের সংখ্যা অনুপাতে নিশ্চয়ই আরও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে—বর্ণজ্ঞান-যুক্ত ভারতবাসীর সংখ্যা ১৯৪১ সালে ছিল ৪ কোটি ৭০ লক্ষের উপর। ইহা ব্যতীত, ভারতে আরও ৩ লাখ ১৯ হাজারের উপর ব্যক্তি ঘরে ইংরেজী বলিয়া থাকে—ইহারা হইতেছে ভারত-প্রবাসী ব্রিটিশ বা ইংরেজী-ভাষী, ইউরোপীয় বা ফিরাঙ্গী, এবং অল্প-স্বল্প ভারতীয় খ্রীষ্টান যাহারা সর্বতোভাবে ইংরেজী জীবনযাত্রা-পদ্ধতি ও ইংরেজী সংস্কৃতি আত্মসাৎ করিয়াছে। ইংরেজীর প্রাধান্য লইয়া বেশী আলোচনার আবশ্যকতা নাই ; ব্রিটেন অর্থাৎ ইংলাণ্ড, ওয়েল্‌স্ ও স্কট্‌লাণ্ডে, এবং আয়র্‌লাণ্ডে, আমেরিকার কানাডায় ও সংযুক্ত-রাষ্ট্রে, দক্ষিণ-আফ্রিকায়, অস্ট্রেলিয়ায় ও অন্যত্র, ইংরেজী প্রায় ২০ কোটি লোকের মাতৃভাষা ; এতদ্ভিন্ন, ইহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রায় ৫০ কোটি এবং আমেরিকার সংযুক্ত-রাষ্ট্রের অধীন প্রায় ১৪ কোটি মানুষের রাজভাষা ; উপরন্তু, চীন ও জাপান এবং চারি মহাদেশের বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রে লক্ষ লক্ষ লোকে সংস্কৃতি-বাহী ভাষা বলিয়া ইংরেজী শিক্ষা করিয়া থাকে। ইংরেজী এখন বিশ্ব-সংস্কৃতির—সমগ্র মানবজাতির মিলিত চেষ্টায় সৃষ্ট আধুনিক সভ্যতার—সর্ব-প্রধান বাহন বা মাধ্যম। ভারতবর্ষের বুদ্ধি-জীবী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে ইংরেজী দ্বিতীয় মাতৃভাষার স্থান পাইয়া বসিয়াছে ; এবং অনেক স্থলে এই শিক্ষিত সমাজের মানসিক ও আধ্যাত্মিক পুষ্টির জন্য, আর অন্য যে কোনও

ভাষার চেয়ে ইংরেজীই অধিক উপযোগী ও কার্য্যকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংরেজীর প্রসাদেই আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য ইতিহাস প্রভৃতির আলোচনা আরও ব্যাপক এবং আরও গভীর হইতে পারিয়াছে, ইহার সহায়তা আমাদের রাষ্ট্রীয় ও অর্থ নৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলনে অমূল্য হইয়াছে। আমাদের নিজেদের গরজেই আমরা ইংরেজীকে বর্জন করিতে পারি না। প্রথম, মাতৃভাষা (অথবা মাতৃ-ভাষার স্থলাভিষিক্ত কোনও বড় সাহিত্যের ভাষা)—ইহার পরেই, আমাদের শিক্ষার পরিপাটীতে ইংরেজীর স্থান দিতে হয়—রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রশাসন-সংক্রান্ত কাজে ইংরেজীর প্রাধান্য চলিয়া গেলেও, সাংস্কৃতিক কারণে ইংরেজীকে রাখিতেই হইবে।

ভারতবাসীদের মধ্যে অনেকে ভারতের আন্তঃপ্রাদেশিক এবং রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজীকেই স্বীকার করিয়া লওয়ার অনুমোদন করেন। কিন্তু আমার মনে হয়, পূরাপূরী ইহা সম্ভবপর নহে। ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে মাত্র শতকরা একের কিছু বেশী ইংরেজী জানে বলিয়া পরিচয় দিয়াছে। জনগণের মনোভাব এবং কার্য্যকারিতা উভয়ই এখন ইংরেজীকে ব্যাপক-ভাবে রাষ্ট্র-ভাষা বা আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা রূপে গ্রহণের বিপক্ষে। জন-সাধারণের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই উচ্চ শিক্ষার পথে যাইবে না—সেজন্য মানসিক অধিকার এবং প্রবৃত্তি (ও উপস্থিত কালে সুযোগ-সুবিধা) খুব কম সংখ্যক লোকেরই আছে। ইহাদিগকে ইংরেজী-ভাষী করিবার জন্য ইংরেজী শিখাইবার চেষ্টা, কেবল সময়, শ্রম ও অর্থের অপব্যয় হইবে ; কিন্তু আন্তঃপ্রাদেশিক মেলা-মেশার জন্য ইহাদের পক্ষে, এখন যেমনটী দেখা যায়, হিন্দী (হিন্দুস্থানী) শিখিয়া লওয়া নিতান্ত সহজ হইয়া থাকে। উচ্চ ইস্কুলের ক্লাস বা কক্ষার পূর্বের ছাত্রদের ইংরেজী শিখাইবার দরকার নাই ; উচ্চ

ইস্কুলের উপরের শ্রেণী হইতে ইংরেজী অবশ্য-পাঠ্য করা যাইতে পারে ; আর ইংরেজী শিখাইবার এমন আধুনিক প্রণালী অবলম্বিত হওয়া উচিত, যাহাতে আধুনিক জীবন্ত ভাষা রূপে ইহার অধ্যাপনা হয়, ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরেজীর ব্যবহারিক জ্ঞান চট্‌পট্ অর্জন করিতে পারে, ইংরেজীর সাহায্যে বিজ্ঞান ও শিল্প সম্বন্ধীয় শিক্ষা ও গবেষণার পথ যাহাতে যথা-সম্ভব শীঘ্র উন্মুক্ত হইতে পারে। সাধারণ ছেলে-মেয়ের মাতৃভাষার (অথবা তৎস্থলে স্বীকৃত কোনও বড় সাহিত্যিক ভাষার) মাধ্যমে শিক্ষা দিলে, তাহাদের মানসিক শক্তির পূর্ণ উন্মেষ সহজেই হইবে ;—ইংরেজীর দিকে গোড়া হইতেই বেশী ঝোঁক দিলে, ভারতীয়দের পক্ষে দুরূহ এই বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করিতে-করিতেই তাহাদের শক্তির অনেকটা ব্যয়িত হইয়া যাইবে। তবে উচ্চ ইস্কুলের শ্রেণী হইতে ইংরেজী শিক্ষার দ্বার সকলের জন্য খুলিয়া রাখা উচিত হইবে।

[৬] নিখিল-ভারতীয় 'রাষ্ট্র-ভাষা' বা জাতীয় ভাষার আবশ্যকতা

আমার মনে হয়, এরূপ একটী রাষ্ট্র-ভাষার আবশ্যকতা সত্য-সত্যই আছে। ইংরেজীর উপরে কোনও একটী ভারতীয় ভাষাকে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্র-ভাষা রূপে স্থাপনা করা, জনগণের সময় ও শক্তির ক্ষয়-কারক অনাবশ্যক অলঙ্কার-মাত্র হইবে না। ভারতীয় রাষ্ট্রের ঐক্যের প্রতীক ও প্রকাশক স্বরূপ আমাদের এমন একটী ভারতীয় ভাষার দরকার, যাহা সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ভারতবাসী সহজেই বুঝিতে পারিবে ও ব্যবহার করিতে পারিবে। এই ভাষার সঙ্গে পরিচয়,

সমগ্র ভারতের জনগণের মধ্যে এখনকার চেয়ে আরও বেশী করিয়া ঘটাইয়া দিতে পারিলে, নিখিল-ভারতীয় তাবৎ রাজকার্য্য অন্য দ্বিতীয় ভাষার সহায়তা ব্যতিরেকে মাত্র এই ভাষার সাহায্যে চালিত হইবে। সংযুক্ত-রাষ্ট্র-মূলক ভারতের ভাবী স্বাধীনতার যুগে এক একটী ভাষাকে আশ্রয় করিয়া যে-সকল স্বাধীন বা স্বতন্ত্র প্রান্তিক রাষ্ট্র স্থাপিত হইবে, সেগুলির অবস্থানের দ্বারা নানা নূতন কেন্দ্রাপসারী শক্তি কার্য্য করিবে, সেই-সব শক্তি প্রবল হইয়া নিখিল-ভারতীয় একতার পক্ষে হানিকর হইবে, এরূপ আশঙ্কা আছে ; এরূপ কেন্দ্রাপসারী শক্তির অন্যতম প্রতিষেধক হিসাবে, একটী নিখিল-ভারতীয় সর্বজন-বোধ্য রাষ্ট্র-ভাষার বিশেষ আবশ্যকতা সকলেই স্বীকার করিবেন। ভারতের ভৌগোলিক সংস্থান, ইহার প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক আবেষ্টনী, ইহার এক-সূত্রে-বদ্ধ সংস্কৃতি—এই-সবের সংযোগে ভারতের যে একতা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাকে বিখণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবার জন্য নানা দিক্ হইতে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে প্রয়াস দেখা দিবে। এইরূপ প্রয়াসকে প্রতিহত করিবার জন্য. ভারতে কতকগুলি কেন্দ্রীয় ও কেন্দ্রাভিমুখী শক্তি অত্যাবশ্যক হইবে ; এবং একটী নিখিল-ভারতীয় সর্বজন-বোধ্য রাষ্ট্র-ভাষা এইরূপ শক্তির মধ্যে অন্যতম রূপে যাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। পৃথক্ প্রান্তিক স্বতন্ত্রতা, না বিশ্ব-ভারতীয় বা নিখিল-ভারতীয় একতা—সমগ্র ভারতের মঙ্গলের পক্ষে কোন্‌টী বেশী প্রয়োজনীয়? ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্য বা রাষ্ট্রের পটভূমিকার সামনেই বিভিন্ন কালে ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ-সমূহ দেখা দিয়াছে—কি রাষ্ট্র-শক্তিতে, কি সাংস্কৃতিক কৃতিত্বে ;—যেমন, মৌর্য্যদের কালে, গুপ্ত-সাম্রাজ্যে, পল্লবদের রাজত্বে, হর্ষবর্ধনের সময়ে, মোগল আমলে। এই

জন্য, শাসন ও শিক্ষা সম্পর্কীয় মুখ্য ব্যবস্থাগুলি নিখিল-ভারতের প্রযোজ্য কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত রাখাই উচিত হইবে—কতকটা আজকালকারই 'ইম্পিরিয়াল' অর্থাৎ সর্ব-ভারতীয় বা আন্তঃপ্রাদেশিক রাষ্ট্রচালন-বিভাগগুলির অনুরূপ ; তবে ভবিষ্যৎ নিখিল-ভারতীয় শাসন-বিভাগগুলিতে, কর্মচারীদের প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে পরিবর্তন আরও বেশী করিয়া আবশ্যক হইবে। নিখিল-ভারতীয় একমাত্র সেনাদল, একমাত্র উচ্চ রাষ্ট্র-পরিচালন-বিভাগ ও শান্তি-রক্ষক পুলিস-বিভাগ, একমাত্র শিক্ষা-পরিপাটী, এবং সর্ব-ভারতীয় শাসন-পরিষদ্ রূপে একমাত্র চরম কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র-পরিষদ্—এগুলি না হইলে নিখিল-ভারতীয় একতার সংরক্ষণ ও পরিপোষণ সম্ভবপর হওয়া কঠিন। এইখানেই আমাদের একটী ভারতীয় রাষ্ট্র-ভাষার আবশ্যকতা আছে—ভাব ও কল্পনা এবং কার্য্য-কারিতা, উভয় দিক্ দিয়া বিচার করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে।

এইরূপ রাষ্ট্র-ভাষাকে যে সংস্কৃতি-বাহী ভাষা হইতেই হইবে এমন কোনও কথা নাই—হয় তো সংস্কৃতি-বাহী ভাষা হওয়ার যোগ্যতা প্রথম-প্রথম ইহার থাকিবেই না। তবে এই প্রসঙ্গে ইংরেজী, অথবা ইংরেজীর কৃত্রিম লঘু সংস্করণ যাহা আজকাল Basic English 'বেসিক্ ইংলিশ' নামে প্রচারিত হইতেছে, ভারতীয় জীবনে তাহার স্থান নাই ; এবং সম্প্রতি ইউরোপে গঠিত নানা নবীন কৃত্রিম আন্তর্জাতিক ভাষা, যেমন Esperanto 'এস্পেরান্তো', Ido 'ইদো', Novial 'নোভিয়াল', Idiom Neutral 'ইডিওম্ নিউট্রাল' প্রভৃতি—এগুলি পণ্ডিতের খেয়াল-মত বা বিচার-মত গড়া কৃত্রিম ভাষা, স্বভাব-জাত ভাষা নয় বলিয়া এগুলির প্রাণ- বা জীবনী-শক্তি নাই—এরূপ ভাষা কেবল ইউরোপীয় আব-হাওয়ায় তৈয়ারী হইয়াছে, এগুলির একটীও আমাদের পক্ষে সুবিধার হইবে বলিয়া মনে হয় না।

ভারতের উপস্থিত অবস্থা বুঝিয়া বিচার করিলে, রাষ্ট্র-ভাষা বা জাতীয় ভাষা রূপে গৃহীত হইবার জন্য হিন্দী (হিন্দুস্থানী) ভাষার দাবীই সব-চেয়ে বেশী। যদি কেবল হিন্দুদের লইয়া ভারতবর্ষ হইত, তাহা হইলে আবার সংস্কৃতকে ভারতে রাষ্ট্রভাষা-রূপে স্থাপিত করা চলিত। বিগত তিরিশ শতক ধরিয়া সংস্কৃত চলিয়া আসিয়াছে; সহজ, সরল সংস্কৃতকে ভারতের রাষ্ট্র-ভাষা করিবার পক্ষে তেমন বাধা ঘটিত না। আমি দেখিয়াছি, পাঞ্জাব হইতে আগত আর্য্য-সমাজী প্রচারক কলিকাতায় গোল-দীঘীর মত সাধারণ স্থানে সরল সংস্কৃতে বক্তৃতা দিতেছেন, বাঙ্গালী ভদ্রসন্তান সেই বক্তৃতা শুনিয়া মোটামুটি বুঝিতে পারিতেছেন; কলিকাতার সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের সভ্যদের দ্বারা অভিনীত পূরা 'মৃচ্ছকটিক' নাটক প্রায় সারা রাত ধরিয়া অভিনীত হইতেছে, বাঙ্গালী মেয়ে-পুরুষ সাগ্রহে সমস্ত ক্ষণ থাকিয়া তাহা দেখিতেছেন, শুনিতেছেন, রস-গ্রহণ করিতেছেন। অন্য প্রদেশেও সেইরূপ দেখিয়াছি। বিখ্যাত ইংরেজ প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ ও সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরাগী পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীযুক্ত F. W. Thomas এফ্ ডব্লিউ টমাস সংস্কৃতকে আবার রাষ্ট্রভাষা-রূপে পুনঃপ্রচলিত করিবার চেষ্টা করিতে আমাদের পরামর্শ দিয়াছিলেন। যুগোপযোগী সরলীকৃত সংস্কৃত, যাহাতে ক্রিয়াপদের প্রয়োগকে সরল ও সংক্ষিপ্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে (যেমন, লট্ লিট্ লঙ্ লোট্ লিঙ্ প্রভৃতি বিভিন্ন কাল-রূপ ও প্রকারের মধ্যে, কেবল লট্ বা বর্তমান, লঙ্ বা সামান্য অতীত, লোট্ বা অনুজ্ঞা, ল‍ৃঙ্ বা ভবিষ্যৎ এবং বিধিলিঙ্ মাত্র রাখা যাইবে, লিট্ লুঙ্ প্রভৃতি অন্য সমস্ত কাল-রূপ ব্যবহৃত হইবে না, উপরন্তু আধুনিক ভাষার নজীরে, শতৃ ও ক্ত-ক্তবতু প্রত্যয়ান্ত রূপের ও অস্ ধাতু এবং ভূ বা স্থা ধাতুর সাহায্যে নানা সংযুক্ত-কালরূপ গঠিত করিয়া লওয়া

হইবে—যথা, 'করোতি, অকরোৎ, করোতু, করিষ্যতি, কুর্য্যাৎ ; কুর্বন্ অস্তি, কুর্বন্ অভবৎ, কুর্বন্ ভবিষ্যতি বা স্থাস্যতি ; কৃতবান্ + অস্তি, অভবৎ, স্থাস্যতি ; চলতি, অচলৎ, চলোতু, চলিষ্যতি, চলেৎ ; চলন্ + অস্তি, অভবৎ, স্থাস্যতি ; চলিতঃ + অস্তি, অভবৎ, স্থাস্যতি' ; ইত্যাদি), এবং আবশ্যক-মত বিদেশীয় শব্দও যাহাতে লওয়া যাইতে পারে (যেমন—'স জজিয়তিং কৃত্বা অধুনা পেন্‌শনং ভুঙ্‌ক্তে'), তাহা সহজেই স্বীকৃত হইতে পারিত। কিন্তু মুসলমানদের মনোভাব, এবং সংস্কৃতের আব-হাওয়ার মধ্যে যাঁহাদের মানসিক সংস্কৃতি গড়িয়া উঠে নাই এমন বহু হিন্দু-সন্তানের মনোভাব, সংস্কৃত সরলীকৃত হইলেও তাহা মানিয়া লইতে চাহিবে না। সুতরাং সংস্কৃতের কথা ছাড়িয়া দিতে হয়। সংস্কৃতের পরে, আমরা হিন্দী ছাড়া ভারতের আর কোনও ভাষার কথা নিখিল-ভারতীয় রাষ্ট্র-ভাষার পদবীর জন্য চিন্তা করিতে পারি না। ভারতে হিন্দীর পরেই বাঙ্গালা ভাষার স্থান। বাঙ্গালা অবশ্য ঘরোয়া ভাষা হিসাবে ভারতের সংখ্যা-ভূয়িষ্ঠ ভাষা ; যদিও বাঙ্গালা-ভাষীদের দ্বিগুণের অধিক লোকে হিন্দী-হিন্দুস্থানী ভাষাকে শিক্ষায় ও বহির্জীবনে ব্যবহার করে, তথাপি হিন্দী-হিন্দুস্থানী বাঙ্গালা-ভাষীর চেয়ে কম সংখ্যক লোকের মাতৃভাষা অথবা ঘরোয়া ভাষা। প্রাদেশিক-ভেদ সত্ত্বেও, প্রায় ছয় কোটি লোকের মধ্যে প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষা, ব্যাকরণে ও অন্য নানা বিষয়ে সর্বত্র মূলতঃ একই ভাষা ; হিন্দী-হিন্দুস্থানীওয়ালাদের বিভিন্ন মাতৃভাষা বা ঘরোয়া ভাষা সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। কিন্তু বাঙ্গালাকে সমগ্র ভারত কর্তৃক গ্রহণের কতকগুলি অনপনেয় বা দুরপনেয় অন্তরায় আছে। বাঙ্গালার উচ্চারণ-রীতি তন্মধ্যে সর্ব-প্রধান। সারা ভারতকে বাঙ্গালার উচ্চারণ—বিশেষ করিয়া সংস্কৃত শব্দের বাঙ্গালা উচ্চারণ—গ্রহণ করাইতে পারা যাইবে না ; আবার, অন্য

প্রদেশের লোকেদের সুবিধার জন্য, বাঙ্গালী যে তাহার মাতৃভাষার উচ্চারণ বদলাইয়া ফেলিতে পারিবে, এমন সম্ভাবনাও নাই। বাঙ্গালার নিজস্ব শব্দেরও উচ্চারণ জটিল, তাহা বিদেশীর পক্ষে ঠিক-মত ধরা একটু বেশ কঠিন ব্যাপার। তাহার উপর, বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষার 'সাধু' ও 'চলিত' এই দুই রূপ-ভেদ আছে—হিন্দীর এ বালাই নাই। বাঙ্গালার সাহিত্য অবশ্য খুবই বিরাট্—ভারতের অনেক ভাষাই সাহিত্য-বিষয়ে বাঙ্গালার চেয়ে ঢের পিছাইয়া আছে। কিন্তু হিন্দী গুজরাটী মারাঠীর সাহিত্যও দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে। আর একথাও স্বীকার করিতে হয় যে, এক কাব্য, নাটক ও উপন্যাস ছাড়া, অন্যবিধ সাহিত্য বাঙ্গালায় খুব বেশী নাই; ওদিকে, হিন্দী প্রভৃতি ভাষা এখন সর্বাঙ্গীণ বা সর্বন্ধর সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে। আর এ কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, কেবল উচ্চ কোটির সাহিত্যের প্রসাদে, আন্তঃপ্রাদেশিক বা আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে কোনও ভাষা প্রতিষ্ঠিত হয় না; ভাষার প্রতিষ্ঠা বা প্রসারের কারণ অন্যবিধ। যাহারা ভাষাটী বলে, তাহাদের কর্ম-শক্তি, প্রসার-শক্তি এবং অধিকার-শক্তির উপরেই সেই ভাষার প্রতিষ্ঠা ও সর্বজন কর্তৃক তাহার স্বীকৃতি নির্ভর করে। শেক্স্পিয়র মিল্টন্ শেলি ব্রাউনিঙ্ ডিকেন্স্ স্কট্ পড়িবার আগ্রহে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোকে ইংরেজী শিখে না—ইংরেজের কর্ম-শক্তি; প্রসার-শক্তি ও অধিকার-শক্তির জোরেই ইংরেজের ভাষার এত প্রতিষ্ঠা। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে মূল্য না থাকিলে, অর্থনৈতিক মূল্য না থাকিলে, ভাষা বাহিরের লোকের কাছে অচল। আবার কখনও-কখনও দেখা যায় যে, পরস্পরের অবোধ্য বা দুর্বোধ্য ছোট বড় পাঁচটা ভাষা যেখানে একই দেশে আসিয়া মিলিয়াছে, সেখানে, যে ভাষাটী সব চেয়ে সহজ সেটীর অন্য কোনও মূল্য না থাকিলেও, তাহা যাহারা বলে

তাহাদের কোনও প্রতিষ্ঠা না থাকিলেও, সকলের সুবিধার গরজে সেই ভাষাটীই আন্তর্জাতিক হইয়া দাঁড়াইয়া যায়। যেমন মালাই ভাষা হইয়াছে; মালয়-উপদ্বীপে ও দ্বীপময়-ভারতে মালাইয়ের পাশে, দেশের নিজস্ব ভাষা, ইন্দোনেসিয়ার ৮।১০টী বিভিন্ন ভাষা বিদ্যমান; এবং তদ্ভিন্ন, ৪।৫ রকমের পরস্পরের দুর্বোধ্য চীনা প্রাদেশিক ভাষা, ইংরেজী, ওলন্দাজ, তমিল্, তেলুগু, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, পষ্‌তো, আরবী—এ-সব আসিয়া জুটিয়াছে; এই সবগুলির মধ্যে মালাই-ভাষাই সব-চেয়ে সহজ, সেইজন্য এই অঞ্চলের আন্তর্জাতিক ভাষা দাঁড়াইয়া গিয়াছে মালাই-ভাষা। বাজারী হিন্দী বা সরল হিন্দীর এই গুণটী আছে যে, ইহা অতি সহজ ভাষা; সেইজন্যও সারা ভারত জুড়িয়া ইহার প্রসার এত সহজ-সাধ্য হইয়াছে।

আর একটী কথা। এই বহুরূপী ভাষা হিন্দী (বা হিন্দুস্থানী) একটী বড় আদর্শের প্রতীক- বা চিহ্ন-স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে—হিন্দী ভাষা দাঁড়াইয়াছে, অখণ্ড ভারতের একতার আদর্শের এক মুখ্য প্রতীক-রূপে। সমগ্র ভারতের জন-গণের জীবনে বা চিন্তায়, বাঙ্গালা বা অন্য কোনও ভারতীয় ভাষা এই উচ্চ স্থান করিয়া লইতে পারে নাই। বাস্তবিক পক্ষে, সরল হিন্দীই কার্য্যতঃ নিখিল-ভারতের জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় ভাষা রূপে বিদ্যমান। ইংরেজী জানে না এমন দুই জন ভারতীয়, ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে আসিয়া একত্র হইলে, পরস্পরের সঙ্গে কথা কহিবার সময়ে, আর কোনও ভাষা বলিবার পূর্বে হিন্দী (হিন্দুস্থানী) বলিবে, বা বলিবার চেষ্টা করিবে; হয় তো সে হিন্দী অত্যন্ত ভুল হিন্দী, ভাঙ্গা-ভাঙ্গা হিন্দী; কিন্তু তাহাকে 'হিন্দী' সংজ্ঞাই দিতে হইবে। সমস্ত ভারতের ভবঘুরে' সাধু-সন্ন্যাসীর দল (এবং বহুশঃ মুসলমান ফকীর-দরবেশের দলও), যাহারা এক প্রদেশ হইতে আর এক প্রদেশে, তীর্থ হইতে

তীর্থান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহারা হিন্দীই শিখে, হিন্দীই বলে! উত্তর-ভারতের প্রাধান্যের ফলে, ভারতীয় সেনা-বিভাগে হিন্দুস্থানীর (উর্দুর বা উর্দু-ঘেঁষা হিন্দীর) ই জয়-জয়কার। ভারতের বাণিজ্য-জাহাজেও তাই! প্রতি বৎসর বোম্বাই ও কলিকাতায় তৈয়ারী বহু হিন্দী সবাক্ চিত্র সারা ভারতের শত শত নগরীতে ও গণ্ড-গ্রামে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া চলে, 'অছুত-কন্যা', 'চণ্ডীদাস', 'ভাবী', 'গৃহদাহ', 'ভরত-মিলাপ' ও 'রাম-রাজ্য', 'ঝূলা', 'বসন্ত' প্রভৃতির মত ফিল্ম্ আগ্রহের সঙ্গে হিন্দী-উর্দু-ভাষী বা হিন্দী-উর্দু-গ্রাহীদের মত, বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রীয়, সিন্ধী, নেপালী ও উড়িয়ারাও দেখিয়া থাকে, দক্ষিণ-ভারতের তেলুগুরা, এমনকি কন্নডিগ বা কানড়ী জাতির লোকেরা এবং তমিলেরাও দেখিয়া থাকে, এগুলির রস-গ্রহণ করে; এবং এই সব ফিল্মের হিন্দী গান, সমগ্র ভারতের নগরে গ্রামে ছেলে-ছোকরাদের মুখে গীত হইয়া থাকে।

ভারতের বাহিরে, যেমন বর্মায়, 'ভারতীয় ভাষা' বলিলে হিন্দীকেই বুঝে (রেঙ্গুনে একজন বর্মীকে হিন্দীতে বলিতে শুনিয়াছি—"জো কালা বাত সব কালা-লোগ বোল্‌তা হৈ, ওহী বোলো", অর্থাৎ "হিন্দীতে বলো",—বর্মীরা ভারতীয়দের 'কালা' বা 'ক'লা' বলে); এবং দ্রাবিড়-ভাষী দক্ষিণ-ভারতে উত্তর-ভারতের যে ভাষাটী সব-চেয়ে-বেশী লোকে বলিতে পারে, সেটী হইতেছে হিন্দী।

[৭] হিন্দী বা হিন্দুস্থানীর দুর্বলতা

ক্ষোভের বিষয়, হিন্দীর মত এত বড় একটা ভাষা দুইটী পরস্পর-বিরোধী সাহিত্যের রূপে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই দুইটী রূপের বর্ণমালা পৃথক্, ইহাদের উচ্চ কোটির বা উচ্চ ভাবের শব্দাবলী পৃথক্।

শুদ্ধ হিন্দীর ও উর্দূর ব্যাকরণও কিছু পরিমাণে জটিল। হিন্দী-ভাষার ঘর, সাধু-হিন্দী ও উর্দূ এই দুইয়ের বিরোধে যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; দুইয়ের মাঝখানে এক দুর্ভেদ্য পাঁচীল তুলিয়া দিয়া, হিন্দীর সংসারকে দুই টুকরা করা হইয়াছে। মৌখিক ভাষা খড়ী-বোলীর ব্যাকরণ, সাধু-হিন্দী ও উর্দূ উভয়েই আছে; ব্যাকরণ, এবং সাধারণ ঘর-চলতী শব্দগুলি ধরিলে, সাধু-হিন্দী ও উর্দূ এক; কিন্তু বর্ণমালা আলাহিদা, জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প কলা দর্শন ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ক উচ্চ কোটির শব্দও আলাহিদা। ফলে, একই ভাষার এই দুইটী বিভিন্ন রূপ আসিয়া যাওয়ায়, প্রায় সব বিষয়ে অত্যন্ত দুর্ভোগের মধ্যে সকলকে চলিতে হইতেছে, ঝগড়া-ঝঞ্ঝাট যথেষ্ট বাড়িতেছে—লোকের সময়, অর্থ, শক্তি, এবং চিত্ত-প্রসন্নতা, সবই নষ্ট হইতেছে।

যত নষ্টের মূল হইতেছে এই লিপি-বিভ্রাট। মুসলমান মনে করে, তাহার ফারসী বা আরবী বর্ণমালার দৌলতে, হিন্দুস্থানী 'উর্দূ'-পদ-বাচ্য হইয়া একটী 'ইস্‌লামীয় ভাষা' হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ভারতের দেশীয় লিপি দেবনাগরীতে লিখিলে, হিন্দুস্থানী হইয়া গেল হিন্দুর ভাষা, এ ভাষাকে সে নিজের ভাষা বলিবে না, এ ভাষা তাহার নিকট সম্মান বা আদর পাইবে না। হিন্দুও তাহার জাতীয় লিপি দেবনাগরী ত্যাগ করিবে না, বিশেষতঃ লিপি-হিসাবে তাহা যখন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গঠিত। উর্দূর আরবী লিপি আর হিন্দীর দেবনাগরী লিপি—এই দুইয়ের মধ্যে গঠন- ও রীতি-গত পার্থক্য এত বেশী যে, এই দুইয়ের মধ্যে কোনও প্রকার আপস বা সামঞ্জস্য সম্ভবপর নহে। এই দুই বিভিন্নধর্মী লিপির মধ্যে মিটমাট একেবারে অসাধ্য দেখিয়া, কংগ্রেস সঙ্কটে পড়িয়া ফতোয়া দিয়াছে—"ভারতবর্ষের রাষ্ট্র-ভাষা হইতেছে 'হিন্দুস্তানী (হিন্দুস্থানী)"—হিন্দুর সাধু-হিন্দীও নহে, মুসলমানের উর্দূও

নহে ; এবং "এই রাষ্ট্রভাষাকে ইচ্ছামত দেবনাগরী ও আরবী, এই দুই বর্ণমালার যে কোনটীতে লিখিতে পারা যাইবে।"

যদি একটী ভাষা রাখিতে হয়, তাহা হইলে তাহার লিপিও মাত্র একটীর বেশী হইলে চলিবে না। যখন উপস্থিত ক্ষেত্রে, আরবী বা ফারসী অর্থাৎ উর্দূ লিপি, এবং দেবনাগরী লিপি, এই দুইয়ের একটীকে-মাত্র, হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই গ্রহণ করিবে না, তখন এই রোগের একমাত্র প্রতীকার এই ভাবে করা যায়—এই দুইটীর বদলে অন্য তৃতীয় একটী বর্ণমালা (রোমান বা লাতীন বা পশ্চিম-ইউরোপীয় বর্ণমালা) আনিয়া বসানো। এই ব্যবস্থা প্রস্তাবিত হইতেছে, কেবল যে উর্দূ-দেবনাগরীর ঝগড়া মিটাইবার জন্য, তাহা নহে—রোমান বর্ণমালার নিজের কতকগুলি বিশেষ গুণ বিচার করিয়া, ইহার উপযোগিতার জন্যও বটে।

[৮] ভারতীয় (দেবনাগরী); আরবী-ফারসী (উর্দূ) এবং রোমান বর্ণমালার দোষ-গুণ

আরবেরা সিরীয়দিগের নিকট হইতে লিপি-বিদ্যা শিক্ষা করে। প্রাচীন আরবী লিপি 'কুফী' লিপি নামে পরিচিত—অলঙ্করণের জন্য এখনও ইহা কচিৎ আরবী, ফারসী ও উর্দূ লিখিতে ব্যবহৃত হয়। মূল আরবী লিপি নিতান্ত অপূর্ণ ছিল। কতকগুলি 'নোক্তা' বা বিন্দু লাগাইয়া পরে এই লিপিকে পূর্ণতর এবং চলন-সহী করিয়া লওয়া হয়। হ্রস্ব স্বর-ধ্বনিগুলি এই বর্ণমালায় নির্দিষ্ট হইত না ; পরে হ্রস্ব স্বরের জন্য, বিরাম বা হসন্তের জন্য, ব্যঞ্জন-ধ্বনির দ্বিত্বের জন্য, ও অন্য নানা ধ্বনি-নির্দেশের জন্য, কতকগুলি চিহ্নের উদ্ভব হয়। কুফী লিপির আকার

পরিবর্তিত হইয়া পরে 'নস্‌খ্‌' লিপিতে পরিণত হয় ; এই নস্‌খ্‌ লিপিতে আজকাল আরবী (এবং ক্বচিৎ ফারসী ও উর্দু) লিখিত ও মুদ্রিত হয় আরবী কুফী ও নস্‌খ্‌ লিপি আরবদের দ্বারা পারস্য-জয়ের পরে পারস্যে গৃহীত হয়। নস্‌খ্‌-কে আবার ঈষৎ পরিবর্তিত ধাঁজে লেখার ফলে 'নস্ত'লিক্‌' লিপির উদ্ভব হয় ; সাধারণতঃ ফারসী ও উর্দু এই নস্ত'লিক্‌ ধাঁজের আরবী লিপিতেই লিখিত হয়, এবং লিথোগ্রাফে অর্থাৎ পাথরের ছাপায় মুদ্রিত হয়।

আরবীতে ফারসীর কতকগুলি ধ্বনি মিলে না, সেই হেতু ফারসীর জন্য ব্যবহৃত আরবী লিপিতে ঐ-সব ধ্বনির প্রকাশের জন্য চারিটী নূতন অক্ষর জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় ভাষা হিন্দী যখন আরব্য-পারস্য বর্ণমালায় লেখা হইতে লাগিল, তখন হিন্দীর কতকগুলি ধ্বনি, যাহা আরবী ও ফারসীতে নাই, সেগুলির জন্য নূতন তিনটী অক্ষর ক্রমে গঠিত হইল। এই ভাবে মূল আরবীর ২৮টী + ফারসীর ৪টী + হিন্দীর ৩টী = ৩৫টী অক্ষর লইয়া উর্দু বর্ণমালা। ইহাতে মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলি, অল্পপ্রাণ বর্ণের পরে 'হ' যোগ করিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে—'খ = ক্‌হ, ঘ = গ্‌হ, ভ = ব্‌হ' ইত্যাদি রূপে। (সিন্ধীতে ব্যবহৃত ফারসী বর্ণমালায় কিন্তু মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলির জন্য পৃথক্‌ পৃথক্‌ অক্ষর গঠিত হইয়াছে ; সেই জন্য সিন্ধীর বর্ণ-সংখ্যা আরও বেশী।) কিন্তু এতগুলি বর্ণ থাকিলেও, ভারতীয় ভাষা হিন্দুস্থানীর জন্য এই বর্ণমালা নিতান্ত অনুপযোগী প্রমাণিত হইয়াছে। প্রথমতঃ—হ্রস্ব স্বরগুলির জন্য কতক-গুলি পৃথক্‌ চিহ্ন থাকিলেও, সেই চিহ্নগুলি সাধারণতঃ প্রযুক্ত হয় না ; যদি ইংরেজীতে band, bend, bond, bund-এর জন্য কেবল bnd লেখা হইত, কিংবা sold, solid. salad, slid, sullied-এর জন্য কেবল sld, তাহা হইলে এই অবস্থা উর্দুরই মত হইত। একটী, দুইটী

বা তিনটী বিন্দু হইতেছে কতকগুলি ব্যঞ্জন-ধ্বনির বিশিষ্ট রূপের প্রতীকের অর্থাৎ বর্ণের নির্দেশক ; যেমন, একটী ধনুষাকার চিহ্নের মাথায় একটী বিন্দু দিলে 'ন', দুইটী দিলে 'ত', তিনটী দিলে 'থ' বা 'স' হয় ; তলায় একটী বিন্দুতে 'ব', দুইটীতে 'য়', 'এ' বা 'ঈ', এবং তিনটীতে 'প' হয়। এইরূপ ব্যবস্থা চক্ষুর পক্ষে বিশেষ পীড়াদায়ক। দীর্ঘস্বরের ও সন্ধ্যক্ষরের মধ্যে 'এ, ঈ, ঐ' এবং ব্যঞ্জন 'য়', ও তদ্বৎ 'ও, ঊ, ঔ' এবং ব্যঞ্জন 'ব়' (= v, w), এগুলির পার্থক্য প্রদর্শিত হয় না। আবার সংযুক্ত অক্ষরের জটিলতাও আছে, একই অক্ষরের কতকগুলি ক্ষেত্রে তিনটী করিয়া বিভিন্ন আকার আছে। আরবী লিপি ডাহিন হইতে বাঁয়ে লেখা হয়, কিন্তু আরবীতে ব্যবহৃত (ভারতবর্ষ হইতে প্রাপ্ত) সংখ্যাচিহ্নগুলি বাম হইতে ডাহিনে চলে ; ইহা একটী বড় অসুবিধা। ইউরোপীয় লিপির সঙ্গে, ইউরোপীয় সঙ্গীতের স্বর-লিপির সঙ্গে, ইউরোপীয় গণিতের সঙ্গে, এই লিপির মিল নাই। এই-সব বিশিষ্টতা থাকার দরুন, আরবী ভাষার বাহিরে কোনও আর্য্য শ্রেণীর বা অন্য শ্রেণীর ভাষার লিখন, আরবী বা উর্দূ বর্ণমালার পক্ষে সুষ্ঠু ব্যাপার নহে। আরবী ও ফারসী লিপি দেখিতে সুন্দর—ভাস্কর্য্যানুকারী, দৃঢ়, সবল ও সরল রেখার কুফী লিপি, তাল-লয়ময় নস্‌খ্ লিপি, নৃত্য-হিল্লোলময় নস্ত'লিক্ লিপি, calligraphy অর্থাৎ সুন্দর লিখনের অত্যন্ত মনোহর নিদর্শন। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে—ভাষা ভাল করিয়া না জানিলে, এই লিপি শুদ্ধ-ভাবে দ্রুত পাঠ করা কঠিন হয়, সঙ্গতি দেখিয়া তবে 'ক্ল্' কে 'কল' পড়িব, কি 'কুল' পড়িব, অথবা 'কিল' পড়িব, তাহা বুঝিতে হয়। আরবী বা উর্দূ লিপির লিখনের ধাঁজটা অনেকটা ইংরেজী short-hand শর্ট-হাণ্ড বা সংক্ষিপ্ত লিপির মত ; অনেক সময়ে ইহার পাঠোদ্ধার কঠিন হইয়া উঠে—বিশেষতঃ তাড়াতাড়ি লিখিবার জন্য,

'শিকস্তা' অর্থাৎ 'ভাঙ্গটা' নামে যে পাকা হাতের লেখার রীতি আছে, তাহাতে লেখা হইলে। বর্ণগুলির বিন্দু, এবং সংযুক্ত-বর্ণে ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত রূপগুলি, দৃষ্টি-শক্তির হানি-কারক। এই বর্ণমালা বিদেশ হইতে আগত, এবং মাত্র ৩৫০।৪০০ বৎসর ধরিয়া একটী ভারতীয় ভাষায় অংশতঃ ইহার প্রয়োগ চলিতেছে। ভারতের সংখ্যা-ভূয়িষ্ঠ হিন্দুদের এই লিপির সম্বন্ধে প্রীতি বা উৎসাহ হইতে পারে না। উর্দু, সিন্ধী ও কাশ্মীরী ছাড়া, অন্য সমস্ত ভারতীয় ভাষা যে-সকল ভারতীয় মুসলমানের মাতৃভাষা, তাহারাও সাধারণতঃ এই লিপি জানে না, বা মাতৃভাষার জন্য ব্যবহার করে না। পাঞ্জাব ও সংযুক্ত-প্রদেশের হিন্দুরা বিগত কয়েক দশকের মধ্যে খুব বেশী করিয়া নিজেদের মধ্যে দেবনাগরীর পুনঃপ্রচলন আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ভারতের যে-সব মুসলমান উর্দু লিপি ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে অবশ্যই ইহার প্রতিষ্ঠা ও প্রচলনের অন্তরায় যাহাতে না ঘটে তাহা দেখিতে হইবে; কিন্তু সমগ্র ভারতীয় জনগণের ঘাড়ের উপরে এই লিপি চালাইয়া দিবার চেষ্টার পক্ষে কোনও ন্যায় বা যুক্তি নাই। আর এ কথাও আমাদের স্মরণ করা উচিত যে, সম্প্রতি মুসলমান-ধর্মাবলম্বী, বিশেষ প্রগতি-শীল তুর্কী জাতির লোকেরা, এই আরবী লিপিকে বর্জন করিয়া পরিবর্তে রোমান লিপি লইয়াছে; ঈরানেও আরবী-লিপি-বর্জনের অনুকূলে আলোচনা ও আন্দোলন চলিতেছে।

ভারতের প্রায় চল্লিশ কোটি লোকের মধ্যে, খুব বেশী করিয়া ধরিলেও ৩ কোটির বেশী লোক আরবী-ফারসী বা উর্দু লিপির সঙ্গে পরিচিত নহে; ভারতীয় লিপিগুলির মধ্যে সব চেয়ে বেশী প্রচলিত যেটী, সেই দেবনাগরী লিপি, ১৪ কোটির বেশী লোকের সাধারণ লিপি। ৫॥০ কোটি বাঙ্গালী ও অসমীয়া, ১ কোটি ১০ লাখের

উপর উড়িয়া, এবং তেলুগু-কানড়ী-তুলু-তমিল্-মালয়ালম্-ভাষী ৬॥০ কোটি দ্রাবিড়-জাতীয় লোক, এবং পাঞ্জাবে ও অন্যত্র গুরুমুখী-লিপি-ব্যবহারকারী ৪৩ লাখ শিখ—ইহাদের মধ্যে যে-সব লিপি ব্যবহৃত হয়, সে লিপিগুলিকে (বাঙ্গালা-আসামী, উড়িয়া, তেলুগু-কানড়ী, গ্রন্থ-তমিল্-মালয়ালী, এবং গুরুমুখীকে) দেবনাগরীরই রূপভেদ বলা যায়। এতদ্ভিন্ন ১৯৩১ সালের লোক গণনায় যে হিন্দুদের সংখ্যা ২৪ কোটি ছিল, তাহাদের পবিত্র ভাষা বা শাস্ত্রের ভাষা সংস্কৃতের সর্বজন-গ্রাহ্য নিখিল-ভারতীয় লিপি হইতেছে দেবনাগরী। দেবনাগরীর স্বপক্ষে এই বিষয়গুলির গুরুত্ব বিচার করিয়া দেখিবার : [১] ভারতে সর্বাপেক্ষা অধিক জনসংখ্যার মধ্যে এখন দেবনাগরীই সমধিক প্রচলিত ; [২] ভারতীয় লিপির এই প্রধান, প্রতিনিধি-স্থানীয় লিপি দেবনাগরীর বর্ণগুলির অবস্থান, বৈজ্ঞানিক রীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত—ধ্বনি-তত্ত্বের বিশ্লেষণ মতে ইহার বর্ণগুলি সাজানো হইয়াছে, এবং এই হিসাবে ভারতীয় লিপি পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র বৈজ্ঞানিক রীতিতে গঠিত বর্ণমালা ; [৩] ইহা ভারতের নিজস্ব লিপি, বিশেষভাবে ভারতের সংস্কৃতির প্রকাশক—ইহার উৎপত্তি প্রাগৈতিহাসিক যুগের, খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ বর্ষ-সহস্রকের মোহেন্-জো-দড়ো ও হড়প্পার লিপিতে, ইহার প্রাচীন রূপ প্রায় আড়াই তিন হাজার বৎসর পূর্বে সংস্কৃত ও আর্য্য ভাষার জন্য গৃহীত হয়, এবং ইহার আর এক প্রাচীন রূপ 'ব্রাহ্মী', খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকের পূর্বেই এক হিসাবে নিখিল-ভারতের লিপি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ; [৪] ইহা একটী সম্পূর্ণাঙ্গ বর্ণমালা—ভাষার প্রত্যেক স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনির জন্য ইহাতে পৃথক্ বর্ণ আছে।

কিন্তু ইহার নানা গুণ থাকা সত্ত্বেও, দেবনাগরীর কতকগুলি দোষ বা অবগুণও আছে। দেবনাগরী (বা ভারতীয়) লিপির প্রতিষ্ঠা হইতেছে

সূক্ষ্ম ধ্বনি-বিশ্লেষণের উপরে, কিন্তু প্রয়োগে ইহা দাঁড়াইয়া গিয়াছে অক্ষরাত্মক,—রোমান লিপির মত কেবল একমাত্র ধ্বনির প্রকাশক বর্ণের আধারে গঠিত লিপি ইহাকে বলা চলে না। কারণ, দেবনাগরীর মত ভারতীয় লিপিতে, লিখিত শব্দের অখণ্ড অংশ হইতেছে, এক বা একাধিক ব্যঞ্জনের সহিত সংযুক্ত স্বর-ধ্বনি মিলিয়া সৃষ্ট একটী করিয়া syllable বা **অক্ষর**,—একটীমাত্র ধ্বনির নির্দেশক স্বর বা ব্যঞ্জন **বর্ণ** নহে। যেমন 'প্রীত্যর্থে' এই বানানের মধ্যে তিনটী অক্ষর পাই—'প্রী', 'ত্য', 'র্থে'; এই তিনটী অক্ষর, ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জন ও স্বরের সমবায়ে গঠিত। এক একটী ধ্বনির নির্দেশক পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ, এইরূপ একটী অক্ষরে মিশিয়া অঙ্গাঙ্গী জড়িত ভাবে বা গুপ্ত ভাবে অবস্থান করিতেছে; রোমান লিপিতে ইহার প্রতিরূপ pri'tyarthe-তে আমরা বিভিন্ন ধ্বনির প্রতীকগুলিকে অবিমিশ্র-ভাবে, পৃথক্ পৃথক্ পাই—p-r-i'-t-y-a-r-th-e। তদ্ভিন্ন, ভারতীয় লিপিতে স্বর-ধ্বনির জন্য যে বর্ণগুলি বিদ্যমান, সেগুলির দুইটী করিয়া (কচিৎ দুইয়েরও অধিক করিয়া) রূপ বা আকার আছে—শব্দের আদিতে থাকিলে একপ্রকার রূপ, শব্দের মধ্যে বা অন্তে থাকিলে অন্যপ্রকার রূপ (যেমন 'উ—ু')। দুইটী বা তাহার অধিক ব্যঞ্জন-ধ্বনি পরে পরে আসিলে, এই বর্ণমালায় সে দুইটীর বর্ণ মিলিত হইয়া একটী 'সংযুক্ত-বর্ণ' গঠন করে; বহুশঃ এইরূপ সংযুক্ত-বর্ণে, মূল বর্ণের সংক্ষিপ্ত বা ভগ্ন রূপ দেখা যায়; কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে, দুই বর্ণের সংযোগের ফলে একটী সম্পূর্ণ নূতন বর্ণ গঠিত হয়—যেমন বাঙ্গালায় 'জ্ + ঞ = জ্ঞ, ক্ + ষ = ক্ষ, হ্ + ম = হ্ম, ব্ + ধ = ব্ধ' ইত্যাদি। এই-সব সংযুক্ত-বর্ণ আয়ত্ত করা শিক্ষার্থীদের পক্ষে বেশ কষ্টকর হইয়া থাকে। দেবনাগরী (ও অনুরূপ প্রায় তাবৎ ভারতীয় বর্ণমালাগুলির) ৫০টী বর্ণ (১৬টী স্বর ও ৩৪টী ব্যঞ্জন) মিলিত

হইয়া ৭।৮ শত সংযুক্ত-বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছে,—ছাপাইবার কাজে এগুলির জন্য অন্যূন ৪৫০টী বিভিন্ন type বা হরফের দরকার হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন, বর্ণগুলির রূপ বা আকার বেশ একটু জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, রোমান লিপির সঙ্গে তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে—যেমন ল, ল = l; ক, ক = k; च, চ = c; ज, জ = j; ह, হ = h; इ, ই = i; এবং দেবনাগরী তাড়াতাড়ি লেখাও সহজ নহে—যদিও দেবনাগরী বর্ণমালার অলঙ্কার-বিরল ভাস্কর্য্যের বা মূর্তি-শিল্পের মত একটা গম্ভীর সৌন্দর্য্য আছে।

দেবনাগরীর সঙ্গে তুলনা করিলে, রোমান লিপির শুদ্ধ-ধ্বনি-নির্দেশক বর্ণের একক অবস্থান রূপ প্রকৃতি এবং প্রয়োগকে রোমান লিপির একটী বিশিষ্ট গুণ বলিতেই হইবে; এবং রোমান লিপির বর্ণগুলির সরলতর রূপও ইহার পক্ষে। রোমান লিপিতে দুই বর্ণ মিলাইয়া নূতন সংযুক্ত বর্ণ গড়িয়া তুলিবার রীতি সাধারণ নহে (এক x, এবং æ, œ, ff, ffl ছাড়া)—সংক্ষিপ্ত বা ভগ্ন আকারে বর্ণগুলি ব্যবহৃত হয় না, স্বরবর্ণগুলি ব্যঞ্জনের অঙ্গে লুকাইয়া থাকে না অথবা ব্যঞ্জনের পাশে, মাথায় বা পায়ের তলায় ছদ্মবেশে অবস্থান করে না, স্বরবর্ণগুলি ও প্রত্যেক ব্যঞ্জনবর্ণটী সর্বত্রই পূর্ণ রূপে, অবিকৃত ভাবে, নিজ মহিমায় বিদ্যমান থাকে। **ভারতীয় বর্ণমালার বিজ্ঞানানু-মোদিত ক্রমে সাজাইয়া লইয়া, সরল আকারের রোমান বর্ণগুলি যদি ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে, মনে হয়, উপস্থিত অবস্থায় আমরা একটী সম্পূর্ণাঙ্গ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণমালা গড়িয়া লইতে পারিব।** আর এ কথাও আমাদের মনে রাখা উচিত যে, রোমান বর্ণমালা পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যার

জনগণের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে—রোমান লিপির পাঠক ও লেখক পাঁচটী মহাদেশ জুড়িয়া সর্বত্র বিদ্যমান।

রোমান লিপির আলোচনায়, ইংরেজীতে ইহার যে অবৈজ্ঞানিক বর্ণবিন্যাস-পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহার কথা ভাবিলে চলিবে না। রোমান বর্ণমালার প্রাচীন লাতীন ভাষায় যে উচ্চারণ ছিল, প্রত্যেক বর্ণের একটী-মাত্র নির্দিষ্ট উচ্চারণ (এই ধারা অনেকটা লাতীনের কন্যা ইতালীয় ভাষায় অক্ষুণ্ণ আছে), তাহাই ধরিতে হইবে। ইংরেজীর নিতান্ত জটিল এবং নিয়ম-বহির্ভূত বানান রোমান বর্ণমালার গুণাবলীকে অনেকটা ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

রোমান অক্ষর ভারতীয় ভাষায় ব্যাপক-ভাবে ব্যবহার করিতে হইলে, সমস্ত ভারতীয় ধ্বনির জন্য রোমান বর্ণমালাতে আরও নূতন কতকগুলি বর্ণ জুড়িয়া, ইহাকে একটু বাড়াইয়া লওয়া দরকার হইবে। সাধারণতঃ, প্রচলিত কয়েকটী রোমান বর্ণের পায়ে বিন্দু, মাথায় মাত্রা ও অন্য চিহ্ন দিয়া, বিশেষ বিশেষ কতকগুলি নূতন বর্ণ বানাইয়া লইয়া ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এই বিন্দু- ও মাত্রাদি-যুক্ত নূতন রোমান বর্ণ ব্যবহারে কতকগুলি অসুবিধা ঘটে। সব ছাপাখানায় এই-সব বিশেষ বর্ণ পাওয়া যায় না। বিন্দু ও মাত্রা প্রভৃতি চক্ষুর পক্ষে পীড়াদায়ক, অনেক সময়ে এগুলি ভাঙ্গিয়াও যায়। এই জন্য আমি প্রস্তাব করি যে—পৃথক্ ভাবে লিখিত বা মুদ্রিত কতকগুলি বিশেষ বিশেষ 'সূচক চিহ্ন', প্রচলিত বর্ণের পাশে বসাইয়া, মূল বর্ণটী ও সূচক-চিহ্ন উভয়কে মিলাইয়া নূতন বর্ণ বানাইতে পারা যায়; তাহাতে সহজেই প্রচলিত অক্ষরের ও সর্বত্র প্রাপ্তব্য কয়েকটী সূচক-চিহ্নের সাহায্যে ভারতীয় বর্ণমালার তাবৎ বর্ণের রোমান প্রতিবর্ণ পাওয়া যাইবে,—নূতন হরফের জন্য চিন্তিত হইতে হইবে না। এইরূপে নূতন গঠিত Indo-Roman

বা 'ভারত-রোমক' বর্ণমালার বর্ণগুলি ভারতীয় (সংস্কৃত) বর্ণমালার মত করিয়া সাজানো হইবে, বর্ণগুলির নাম থাকিবে দেশী বা ভারতীয় নাম (যেমন k-কে বলিব 'ক', ইংরেজীর মত kay 'কে' নহে ; g-কে বলিব 'গ', jee 'জী' নহে ; h-কে 'হ', aitch 'এইচ্' নহে ; w-কে 'ব়', double-yoo 'ডব্ল-য়ু' নহে ; kh-কে বলিব 'ক-য়ে হ বা প্রাণ খ', 'কে-এইচ্' নহে ; n-কে বলিব 'ন' বা 'দন্ত্য-ন', 'এন্' নহে ; n'-কে বলিব 'টিকিওয়ালা মূর্ধন্য-ণ', s'-কে 'কাঁধে-বাড়ি তালব্য-শ', s'-কে টিকিওয়ালা মূর্ধন্য-ষ', s-কে 'দন্ত্য-স', a'-কে 'দীর্ঘ-আ' ; pa'n,c-কে পড়িব 'প-য়ে (দীর্ঘ) আ-কার, অনুনাসিক ন, আর চ, মিলিয়া পাঁচ' ; ইত্যাদি ইত্যাদি)। দেবনাগরী (ও বাঙ্গালা প্রভৃতি) ভারতীয় বর্ণমালার প্রতি-বর্ণ, নব প্রস্তাবিত ভারত-রোমক বর্ণমালায় এই ভাবে হইতে পারে—

'অ আ, ই ঈ, উ ঊ, ঋ ৠ, ঌ, এ ঐ, ও ঔ' যথাক্রমে = a a', i i', u u', r· r', l·, e ai, o au ; অং অঃ = am·, ah· ; অঁ = an' আঁ = an', ;

'ক খ গ ঘ ঙ' = k kh g gh n· ;

'চ ছ জ ঝ ঞ' = c ch j jh n' ;

'ট ঠ ড ঢ ণ' = t' t'h d' d'h n' ; 'ড় ঢ়' = r' r'h ;

'ত থ দ ধ ন' = t th d dh n ;

'প ফ ব ভ ম' = p ph b bh m ;

'য (= য়) র ল ব (= ব়)' = y r l w (v) ;

'শ ষ স হ' = s' s' s h ;

বাঙ্গালা 'অন্তঃস্থ-য' = j' ; বৈদিক মূর্ধন্য-ল = l'।

এতদ্ভিন্ন, উর্দূ বর্ণমালার বর্ণগুলি এই ভাবে লিখিতে পারা যাইবে :—

?(= অলিফ্, হমজ়া) ; b, p, t, t', s· ; j, c h†, kh· বা x ; d,

z˙. ; r, ṛ', z, z′ ; s, s″ ; s), z), t), z˙) ; †, gh˙ f, q ; k, g ; l ; m ; n ; w (v) ; h ; y ;

এবং আরবীর বিশুদ্ধ উচ্চারণ ধরিয়া আরবী বর্ণমালার হরফগুলির প্রতিরূপ এই প্রকার হইবে—

? ; b, t, th˙ ; j বা g″, h†, x বা kh˙ ; d dh˙ ; r, z ; s, s′ ; s), d), t), dh˙) ; †, gh˙ ; f, q ; k ; l ; m ; n ; w ; h ; y।

কোল (সাঁওতালী প্রভৃতি) ভাষার কতকগুলি বিশিষ্ট ব্যঞ্জন-ধ্বনি এই ভাবে প্রদর্শিত হইবে—k,, c,, t,, p, ; এবং তমিল ও অন্য (প্রাচীন) দ্রাবিড় ভাষার কতকগুলি অক্ষরের জন্য—z' ; ṙ,, n, h,˙.

এই ভারত-রোমক বর্ণমালায় capital letters বা বড় হাতের অক্ষর লিখিত বা মুদ্রিত হইবে না—কেবল নামের পূর্বে একটী * তারকা-চিহ্ন বসিবে। এই ভাবে, প্রচলিত ২৬টী রোমান বর্ণ ও গুটি আট-নয় সূচক-চিহ্ন (স্বরের দীর্ঘত্বের ও তালব্য ধ্বনির জন্য [´], সাঁওতালী প্রভৃতির 'নিপীড়িত' ব্যঞ্জন-ধ্বনির জন্য [ˎ], মূর্ধন্য ধ্বনির জন্য ['], কতকগুলি বিশেষ ধ্বনির জন্য [˙] ও [‘], এবং আরবীর 'মুত্বক্' অর্থাৎ 'কণ্ঠীকৃত' কতকগুলি ব্যঞ্জন-ধ্বনির জন্য [)], আরবীর ‘'অয়্ন্'-এর জন্য [†], অনুনাসিকের জন্য [n,] (n-এর পায়ের তলায় দাঁড়ী), ও এতদ্ভিন্ন ব্যক্তি- ও স্থান-বাচক নামের পূর্বে [*]), এবং সংখ্যা বাচক চিহ্ন, ছেদ-চিহ্ন ইত্যাদি, সাকল্যে অনধিক ৫০টী বর্ণের সাহায্যে সব কাজ চলিবে। ইটালিক ছাঁদের অক্ষর অধিকন্তু হইলে, ১০০টীর বেশী পৃথক্ হরফ লাগিবে না।

প্রস্তাবিত ভারত-রোমক বর্ণমালা সম্বন্ধে বিচার ও ইহার প্রয়োগের নমুনা [খ] পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে।

যদি আমরা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া নিজেদের তাগিদে এই নূতন

লিপি গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমাদের জাতীয় আত্মসম্মানে আঘাত লাগিবার কারণ থাকিবে না। ইউরোপে প্রায় সর্বত্র গৃহীত metric system বা দশমিক গণনা, ইউরোপীয় ঘড়ি ও অন্যান্য যন্ত্র, খ্রীষ্টাব্দ ও ইউরোপীয় মাস ধরিয়া কাল-নির্দেশ প্রভৃতি বহু স্থবিধা-জনক ব্যাপারের মত, রোমক লিপিও আমরা সহজে গ্রহণ করিতে পারিব। প্রস্তাবিত ভারত-রোমক লিপিতে আমাদের ভারতীয় বর্ণমালার বৈজ্ঞানিক ক্রমটী বজায় রাখিব ; কেবল সরলতর আকারের রোমান বর্ণগুলি লইব—যে বর্ণগুলির প্রচলন এখন পৃথিবীতে সব-চেয়ে বেশী। এইরূপ সরল, সহজ ও স্বল্প-সংখ্যক বর্ণের সমষ্টিতে গঠিত এই বর্ণমালার সাহায্যে, দেশের মধ্যে বর্ণজ্ঞান-বিস্তারে ও ছাপার কাজে কত যে স্থবিধা হইবে তাহা অনুমেয় (প্রায় ৫০০ হরফের স্থানে ৫০টী হরফে চলিবে) ; এবং ইহার দ্বারা দেবনাগরী-উর্দূর ঝগড়া চিরতরে মিটিয়া যাইবে। এই-সকল কথা বিচার করিয়া, রোমান লিপি (ইন্দো-রোমান বা ভারত-রোমক লিপি) পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বস্তু।

ভারতীয় সেনাদলে ইংরেজীর পরেই রোমান লিপিতে লেখা হিন্দুস্থানীর (উর্দূর) প্রচলন আছে। অল-ইণ্ডিয়া-রেডিও ('নিখিল-ভারত আকাশ-বাণী') হইতে প্রচারিত The Indian Listener নামে ইংরেজী অনুষ্ঠান-পত্রেও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার গান প্রভৃতির আদ্য ছত্র, নিয়মিত-ভাবে রোমান লিপিতেই মুদ্রিত হয়।

উপস্থিত অবস্থায়, আন্তঃপ্রাদেশিক মিলনের জন্য ও কাজ-কর্মের জন্য যে হিন্দী (হিন্দুস্থানী) ব্যবহার হইয়া থাকে, কেবল তাহারই জন্য রোমান লিপি (ভারত-রোমক লিপি) প্রযুক্ত হইতে পারে ; এই হিন্দীর ব্যাকরণ, প্রচলিত শুদ্ধ হিন্দী বা উর্দূর ব্যাকরণের চেয়ে সরল হইবে, ভারত-রোমক লিপিতে এই সহজ ব্যাকরণের হিন্দীই প্রথমটায় লেখা

যাইতে ও মুদ্রিত হইতে পারে। রোমান লিপির সহায়তায় ভারতের মধ্যের ও ভারতের বাহিরের লোকেদের পক্ষে এই হিন্দী শেখা আরও সহজ হইবে। শুদ্ধ, সাধু হিন্দী ও উর্দু ভাষাদ্বয় এখনকার মত দেবনাগরী ও উর্দু অক্ষরেই লেখা চলিবে, এবং এই প্রকারের শুদ্ধ দেবনাগরী হিন্দী ও ফারসী অক্ষরের মুসলমানী উর্দু, আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা না হইয়া কেবল প্রাদেশিক বা সাম্প্রদায়িক ভাষা হইয়াই থাকিবে।

একটা বড় কথা মনে রাখিবার। রোমান লিপি বিদেশী বলিয়া এবং ইহার প্রকৃতির সঙ্গে সাধারণতঃ লোকের পরিচয় নাই বলিয়া, ইহার সম্বন্ধে জন-সাধারণের মনোভাব (প্রথমটায় অন্ততঃ) নিতান্ত বিরূপ হইবারই সম্ভাবনা আছে। যতদিন আমরা ইংরেজদের অধীনে থাকিব, ততদিন রোমান অক্ষর ইংরেজের ব্যবহৃত অক্ষর বলিয়া ইহা গ্রহণ করিতে স্বরাজ্য-কামী ভারত-সন্তানের ঘোরতর আপত্তি থাকাই সম্ভব। যতদিন না রোমান লিপি গৃহীত হয়, ততদিন ভারতের লিপি-বিষয়ক ঐক্য একমাত্র দেবনাগরীর দ্বারাই হইতে পারে। উর্দু-ব্যবহারকারী মুসলমান এবং সিন্ধী ও কাশ্মীরী মুসলমান ছাড়া, ভারতের আর সকলকে দেবনাগরী গ্রহণ করানো তত কঠিন হইবে না। তবে বর্তমান লেখকের বিশ্বাস, রোমান লিপি ভারতে আসিবেই ; এবং রোমান লিপির গ্রহণ একদিনে হইবে না, অন্ততঃ দুই পুরুষ ধরিয়া পাশাপাশি ভারতীয় লিপি এবং রোমান লিপি চলিবে ; পরে, রোমান লিপির আপেক্ষিক সুবিধা বুঝিয়া, লোকে স্বেচ্ছায় ইহাকে গ্রহণ করিবে।

[৯] উচ্চ কোটির শব্দাবলী—সংস্কৃত, না আরবী-ফারসী ?

পূর্বেই বলা হইয়াছে, আজকাল ভারতবর্ষের প্রায় তাবৎ ভাষাই হইতেছে পরবশ বা পরাশ্রয়ী ভাষা, আত্মবশ বা আত্মকেন্দ্রী ভাষা নহে ;

এগুলি অন্য ভাষা হইতে শব্দ ধার করিয়া ব্যবহার করে, নিজের শক্তিতে ততটা আর শব্দ গড়িয়া ব্যবহার করে না, বা করিতে পারে না। যে ভাষার আশ্রয়ে ভারতীয় আধুনিক ভাষাগুলি রহিয়াছে তাহার বিচার করিলে, এগুলিকে দুইটী শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: [১] সংস্কৃতাশ্রয়ী ভাষা—উচ্চ ভাবের শব্দ এগুলিতে সংস্কৃত হইতেই লওয়া হয়, এবং আবশ্যক হইলে সংস্কৃত ধাতু ও প্রত্যয়ের সাহায্যে নূতন শব্দ গঠিত করিয়া এগুলিতে ব্যবহার করা হয়; যথা—বাঙ্গালা, আসামী, উড়িয়া, সাধু বা নাগরী হিন্দী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী (গুরুমুখী), নেপালী, মারাঠী; এবং এতদ্ভিন্ন প্রায় তাবৎ আর্য্য প্রাদেশিক ভাষা, যেগুলির সাহিত্যিক পুনর্জীবন ঘটিতেছে—যেমন মৈথিলী, ভোজপুরী, রাজস্থানী, কোঙ্কণী; তদুপরি হিন্দু কাশ্মীরী, হিন্দু সিন্ধী; এবং দক্ষিণের চারিটী প্রমুখ দ্রাবিড় ভাষা—তেলুগু, কানড়ী, তমিল্, মালয়ালম্ (তেলুগু ও কানড়ী এবং মালয়ালম্, সংস্কৃত শব্দে ভরপূর; তমিলে শুদ্ধ দ্রাবিড় ধাতু ও শব্দ অনেক আছে, সাধারণতঃ এগুলি ব্যবহৃতও হয়, কিন্তু তমিলেরও সংস্কৃত না হইলে চলে না); [২] আরবী ও ফারসীর আশ্রিত ভাষা—উর্দূ, সিন্ধী; কাশ্মীরী; ও ঈরানী-গোষ্ঠীর দুইটী ভাষা—পষ্‌তো ও বলোচী।

সাধু-হিন্দীতে, খড়ী-বোলীর দ্বারা আত্মসাৎ করা হইয়াছে এমন বহু বহু শত—এমন কি, কয়েক সহস্র—নানা ভাবের আরবী-ফারসী শব্দ রীতি-মত ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কোনও কোনও প্রান্তীয় সংস্কৃতজ্ঞ হিন্দী লেখক, বেশী করিয়া সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিলেও, হিন্দী বা খড়ী-বোলী যাহাদের সত্যকার মাতৃভাষা, 'পছাহাঁ' অর্থাৎ পশ্চিম সংযুক্ত-প্রদেশ ও পূর্ব-পাঞ্জাবের এমন লেখকেরা ভাষায় আগত ও স্থান-প্রাপ্ত সর্বজন-বোধ্য আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারে ইতস্ততঃ করেন না। উর্দূ কিন্তু এখনও সংস্কৃত শব্দ তেমন দিল-খোলা ভাবে লইতে

অভ্যস্ত হয় নাই—সেই যে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া উর্দূ হইতে সংস্কৃত ও হিন্দী শব্দ বহিষ্কারের বা বিতাড়নের অপচেষ্টা চলিয়াছিল, তাহা হইতে এই ভাষা এখনও মুক্ত হয় নাই—দুই-দশটা ছাড়া সংস্কৃত শব্দ এখনকার উর্দূতে অচল বলিলেই হয়; উর্দূ ভাষা ভারতের ভাষা হইলেও, ইহার লেখকেরা এমন ভাব দেখান, যেন সংস্কৃতের অস্তিত্বই তাঁহারা জানেন না। অথচ পৃথিবীতে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট সাহিত্য, যাহা হইতে সভ্য মানুষ এখনও সর্বশ্রেষ্ঠ মানসিক চিন্তার, আধ্যাত্মিক অনুভূতির, ও রসোপলব্ধির আনন্দের অধিকারী হইয়া থাকে, তাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল যে তিনটী প্রাচীন ভাষায়—সংস্কৃতে, চীনাতে ও গ্রীকে—সংস্কৃত সেই তিনটির মধ্যে অন্যতম; সংস্কৃতের সাহিত্য, ভারতের, এশিয়ার, এবং সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এক গৌরবময় বস্তু। যে ভাষা সংস্কৃতকে অস্বীকার করিয়া বা উড়াইয়া দিয়া, উচ্চ মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির প্রায় তাবৎ শব্দের জন্য বিদেশের ভাষা ফারসী ও আরবীর দ্বারস্থ হয়, সারা ভারতের লোকেদের দ্বারা সেরূপ ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্র-ভাষা বলিয়া গ্রহণ করানো অসম্ভব ব্যাপার হইবে। সংস্কৃতের অনুরাগী ভারত-সন্তান জিজ্ঞাসা করিতে পারে, তিরিশ শতাব্দী ধরিয়া সংস্কৃতের ও প্রাকৃতের এবং আধুনিক ভাষার প্রগতির ফল কি এরূপ ভাষা—

কভী, অয় মুন্তজ়র্-এ-হকীকৎ! নজ়র্ আ, লিবাস্-এ-মিজজ়া-মেঁ।

অথবা—

তেরে দীদার্-কা মুশ্তাক্ হৈ নর্গিস্ ব-চশ্ম্-এ-বা,
তেরী তারীফ্-সে রত্ব্-উল্-লিসাঁ সোসন্ জ়বাঁ হো-কর।

—যাহা ভারতের চিন্তাধারার সহিত, শব্দাবলীর সহিত, সংস্কৃতির সহিত

কোনও সংযোগ রাখে না, এবং যাহা ভারতের পাঁচ ভাগের চারি ভাগ লোকে বুঝিবে না ?

হিন্দী-উর্দু'র শব্দ-সংক্রান্ত বিবাদের মিটমাটের জন্য এই প্রস্তাবগুলি সকলেরই পক্ষে মানিয়া লইতে বাধা হওয়া উচিত নয় : [১] নূতন শব্দের আবশ্যকতা ঘটিলে, যতদূর সম্ভব শুদ্ধ হিন্দী (যাহার আধারে উর্দু'রও প্রতিষ্ঠা) অর্থাৎ প্রাকৃত-জ শব্দের এবং ধাতু ও প্রত্যয়ের সাহায্যে গঠন করিয়া লও ; [২] সাধারণ বা বিশেষ অর্থের যে-সব বিদেশী শব্দ (আরবী ও ফারসী, এবং কিছু পরিমাণে ইউরোপীয়) ভারতীয় হিন্দী ভাষায় নিজ স্থান করিয়া লইয়াছে, সকলেই যে-সব শব্দ বুঝে ও ব্যবহার করে—এরূপ শব্দের সংখ্যা প্রায় ৪।৫ হাজার হইবে—এগুলির সংস্কৃত অথবা শুদ্ধ হিন্দী প্রতিশব্দ ভাষাতে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, এগুলিকে বর্জন করিও না ; এই প্রকার শব্দের সর্বজন-বোধ্যত্বের প্রমাণ ইহা হইতে মিলিবে যে কবীর প্রমুখ প্রাচীন হিন্দী লেখকেরা এবং প্রেমচন্দ প্রমুখ উর্দু-জানা আধুনিক হিন্দীর শ্রেষ্ঠ লেখকেরা এগুলি নিজ নিজ রচনায় ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন ; [৩] অনাবশ্যক-ভাবে বাহিরের কোনও ভাষা হইতে শব্দ ধার করিতে যাইও না ।

উপরের প্রস্তাবের কার্য্যকারিতার বা প্রযোজনার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কতকগুলি শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। উত্তর-ভারতের অশিক্ষিত জন-সাধারণ, হিন্দুস্থানী ভাষা ব্যবহার কালে প্রচলিত হিন্দী (শুদ্ধ হিন্দী ও ভাষায় স্থান-প্রাপ্ত বিদেশী) শব্দের সাহায্যে অনেকগুলি উপযোগী নূতন শব্দ বা সমস্ত-পদ গঠন করিয়া লইয়াছে, এগুলির অনেকগুলিই রাষ্ট্র-ভাষা হিন্দীতে গ্রহণ-যোগ্য। যেমন, 'ঠণ্ডা-তার, গরম-তার (=positive, negative wire, ধনমূলক ও ঋণমূলক বৈদ্যুতিক তার), সেরা-দল, বিজলী-বত্তী, হাথ-ঘড়ী, পা-গাড়ী, বালক-চর (= boy

scout), দেশ-সেবক, গরমী-নাপ (=তাপমান যন্ত্র), জবাবী-চঢ়াঈ (counter attack অর্থে), কিসান-সঙ্ঘ, বে-তার, চিঁড়িয়া-খানা, তেজী-মন্দী, জঙ্গী-লাট, হবাঈ-জহাজ় (=হাওয়াই জাহাজ), আগ-বোট (=ষ্টীমার, বোম্বাই-অঞ্চলে), জহাজ়ী বেড়া (convoy অর্থে), মন-মাঙ্গা বা মন-চাহা (=ঈপ্সিত, প্রার্থিত), বিদেশ-মন্ত্রী (= পররাষ্ট্র-সচিব)', প্রভৃতি বহু বহু শব্দ। আবার জন-সাধারণের হাতে গড়া কতকগুলি শব্দ বা সমস্ত-পদ, অশিক্ষিত মনেরই পরিচায়ক বলিয়া সেগুলি রাষ্ট্র-ভাষায় গ্রহণের উপযোগী মনে হইবে না, তবে রূঢ়ি শব্দ হিসাবে সেগুলি স্থান পাইতে পারে; যেমন 'সংগ্রহ-শালা' অর্থে 'জাদূ-ঘর' (=যাদুঘর), automobile বা 'স্বয়ংগচ্ছ' অর্থে 'হবা-গাড়ী' (=হাওয়া-গাড়ী)। প্রচলিত হিন্দীতে বহু আরবী-ফারসী শব্দ একটা কায়েমী স্থান করিয়া লইয়াছে, এই-সব শব্দ সকলেই বুঝে, এগুলির শুদ্ধ হিন্দী বা সংস্কৃত প্রতিশব্দও আছে এবং সেই-সব প্রতিশব্দও সকলেই বুঝে ও অনেকে ব্যবহার করে (ভাষাতে এই প্রকার লব্ধ-প্রবেশ আরবী-ফারসী শব্দের কতকগুলি দৃষ্টান্ত নীচে দেওয়া যাইতেছে; এগুলির ভারতীয় অর্থাৎ শুদ্ধ হিন্দী অথবা সংস্কৃত তৎসম প্রতিশব্দও সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইতেছে),—তথাপি ভাষায় আগত ও স্থান-প্রাপ্ত এবং সর্বজন-বোধ্য এই-সব বিদেশী শব্দ বর্জন করিবার চেষ্টা করা ঠিক হইবে না; যেমন 'আদমী (=মানুস), মর্দ (=পুরুখ, নর), ঔরৎ বা (বাজারী হিন্দীতে) জনানী (=স্ত্রী, নারী), বচ্চা (=শিশু), হবা (=বয়ার, বায়ু), কম (=থোড়া, অল্প), বেশী বা জ়্যাদা (=অধিক), মালূম (=বিদিত, জ্ঞাত), নজ়দীক (=নিয়ড়, নিকট), মুল্ক্ (=দেশ), ফৌজ (=সেনা), আঈন (=বিধি), শর্ম্ (=লাজ, লজ্জা), জল্দ্ (= তুরন্ত্, ঝট, শীঘ্র), ফলানা (=অমুক), জ়মীন (=ভূঁই, ভূমি, ধরতী,

মাটী), খূব (= অচ্ছা, সুন্দর), হমেশা (= সদা), দের (= বিলম্ব), জমা (= একত্র, ইকট্‌ঠা), হিসাব (= গণনা, আয়-ব্যয়), জ়িদ্দ (= আগ্রহ, নির্বন্ধ), হুকম্ (= আজ্ঞা), মুশ্‌কিল (= কঠিনাঈ), ইন্‌সাফ (= বিচার), জ়োর (= শক্তি), রোজ় (= দিন), রোজ়গার (= কমাঈ), খরাব (= বূরা), উম্‌দা (= অচ্ছা, ভলা), দুনিয়া (= জগ, জগৎ, সংসার), চিহ্‌রা (= চিত্র), জ়ুলূম্ (= অত্যাচার), হোশ্‌ (= জ্ঞান, সোচ), সরকার (= শাসন, রাজ), দফ্‌তর (= কচহরী)', ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু রাষ্ট্র-ভাষা হিন্দী বা হিন্দুস্থানীতে —মনে রাখিতে হইবে যে ইহা উর্দূ অর্থাৎ মুসলমানী হিন্দী নহে—নীচে দেওয়া দরের শব্দ, ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকের বোধ-গম্য হইবে না বলিয়া, চলিবে না ;—যদিও All-India Radio বা 'নিখিল-ভারত আকাশ-বাণী'-তে, হিন্দু-মুসলমান, হিন্দীওয়ালা-উর্দূওয়ালা, হিন্দুস্থানী-অহিন্দুস্থানী, ফারসী-জানা-না-জানা নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিতে, 'হিন্দোস্তানী'র নামে এই-সব শব্দ জোর করিয়া চালানো হইতেছে ; যেমন—'ইক্‌তিসাদী, রজহ্‌, মুক্‌স্, মসোদা, বয়্‌নু-ল্-অক্‌বামী, সিয়াসী, মুস্তক্‌বিল, সফারৎখানা, জম্‌হূরী, নিজ়াম, মুহিম, জুদাগনা ইন্তিখাব, 'অশরিয়া, অসহাব্, অফ্‌সরান্, এলান্, মুলাহিজ়া, ফর্মানা, মৌজূদা, কার্‌নামা, মহ্‌সূস্, নঘ্‌মা,' ইত্যাদি ইত্যাদি।

যেখানে খাঁটী হিন্দী শব্দে কুলাইবে না, নূতন শব্দ ধার করিয়া আনিতেই হইবে, সেরূপ ক্ষেত্রে, যতদিন না সুবুদ্ধির উদয় হইতেছে, ততদিন অগত্যা সাধু বা নাগরী হিন্দী ও উর্দূ নিজ নিজ নির্বাচিত পথেই চলিবে। তবে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের ব্যবহারের উপযোগী নিখিল-ভারতের প্রস্তাবিত রাষ্ট্র-ভাষা হিন্দীর (হিন্দুস্থানীর) জন্য এই প্রস্তাবগুলি করা যাইতেছে : [১] নিখিল-ভারতের উপযোগী

রাষ্ট্র-ভাষাকে 'ইস্‌লামী' ভাষার পর্য্যায়ে ফেলিলে চলিবে না ; ইস্‌লামের সংস্কৃতির বাহন উর্দু, এবং নিখিল-ভারতের আন্তঃপ্রাদেশিক কাজ-কর্মে মেলামেশার ভাষা হিন্দুস্থানী, এই দুইটী এক জিনিস নহে ; কাজেই, এখানে খাঁটী হিন্দীতে না কুলাইলে, ভারতের প্রাচীন ভাষা, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা সংস্কৃত হইতে শব্দ পাওয়া গেলে, অন্য ভাষার কাছে যাওয়া ঠিক হইবে না (অবশ্য বিজ্ঞানের ও আধুনিক জীবনের নানা যন্ত্র-পাতি, বস্তু এবং কচিৎ বিচার ও রীতি-নীতি সম্পর্কীয় বহু শব্দ ইউরোপ হইতে না আনিয়া পারা যাইবে না) ; [২] আধুনিক যুগের আবিষ্কার বহু বস্তু বা দ্রব্যের এবং বিজ্ঞান প্রভৃতির সহিত সম্পৃক্ত বহু ক্রিয়ার নাম ইউরোপীয় ও আন্তর্জাতিক হইতেই হইবে ; কিন্তু নূতন নূতন ভাব ও বিচারের জন্য যথা-সম্ভব আমাদের নিজেদের শব্দ, নিজেদের প্রাচীন ভাষা হইতে সংগ্রহ বা সৃষ্টি করাই সুবিধার হইবে ; [৩] ভারতের মুসলমানদের মনোভাব বুঝিয়া, ইস্‌লামী ধর্ম ও সংস্কৃতির বিশেষ বিশেষ শব্দ যাহা আবশ্যক বোধ হইবে, আরবী-ফারসী হইতে সেগুলি গ্রহণ করিবার পথ উন্মুক্ত থাকিবে।

জাতীয়তার জোয়ার আসিয়া এখন তুর্কী ভাষা হইতে অনাবশ্যক আরবী-ফারসী শব্দকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, এবং পারস্যের ঈরানীরা জাতীয় আর্য্য-গৌরবে গৌরবান্বিত বোধ করিয়া এখন ফারসী-ভাষা হইতে আরবী শব্দের বিতাড়ন আরম্ভ করিয়াছে, শুদ্ধ আর্য্য বা ঈরানী শব্দ-সমূহের পুনঃ-প্রয়োগ করিতেছে। তুর্কীদের মধ্যে এখন ধর্মকার্য্যেও আরবী নিষিদ্ধ—মস্‌জিদে আজ়ান দেওয়া হইতেছে দেশের লোকেদের মাতৃভাষা তুর্কীতে। ইস্‌লামের ধর্ম-সম্বন্ধীয় তাবৎ শব্দের উপর হাত পড়িল না, মুসলমান ধর্মের কথা বলিতে হইলে সেই-সব শব্দ সকলেই যথা-সম্ভব ব্যবহার করিবে—ভারতের রাষ্ট্র-ভাষায় এই ব্যবস্থা

(অপ্রাণি-বাচক হইলেও) স্ত্রী ও পুংলিঙ্গ, বিশেষণের, এবং কোনও-কোনও ক্ষেত্রে ক্রিয়ার লিঙ্গভেদ—আধুনিক ভারতের বহু ভাষাতে অজ্ঞাত। এই-সকল ভাষা যাহারা বলে, তাহারা, এবং এমন কি মারাঠী, গুজরাটী, রাজস্থানী, সিন্ধী, হিন্দকী, পাঞ্জাবী, নেপালী প্রভৃতি যে-সকল ভাষায় লিঙ্গভেদের খুঁটিনাটি অনেকটা শুদ্ধ হিন্দীরই মত বিদ্যমান, সেই-সকল ভাষা যাহারা বলে তাহারাও, হিন্দীর বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়ার লিঙ্গ-বিভ্রাট লইয়া গোলে পড়ে; কিন্তু আন্তঃ-প্রাদেশিক বাজারী হিন্দীতে ব্যাকরণ-গত লিঙ্গভেদ মানা হয় না; এবং বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়ার বহুবচনের প্রত্যয়ান্ত রূপগুলিও সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না। শুদ্ধ হিন্দীতে আর একটী মুখ্য জটিলতা আছে। অতীতের ক্রিয়া অকর্মক হইলে হয় কর্তার বিশেষণ, কর্তার অনুসরণ করিয়া এই ক্রিয়া পুংলিঙ্গ অথবা স্ত্রীলিঙ্গ ও এক-বচন অথবা বহু-বচনের প্রত্যয় বা বিভক্তি গ্রহণ করে; আর সকর্মক হইলে, অতীতের ক্রিয়া হয় কর্মের বিশেষণ, কর্মের সঙ্গেই তখন ক্রিয়ার সঙ্গতি হয়, কর্তার সঙ্গে নহে,—কর্তা থাকে করণ-কারকের রূপে। ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া কর্তার বিশেষণ-রূপে কর্তাকে অনুসরণ করিয়া লিঙ্গ ও বচনের প্রত্যয় গ্রহণ করে, সকর্মক ও অকর্মক উভয়বিধ ক্রিয়ায়। এ-সব ঝঞ্ঝাট চল্‌তী হিন্দীতে নাই। যেমন, শুদ্ধ-হিন্দীতে 'ভাত' পুংলিঙ্গ, কিন্তু 'দাল' স্ত্রীলিঙ্গ; শুদ্ধ রূপ—'ভাত অচ্ছা বনা হৈ', কিন্তু 'দাল অচ্ছী বনী হৈ।' কিন্তু চল্‌তী হিন্দীকে বলিবে—'ভাত অচ্ছা বনা হৈ, দাল অচ্ছা বনা হৈ।' শুদ্ধ হিন্দীতে ভবিষ্যৎ কালে ক্রিয়ার রূপ এতগুলি হয়—

পুংলিঙ্গে—একবচন বহুবচন

উত্তম পুরুষ—মৈঁ জাউঙ্গা—হম, হম-লোগ জায়েঙ্গে;

মধ্যম পুরুষ—তূ জায়েগা—তুম, তুম-লোগ জাওগে;

প্রথম পুরুষ—ৱহ্ জায়েগা—ৱে জায়েঙ্গে ;
মধ্য পুরুষ—আপ, আপ-লোগ জায়েঙ্গে ।

আবার স্ত্রীলিঙ্গে—

মৈঁ জাউঙ্গী—হম (লোগ) জায়েঙ্গী ;
তূ জায়েগী—তুম (লোগ) জাওগী ;
ৱহ্ জায়েগী—ৱে জায়েঙ্গী ;
আপ, আপ-লোগ জায়েঙ্গী ।

বাজারী হিন্দীতে কিন্তু কেবল একটী রূপ 'জায়েগা' দ্বারাই তিন পুরুষ, দুই লিঙ্গ ও দুই বচনের কাজ চালানো হয়—

হম জায়েগা, হম-লোগ জায়েগা ;
তুম, তুম-লোগ, আপ, আপ-লোগ জায়েগা ;
ৱহ্ (উ) জায়েগা, উ-লোগ জায়েগা ।

শুদ্ধ হিন্দীতে বলিবে—'মৈঁ আয়া, হম আয়ে ; তূ আয়া, তুম আয়ে ; ৱহ্ আয়া—ৱে আয়ে' ; স্ত্রীলিঙ্গে এক বচনে 'আঈ (আয়ী)', বহুবচনে 'আয়ীঁ (আঈঁ)' ; কিন্তু বাজারী হিন্দীতে সাধারণতঃ কেবল একটী রূপ 'আয়া'-ই চলে। শুদ্ধ হিন্দীতে যেখানে বলিবে—'মৈঁ-নে ভাত খায়া, মৈঁ-নে রোটী খাঈ (খায়ী), মৈঁ-নে তীন রোটিয়াঁ খাঈঁ (খায়ীঁ)' (অর্থাৎ 'ময়া ভক্তং খাদিতম্, ময়া রোটিকা খাদিতা, ময়া তিস্রঃ রোটিকাঃ খাদিতাঃ'), বাজারী হিন্দীর প্রয়োগ সহজ-ভাবে হইবে—'হম ভাত খায়া, হম রোটী খায়া, হম তীন রোটী খায়া' ; শুদ্ধ হিন্দীতে 'কর্মণি' প্রয়োগে—'মৈঁ-নে এক লড়কা দেখা, দো লড়কে দেখে ; মৈঁ-নে এক লড়কী দেখী, দো লড়কীআঁ দেখীঁ', এবং 'ভাবে' প্রয়োগে—'মৈঁ-নে এক লড়কে-কো দেখা, মৈঁ-নে দো লড়কোঁ-কো দেখা ; মৈঁ-নে এক লড়কী-কো দেখা, দো লড়কীওঁ-কো দেখা', এই ভাবে বলিবে,—কিন্তু চলতী

হিন্দীতে কেবল 'হম এক (বা দো) লড়কা (বা লড়কা-কো) দেখা, হম এক (বা দো) লড়কী (বা লড়কী-কো) দেখা'।

সরলীকৃত ব্যাকরণের এই সহজ চলতী হিন্দীকে, বাজারী বা Basic হিন্দীকে, সমাজে ও সভা-সমিতিতেও ব্যবহার-যোগ্য ভাষা বলিয়া মানিয়া লইলে, কার্য্যতঃ যাহা সর্বত্র ঘটিতেছে তাহাকেই সজ্ঞানে প্রকাশ্যে স্বীকার করিয়া লওয়া হয় মাত্র। শুদ্ধ হিন্দীর দেশ, অর্থাৎ পশ্চিমা-হিন্দীর দেশ হইতেছে, পশ্চিম সংযুক্ত-প্রদেশ ও পূর্ব-পাঞ্জাব—অর্থাৎ আর্য্য-ভাষী ভারতের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ; ইহার বাহিরে, লোকে সানন্দে ও সাগ্রহে এই চলতী হিন্দীকে গ্রহণ করিবে। দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড়-ভাষীদের কাছে এই প্রকারের সহজ হিন্দী আরও উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ-যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই কাজ সুষ্ঠু এবং নিখিল-ভারত কর্তৃক গ্রহণীয় ভাবে করিবার জন্য, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে হিন্দীর এবং বিভিন্ন স্থানীয় ভাষার বিশেষজ্ঞদের সম্মিলিত চেষ্টা আবশ্যক—ইঁহারা মিলিয়া যে ব্যাকরণের সূত্র ঠিক করিয়া দিবেন, তাহাই সকলকে শিখানো হইবে—চলতী হিন্দীর অবম বা অল্পতম অথবা ন্যূনতম ব্যাকরণ বিষয়ক নিয়মাবলী এই ভাবেই নির্ধারিত হইতে পারিবে।

যাঁহারা ঘরে শুদ্ধ হিন্দী-উর্দূ বলেন, বাজারী বা চলতী হিন্দীকে এই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিলে তাঁহাদের আশঙ্কান্বিত হইবার কারণ নাই—চলতী হিন্দী থাকা সত্ত্বেও, শুদ্ধ হিন্দী-উর্দূর ক্ষতি, এখন যেমন হইতেছে না, পরেও তেমনি হইবে না। এখন পছাহাঁর অর্থাৎ পশ্চিম-হিন্দুস্থানের বাহিরের অধিবাসী যে-সে ব্যক্তি শুদ্ধ হিন্দী ও উর্দূ বলিবার ও লিখিবার জন্য অজ্ঞ-ভাবে এবং অক্ষমতার সহিত চেষ্টা করায় এই ভাষার 'সত্তা-নাশ' হইতেছে, এই ভাষার সুনির্মল ধারাকে বাহিরের

লোকে অজ্ঞানে আবিল করিতেছে। একটী সংখ্যা-লঘিষ্ঠ জনগণের ঘরোয়া ভাষা, সারা উত্তর-ভারতের রাষ্ট্র-ভাষা হইয়া গিয়া, শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলের হাতে পড়িয়া, এখন ভাষা-হিসাবে বিপর্য্যস্ত হইতেছে; ভবিষ্যতে আর সেটী হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। যাহারা শুদ্ধ হিন্দী বলে, তাহারা ইহার শুদ্ধ রূপটী বজায় রাখিবে, ইহাকে স্বাভাবিক পথে আরও পুষ্ট ও শক্তিশালী করিবে; বাহিরের লোকেদের জন্য থাকিবে—এই 'বাজারী হিন্দী'—একটী concession language অর্থাৎ 'রেয়াতী ভাষা' বা 'শস্তা-দরের ভাষা' অথবা 'সুবিধার ভাষা' রূপে। হয় তো ভবিষ্যতে ইহাতে সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারিবে; কিন্তু আমাদের তাগিদ, এখন সহজে কাজ হাসিল করিবার তাগিদ, সাহিত্যের তাগিদ নহে—যতদিন না ইহা একটী বিশিষ্ট জন-সঙ্ঘের মাতৃভাষা হইয়া দাঁড়াইতেছে, ততদিন ইহাতে সাহিত্য গড়িয়া তুলিবার গরজ কাহারও থাকিবে না। তবে সমগ্র দেশে ইহার প্রচার ঘটিলে, সকলেই ইহা বুঝিতে পারিলে, আস্তে-আস্তে সবাক্-চিত্র, রেডিও-র বক্তৃতা প্রভৃতি আধুনিক জগতের নানাবিধ সাধনের মাধ্যমে, ইহাতে সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে দেরী না-ও হইতে পারে। সে সাহিত্য যুগোপযোগী এক নবীন (এবং আপাততঃ অজ্ঞাত প্রকৃতির) বস্তু হইয়া দেখা দিবে। সে যাহাই হউক, সরল ব্যাকরণের চলতী হিন্দী বা হিন্দুস্থানীকে নিখিল-ভারতের আন্তঃপ্রাদেশিক কাজকর্মে ব্যবহার-যোগ্য বলিয়া কংগ্রেস বা আর কোনও সরকারী প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে ঘোষণা করিয়া দিয়া, এই নূতন ভাষা-বিষয়ক পরীক্ষাটী করিয়া দেখিবার মতন।

[১১] সমাপ্তি

ভারতের সর্ব-প্রধান ভাষা-বিষয়ক সমস্যা,—রাষ্ট্র-ভাষা ও তাহার আনুষঙ্গিক নানা কথা লইয়া, মুখ্যতঃ হিন্দী-উর্দুর সমস্যা—সম্বন্ধে প্রস্তাবিত সমাধান এই : ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবে, সরলীকৃত ব্যাকরণের চলতী হিন্দী বা হিন্দুস্থানী ; এই ভাষা দেব-নাগরী বর্ণমালার ক্রম ধরিয়া সাজানো রোমান লিপিতে ('ভারত-রোমক' বর্ণমালায়) লিখিত হইবে ; ইহাতে যে-সমস্ত আরবী-ফারসী শব্দ সর্বজন-বোধ্য রূপে গৃহীত হইয়া গিয়াছে, সেগুলি থাকিবে, এবং বিশেষ-ভাবে ইস্‌লামী ধর্ম, অনুষ্ঠান, ও সংস্কৃতির জন্য আবশ্যক আরও আরবী-ফারসী শব্দের জন্য ইহার দ্বার খোলা থাকিবে ; কিন্তু যখন ইহার নিজস্ব শুদ্ধ হিন্দী ধাতু, শব্দ ও প্রত্যয় যোগে নূতন শব্দ গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হইবে না, অথবা যখন ইংরেজী বা অন্য ইউরোপীয় ভাষা হইতে (বৈজ্ঞানিক) শব্দ লওয়া ঠিক হইবে না, তখন সহজ-ভাবে সংস্কৃত হইতেই ইহার উচ্চ কোটির শব্দ-সমূহ গৃহীত হইবে, ভারতের বেশীর ভাগ ভাষাতে যে-রূপটী করা হয়।

এই সমস্যার সমাধানে রোমান-লিপি গ্রহণ করা সর্বাপেক্ষা কার্য্যকর পথ বলিয়া মনে হয়।

এই-সকল রোমান-লিপির হিন্দী বা হিন্দুস্থানী আমাদের ইস্কুলে ও কলেজ-সমূহে ঐচ্ছিক পাঠ্যরূপে নির্ধারিত করা যাইতে পারে, এবং এই ভাষা শিখিবার জন্য বিশেষ উৎসাহ দানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। সমস্ত রাজকর্মচারীকে ইহা শিখিতে বাধ্য করার ব্যবস্থা হওয়া উচিত—কিন্তু ইস্কুল-কলেজে ইহাকে compulsory অর্থাৎ আবশ্যিক বা বাধ্যতা-মূলক না করাই উচিত ; কারণ আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে,

তাহাতে কুফল ঘটে, অতিরিক্ত বাধ্যতা-মূলক পাঠ্য-বিষয় করিয়া তুলিলে ছাত্রেরা উহাকে একটী অনুচিত ভার বলিয়া মনে করিবে, তখন ইহার অনুকূলে উৎসাহের পরিবর্তে বিরোধ-ভাব আসিবে। 'হিন্দুস্থানী (বা হিন্দী) প্রান্ত'-র বাহিরে এই ভাষাকে যদি অতিরিক্ত আবশ্যিক ভাষা বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে হিন্দুস্থানী বা হিন্দী প্রান্তেও, ছাত্র ও শিক্ষকের রুচি ও সুবিধা অনুসারে, আর একটী প্রধান ভারতীয় ভাষাকেও অবশ্য-পাঠ্য রাখিতে হইবে ; অন্যথা অবিচার হইবে।

ইংরেজী ছাড়িলে আমাদের চলিবে না। কিন্তু সকলের ইংরেজী পড়িবার দরকার হইবে না। কিন্তু তাহা হইলেও, উচ্চ ইস্কুলের উপরের শ্রেণী-সমূহ হইতে সকলকেই ইংরেজী পড়িবার সুযোগ দেওয়া দরকার ; এবং ইংরেজীকে আর প্রাচীন সাহিত্যিক ভাষার দরে না দেখিয়া, আধুনিক জীবন্ত ভাষা হিসাবেই ইহার দিকে দৃষ্টিপাত আবশ্যক হইবে। যাঁহারা আধুনিক ভারতীয় ভাষার অধ্যাপনা করিবেন, তাঁহাদের জন্য একটু সংস্কৃতের চর্চা অপরিহার্য্য বলিয়া রাখিতে হইবে ; এবং অবস্থা-বিশেষে—যেমন হিন্দী ও উর্দূর শিক্ষকদের জন্য—একটু আরবী-ফারসী পড়াইবার ব্যবস্থাও রাখিতে হইবে।

শেষ কথা—ভারতের ভাষা-সম্বন্ধীয় সমস্যাগুলিকে আমাদের দেশের ঠিক প্রথম শ্রেণীর বা সঙ্কট-অবস্থার সমস্যা বলা চলে না। মোটামুটি, সহজ বাজারী হিন্দী বা চলতী হিন্দীর সাহায্যে, আংশিক ভাবে হিন্দী ও উর্দূর সাহায্যে (এ কয়টী একই বহুরূপী ভাষার তিনটী বিভিন্ন রূপমাত্র), এবং ইংরেজীর সাহায্যে, আমাদের নিখিল-ভারতীয় আন্তঃপ্রাদেশিক কাজ-কর্ম আমরা একরকম চালাইয়া যাইতেছি, ভাষার জন্য কোথাও তেমন আটকাইতেছে না। প্রায় ৪০ কোটি

মানব-সন্তানের মধ্যে গোটা পনের বড়-বড় সাহিত্যের ভাষা (এই সংখ্যা বাড়িয়া গোটা কুড়িতে দাঁড়াইলেও ক্ষতি নাই), এবং তাহার সঙ্গে-সঙ্গে নিখিল-ভারতীয় আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা হিসাবে হিন্দী বা হিন্দুস্থানী ; তদুপরি শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভাষা হিসাবে ইংরেজী (এবং অন্তরালে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে প্রচলিত সংস্কৃত, ফারসী-আরবী)—এরূপ অবস্থা ভীতি-প্রদ বা নৈরাশ্য-জনক নহে ; বিশেষতঃ এ-কথা আমাদের স্মরণে রাখিতে হইবে যে, আর্য্যই হউক, দ্রাবিড়ই হউক আর কোলই হউক, এই-সমস্ত ভাষার মধ্যে একটী সমগ্র-ভারত-নিবদ্ধ বিশিষ্টতা ও সাম্য বিদ্যমান, এবং এগুলি একই অখণ্ড ভারতের, অখণ্ড ভারতীয় সংস্কৃতির—ভারত-ধর্মের—বিভিন্ন প্রান্তিক বা প্রাদেশিক প্রকাশ-মাত্র, যে ভারত-সংস্কৃতি বা ভারত-ধর্মের উদ্ভব, বিকাশ ও পুষ্টিতে আর্য্য, অনার্য্য, ঈরানী, তুর্কী, ইউরোপীয়, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, সকলেরই আহৃত উপাদান আসিয়া গিয়াছে।

পরিশিষ্ট [ক]

ভারতের আধুনিক ভাষার নিদর্শন

পরলোকগত স্যর্ জর্জ্ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন-এর Linguistic Survey of India গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ড হইতে গৃহীত (রোমানী, ফারসী, আরবী, বর্মী প্রভৃতি কয়েকটী ব্যতীত) যীশু-খ্রীষ্ট-প্রোক্ত Parable of the Prodigal Son অর্থাৎ 'অমিতব্যয়ী পুত্রের কাহিনী'-র প্রথম কয়েকটী ছত্র মাত্র, বিভিন্ন ভাষায় দেওয়া হইতেছে। বাঙ্গালা সাধু-ভাষায় ছত্র কয়টী এই—

এক ব্যক্তির দুইটী পুত্র ছিল। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র পিতাকে কহিল —পিতঃ, সম্পত্তির যে অংশ আমার হইবে, তাহা আমাকে দিন। তাহাতে তিনি আপন সম্পত্তি তাহাদের মধ্যে ভাগ (বণ্টন) করিয়া দিলেন।

[১] আর্য্য ভাষা-সমূহ

[।০] ভারতীয়-আর্য্য (সংস্কৃত-মূলক) শাখা।

[।০ অ] ভারতে প্রচলিত ভারতীয়-আর্য্য ভাষাবলী।

[ক] উত্তর-পশ্চিমী শ্রেণী :

[১] হিন্দকী, লহন্দা, বা পশ্চিমী-পাঞ্জাবী (৮৫ লাখ)।

(১৵০) সীমান্ত-প্রদেশের অটক-জেলার অবাণ-দিগের মধ্যে প্রচলিত হিন্দকী—

হিক্কী জণে-নেঁ দোঁ পুত্তর্ আহে। উন্ন্হাঁ-ব্রিচ চোঁ নিক্কড়ে পিউ আঁ আখেআ—পিউ, মাল-না জেহ্ড়া হিস্সা মাঁহ্ আনাঁ, মাঁহ্ বণ্ড্-দেহ্। পিউ আপণাঁ মাল্ উন্ন হাঁ বণ্ড্-দিত্তা।

(১৵০) মুলতানী—

হিক্ক্ মুণস্-দে ডঁূ পুত্তর্ হাইন্। উন্হাঁ-ৱিচ্চুঁ নণ্ঢে আপ্ণে পিউ-কূঁ আখেআ জো, হা পেও, মে-কুঁ ডে জিত্তী হিস্সা মাল্-দা মে-কূঁ আন্দা হে। অত্তে উঁ আপ্ণী জাএদাদ্ উন্হাঁ-কূঁ ৱণ্ড্ ডিত্তী।

[২] সিন্ধী (৪০ লাখ)—

(২/০) সিন্ধ-হয়দরাবাদের সাধু-ভাষা (ব’, ড’ = পূর্ব-বঙ্গের ভ, ঢ)—

হিকিড়ে মাণহুঅ-খে ব’ পুট হুআ। তিনি-মাঁ নণ্ঢে পিউ-খে চয়ো—এ বাবা, মাল্-মাঁ জে-কো ভাঙো মুঁহিঁ-জে হিসে অচে, সো মূঁ-খে ধণী ডে’। জঁহিঁ-তে হুন মালু বি’ন্হী-খে ৱিরাহে ডি’নো।

(২৵০) কচ্ছী (কচ্ছ-প্রদেশের ভাষা)—

হিকড়ে মাড়ু-জা ব পুতর্ হুআ। তেঁ-মিঞ্চা-নূঁ নিণ্ঢে পুতর পে-কে চিও, পে, মিল্কৎ-মিঞ্চা-নূঁ জু-কো মুঁ-জী পতী থিএ, সে মূঁ-কে ডে। পোয়্ ইন্ পিণ্ঢ্-জী মিল্কৎ ইণীঁ-কে ৱিরাই ডিনেঁ।

[খ] দক্ষিণী শ্রেণী :

[৩] মারাঠী (২ কোটি ১০ লাখ)—

(৩/০) পুনা-অঞ্চলের শুদ্ধ ভাষা—

কোণে একা মাণসাস্ (মনুষ্যাস্) দোন্ পুত্র (মুল্গে) হোতে। ত্যাঁ-তীল্ ধাক্টা বাপা-লা ম্হণালা, বাবা, জো মাল্-মত্তে-চা ৱাঁটা ম-লা য়াৱয়া-চা, তো দে। মগ ত্যা-নেঁ ত্যাঁ-স্ সম্পত্তি ৱাঁটূন্ দিলী।

(৩৵০) সারন্তৱাড়ী রাজ্যের কোঙ্কণী—

একা মন্শ্যাক্ দোন্ চেড়ে আস্‌লে। আনি তান্ত্লো ধাক্টা বাপায়ক্ ম্হণোঁ লাগলো, পায়্, মা-কা য়েৱো তো সঁসারা-চো ৱাণ্টো, মা-কা দী। মাগীর্ তাণেঁ তাঁ-কাঁ আপ্লো সঁসার্ ৱাণ্টূন্ দীলো।

(৩৵০) হল্‌বী (বস্তর রাজ্য, মধ্য-প্রদেশ)—

কোনী আদ্‌মী-চো দুই-ঠন বেটা রলা। হুনী-ভীতর্‌-চো নানী বেটা বাপ্‌-কো বোল্‌লো, এ বাবা, ধন্‌-মাল্‌-ভীতর্‌-লে জে মো-চো বাটা আয়্‌, মো-কে দিআ। তেবে হুন্‌-কে আপন্‌-চো ধন্‌-কে বাটুন্‌ দীলো।

[গ] পূর্বী শ্রেণী :

[৪] উড়িয়া (১ কোটি ১০ লাখ)—

জণ-কর দুই পুত্র থিলা। তাঙ্ক মধ্য-রে যে (=জে) বয়স-রে সান, সে আপণা বাপ-কু কহিলা, বাপা, মো বাণ্ট-রে যেউঁ সম্পত্তি পড়িব, তাহা মো-তে দিঅ। বাপ আপণা বিষয়-কু সেমানঙ্ক ভিতরে বাণ্টি দেলা।

[৫] অসমীয়া বা আসামী (২০ লাখ) (শ, ষ, স=খ্‌ ; য, জ=জ় ; দন্ত্য ও মূর্ধন্য উভয় বর্গ দন্তমূলীয় উচ্চারিত হয়)—

কোনো এজন মানুহর্‌ দুটা পুতেক্‌ আছিল্‌। তারে সরুটোৱে বাপেকক্‌ কলে, হে পিতৃ, সম্পত্তির্‌ যি(=জি) ভাগ মোত্‌ পড়ে, তাক্‌ মোক্‌ দিয়া। তাতে তেও আপোন্‌ সম্পত্তি সি-বিলাকক্‌ বাঁটি দিলে।

[৬] বাঙ্গালা (৫ কোটি ৩৫ লাখ)—

(৬/০) বাঙ্গালা সাধু-ভাষা—উপরে দেওয়া হইয়াছে।

(৬৵০) বাঙ্গালা চলিত ভাষা (কলিকাতা ও সমগ্র বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজের কথ্য ভাষা)—

একজন লোকের দুটী ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে ছোটোটী বাপকে ব'ল্‌লে, বাবা, আপনার বিষয়ের মধ্যে যে অংশ আমি পাবো তা আমাকে দিন। তাতে তাদের বাপ তাঁর (নিজের, আপনার) বিষয়-আশয় তাদের মধ্যে ভাগ ক'রে (বেঁটে) দিলেন (দিলে)।

(৬৶০) ঢাকা (মাণিকগঞ্জ) (চ=ts, ছ—s, জ—dz ; ঘ ঝ ঢ

ধ ভ—কণ্ঠনালীয় স্পর্শধ্বনি যুক্ত গ, জ, ড, দ, ব ; হ = কণ্ঠনালীয় স্পর্শধ্বনি)—

একজনের দুইডি ছাওয়াল আছিলো। তাগো মৈদ্ধে ছোটডি তার বাপেরে কৈলো, বাবা, আমার ভাগে যে বিত্তি-বেসাদ পরে, তা আমারে দেও। তাতে তাগো বাপে তান বিষয়-সম্পত্তি তাগো মৈদ্ধে বাইটা দিল্যান্।

(৬৷০) চট্টগ্রাম (আদ্য ক, প—উষ্ম খ, ফ)—

ঔগ্‌গোয়া মাইন্‌ষ্যের দুয়া পোয়া আছিল্। তার মৈদ্ধে ছোডুয়া তার ব-রে কইল, বা-জি, আঁওনর সম্পত্তির মৈদ্ধে জেই অংশ আঁই পাইয়ম্, হেইইন আঁরে দেওক্। তঅন তারার বাপ তারার মৈদ্ধে নিজের সম্পত্তি ভাগ করি দিল্।

(৬৷৴০) চাক্‌মা—চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল—

এক্ জন-তূন্ দিবা পোঅ এল্। চিকন্ পোআবৈ তা বাব-রে ক-ল, বাবা, সম্পত্তি মর ভাগে জে পরে, ম-রে দে। তার বাবে তার জে এল, ভাগ দিল।

(৬৷৵০) ময়াং বা বিষ্ণুপুরিয়া—মণিপুর রাজ্য—

মূনি আগো-র পূতো দূগো আছিল্। তানো দিয়োগ্-ওরাঙ্-তো খুলা ঔগোই বাপোক্-ওরাঙ্ মাত্‌লো—বাবা, মি পাইতুও বাবৃথন্ সারুক্ ঔত দিয়া-দে। তানোর বাপোকে দোন্ (= ধন) ঔত বাগিয়া (= ভাগিয়া) দিয়া-দিলো।

(৬৷৶০) কোচ-বিহার—

এক-জনা মান্‌সির্ দুই-কোনা বেটা আছিল্। তার মদ্ধে ছোট-জন উয়ার বাপোক্ কইল্, বা, সম্পত্তির যে হিস্‌সা মুই পাইম্, তাক মোক্ দেন্। তাতে তাঁয় তাঁর মাল্-মাত্তা দোনো বেটাক্ বাটিয়া-চিরিয়া দিল্।

(৬৷০) মানভূম—

এক লোকের দুটা বেটা ছিল। তাদের মধ্যে ছুটু বেটা তার বাপকে বল্‌লেক, বাপ হে, তোমার দৌলতের যা হিস্‌সা আমি পাবো তা আমাকে দাও। তাতে তাদের বাপ আপন দৌলৎ তাদের মধ্যে বাখরা ক'রে দিলেক।

[৭] বিহারী-ভাষা-সমূহ (৩ কোটি ৭০ লাখ)—

(৭/০) মৈথিলী (১ কোটি)—

কোনো মনুষ্যকেঁ দুই বেটা রহৈ-ন্‌হি। ওহি-সঁ ছোটকা বাপ-সঁ কহল-কৈ-ন্‌হি জে, ঔ বাবা, ধন-সম্পত্তি মেঁ-সঁ জে হমর হিস্‌সা হোয়, সে হমরা দিয়হ্। তখন ও হুনকা অপন সম্পত্তি বাঁটি দেল-থী-ন্‌হি।

(৭৶০) মগহী (৬৫ লাগ)—

এক আদমী-কে দু-গো বেটা হলথীন্। উন্‌কন্‌হীঁ-মেঁ-সে ছোটকা আপন বাপ-সে কহলক্ কে, এ বাবূজী! তোহর চীজ-বতুস্-মেঁ-সে জে হমর বখরা হো-হৈ, সে হমরা দে-দও। তব উ অপন সব চীজ-বতুস্ উন্‌কন্‌হী দুনোঁ-মেঁ বাঁট-দেলক্।

(৭৵০) ভোজপুরী (২ কোটি ৫ লাখ)—

এক আদমী-কা দু বেটা রহে। ছোটকা অপনা বাপ-সে কহলস্ কী, এ বাবূজী, ধন-মে জে হমার হিস্‌সা হো-খে, সে বাঁট দী। তব উ আপন ধন দুনো-কে বাঁট দেলস্।

(৭৷০) সদানী বা ছোট-নাগপুরিয়া—

কোনো আদমীকের দু-ঝন বেটা রহেঁ। উ-মন্-মধে ছোটকা বাপ-কে কহলক্, এ বাপ! খুর্‌জী-মধে জে হমর্ বট্‌রারা হৈ, সে হমকে দে। তব উ উ-মন্-কে অপন খুর্‌জী বাঁইট দেলক্।

[ঘ] পূর্ব-মধ্য শ্রেণী :

[৮] কোসলী বা পূর্বী-হিন্দী (২ কোটি ২৫ লাখ)--

(৮/০) অবধী বা কোসলী বা বৈসরাড়ী (১ কোটি ৬০ লাখ) : প্রতাপগড় জেলা—

কোনোঁ মনঈ-কে দুই বেটৱা রহিন্। ঔ উন্-মা-সে লহুরৱা অপ্‌নে বাপ-সে কহিস্, দাদা হো, মাল্-টাল্-মাঁ-সে জওন হীসা হমার নিকসৈ, তওন হম্-কা দৈ-দ্যা। তৌ বাপ্ আপন্ রিজিক্ উন্-মাঁ বাঁট দিহিস্।

(৮৵০) বঘেলী বা বঘেলখণ্ডী—রীৱাঁ (রেওয়া) রাজ্য (৪৬ লাখ)—

এক মনঈ-কে দুই লরিকা রহৈঁ। তৌনে-মা ছোট্‌কৌনা অপ্‌নে বাপ-সে কহিস্, দাদা, ধন-মা জৌন্ মোর্ হীঁসা হোই, তৌন্ মোহী দই-দেঈ। তব ৱা উন্-কা আপন্ ধন্ বাঁটি দিহিস্।

(৮৶০) ছত্তীসগঢ়ী বা মহাকোসলী (৩৮ লাখ) : বিলাসপুর জেলা—

কোনো মন্‌খে-কে দুই বেটৱা রহিন্। উন্-মাঁ-লে ছোটকা-হর অপন্ দদা-লে কহিস্, দদা, মাল্-মত্তা-কে জৌন হীসাঁ মোর্ বাঁটা-মাঁ পরৎ-হোহী, তৌন্ মো-কা দে-দে। ঔ বো-হর অপন্ মাল্-মত্তা উন্-কা বাঁট দিহিস্।

[ঙ] মধ্যদেশীয় শ্রেণী :

[৯] হিন্দী-গোষ্ঠী বা পশ্চিমা-হিন্দী (৪ কোটি ১০ লাখ)—

(৯/০) হিন্দুস্থানী বা হিন্দী—শুদ্ধ, আরবী-ফারসী ও সংস্কৃত শব্দ বর্জিত 'ঠেঠ হিন্দী' বা 'খোড়ী বোলী', দিল্লী অঞ্চলের—

কিসী মান্থস-কে দো বেটে থে। উন্-মেঁ-সে লহুরে বেটে-নে বাপ্ সে কহা, হে বাপ, আপ-কে ধন-মেঁ জো মেরা বখরা হো, উস্-কো মুঝে দে-দীজিয়ে। তব উস-নে অপনা ধন উন-মেঁ বাঁট দিয়া।

(৯৵০) শুদ্ধ উর্দূ (মুসলমানী-হিন্দী বা হিন্দুস্থানী)—

এক (কিসী) শখ্-স্-কে দো বেটে থে। উন্-মে-সে ছোটে-নে বাপ-সে কহা, অব্বা-জান, আপ-কী জাএদাদ-মেঁ জো-কুছ মেরা হিস্সা হৈ, মুঝ-কো দে-দীজিয়ে। চুনাঁচে উস্-নে আপ্না অসাসা দোনোঁ-কো তক্সীম কর্ দিয়া।

(৯৵০) শুদ্ধ বা সাধু হিন্দী—

কিসী মনুষ্য-কে দো পুত্র থে। উন্-মেঁ-সে ছুটকে-নে পিতা-সে কহা কি, পিতাজী, অপ্নী সম্পত্তি-মেঁ-সে জো মেরা অংশ হো, সো মুঝে দে-দীজিয়ে। তব উস্-নে উন্-কো অপনি সম্পত্তি বাঁট দী।

(৯৷০) চল্তী হিন্দী, সরল হিন্দী বা বাজারী হিন্দুস্থানী (সমগ্র আর্য্যাবর্ত)

এক আদমী-কা দো বেটা থা। উন-মে-সে ছোটা বেটা বাপ-কো কহা, বাবা, আপ-কা ধন-দৌলত-মেঁ জো বখরা হমারা হোগা, উস্কো হমে (হম্-কো) দে-দীজিয়ে। তব বাপ (উ আদমী) অপনা ধন-দৌলৎ দোনোঁ-মেঁ বাঁট দিয়া।

(৯৷৴০) কথিত বা জানপদ হিন্দুস্থানী, মেরঠ বা মীরাট জেলা—

এক আদমী-কে দো লোণ্ডে থে। উন্-মে-তেঁ ছোটে-নে অপনে বাপ-সেত্তী কহা, ও বাপ, তেরে মরে পিচ্ছে জো-কুছ ধন-ধরতী মঝেঁ মিলেঙ্গী ব্বা ইভী দে-দে। বাপ-নেঁ দোনোঁ লোণ্ডে-কো অপনী মায়া বাঁট্ দী।

(৯৷৶০) বাঙ্গরূ বা জাটু (কর্নল জেলা)—

এক মাণস্-কৈ দো ছোরে থে। উন্-মৈঁ-তৈ ছোট্টে-নে বাপ্পূ-তৈ কহিয়া (কহা) অক্, বাপ্পূ, হো, ধন-কা জৌণ-সা হিস্সা মেরে বাঁডে আবে, সে ম-ন্নৈ দে-দে। তৌ উস্-নে ধন্ উন্হৈঁ বাঁড দিয়া।

(৯৷৷০) দকনী (বা দখনী)—মহারাষ্ট্রে ও দক্ষিণাপথে অন্যত্র উপনিবিষ্ট উত্তর-ভারতের মুসলমানদের ভাষা—

এক আদমী-কে দো বেটে থে। উন্-মেঁ-সে ছোটে ছোরে-নে বোলা, বাবা, মেরে ভাগ-কা মাল মেরে কূঁ দে। হৌর্ উস্-নে উন-মেঁ ভাগ পাড়-দিয়া।

(৯॥০) ব্রজভাষা বা ব্রজভাখা (মথুরা ও আলীগড় জেলা)—

এক জনে-কে, দ্বৈ দো বেটা হে। উন-মেঁ-তেঁ ছোটে-নে বাপ-স্যঁ কহ্যো কি, এ বাপ, মেরৌ জো বাঁটু হোতু-হৈ, সো মোয় দৈ-দেউ। তব ব্বা-নে মালু উন্হৈঁ বাঁটি দিয়ৌ।

(৯৷৴০) কনৌজী—

এক জনে-কে দোএ লড়িকা হতে। উন্-মৈঁ-সে ছোটে-নে বাপ-সে কহী কি, হে পিতা, মালু-কো হী সা জো হমারো চাহিয়ে, সো দেও। তব্ উন্-নে মালু উন্হেঁ বাঁট দও।

(৯৷৶০) বুন্দেলী (ঝাঁসী জেলা)—

এক জনে-কে দো মোড়া হতে। ওর তা-মেঁ-সেঁ লোরে-নে অপনে দদ্দা-সে কঈ, ধন-মে-সেঁ মেরো হিস্সা মো-খোঁ দেই-রাখো। তা-কে পীছে উঁ-নে আপনো ধন বরার দও।

[১০] পাঞ্জাবী (পূর্বী-পাঞ্জাবী) (১ কোটি ৫৫ লাখ)—

১০/০ পাঞ্জাবী সাধু-ভাষা—

ইক্ক্ মন্নুক্খ্-দে দো পুত্ত্ সন্। অতে উনহাঁ ৰিচ্চোঁ ছোটে-নৈ পিউ-নূঁ আখিআ, পিতা-জী, মাল্-দা জিহড়া হিস্সা মৈ-নূঁ পহুঁচ্দা হৈ, সো মৈ-নূঁ দে-দিও। অতে উস্-নে উন্হাঁ-নূঁ পূঁজী ৰণ্ড্ দিত্তী।

(১০৶০) ডোগরী (পাঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চল, জম্বু-রাজ্য)—

ইক আদমী-দে দো পুত্তর্ থে। উঁ-দে ৰিচ্চা নিকড়ে-নে বব্বে-কী আখিয়া জে, হে বাপূ-জী, জাএদাতী-দা জে হিস্সা মি-কী পুজ্দা হৈ, সৈ মি-কী দেঈ-দেও। তাঁ উস্-নৈ মাল্ উনে-কী ৰণ্ডী দিত্তা।

(১০৶০) কাঙ্গড়ী (কাঙ্গড়া জেলা)—

কুসী মাহ্ণুএ-দে দো পুত্তর্ থে। তিনাঁ বিচা লৌহ্কেঁ পুৎত্রেঁ বব্বে-কনেঁ বোলিআ জে, হে বাপূ-জী, জে কিছ ঘরে দে লট্টে ফট্টে বিচা মেরা হিসা হোএ, সেহ্ মিঞ্জো দেও। তাঁ বব্বেঁ তিনাঁ-কী অপ্ণা লট্টা-ফট্টা বণ্ডী দিত্তা।

[১১] রাজস্থানী-গুজরাটী শাখা—

(১১/০) গুজরাটী* ভাষা (১ কোটি দশ লাখ)—

এক মাণস-নে বে' দীকরা হতা। অনে তেও-মাঁ-না নানাএ বাপ-নে কহ্যুঁ কে, বাপ, সম্পত্-নো পহোঁচ্তো ভাগ ম-নে আপ্। নে তে-ণে তেও-নে পুঞ্জী বহেঁচী আপী।

(১১৶০) রাজস্থানী (১ কোটি ৪০ লাখ) (চ ছ জ ঝ ; ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ ; হ—পূর্ব বঙ্গের ভাষার মত উচ্চারিত হয়)—

(১১৶ক) মারবাড়ী (যোধপুর রাজ্য)—

এক জিণৈ-রৈ দোয় ডাবড়া হা। উৱা-মাঁয়্-সূঁ নৈনকিঐ আপ্-রৈ বাপ-নৈ কয়ো কৈ, বাবো-সা, মারী পাঁতী-রো মাল্ আবৈ, জিকো ম-নৈ দিরাবো। জরৈ উণ্ আপ্-রী ঘর-বিক্রী উণা-নৈ বাঁট্ দিবী।

(১১৶খ) জয়পুরী—

এক জণা-কৈ দো বেটা ছা। ৱা মৈঁ-সূঁ ছোট্ক্যো আপ-কা বাপ-

---

* সংস্কৃত 'গূর্জরত্রা' হইতে প্রাকৃতে 'গুজ্জরত্তা, গুজ্জরত্ত', তাহা হইতে 'গুজরাত'। 'রাষ্ট্র'>'রট্‌ঠ'>'রাঠ'<'রাট' শব্দের সহিত যোগ কল্পনা করিয়া, প্রাচীন বাঙ্গালাতে 'গুজরাট' রূপ দাঁড়াইয়া যায়, 'গুজরাট'-ই বাঙ্গালায় চলিয়া গিয়াছে—যদিও গুজরাটীরা নিজেদের দেশকে 'গুজরাত' ও ভাষাকে 'গুজরাতী' বলিয়া থাকে।

নৈ খঈ (= কহী), দাদা-জী, ধন-মৈঁ-স্থঁ জো বাঁটো ম্হারৈ বাঁটে আবৈ, সো মূঁ-নৈ দ্যো। বো আপ-কো ধন বা-নৈ বাঁট দীনূ।

(১১৶গ) মেৱাতী—

কহীঁ আদমী-কৈ দো বেটা হা। উন-মৈঁ তৈঁ ছোটা-নৈ অপ্ণা বাপ-তৈঁ কহী, বাবা, ধন-মৈঁ-তৈঁ মেরা বট্-কো আবৈ, সো মুঁ-নৈ বাঁট দে। বৈঁহ্-নৈ অপণু ধন উন্-নৈ বাঁট দিয়ো।

(১১৶ঘ) গুজুরী—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ও পাঞ্জাবের এবং কাশ্মীরে মেষ-পালক গুজর বা গুজুরদের ভাষা মেৱাতীর সহিত সম্পৃক্ত : হজারা জেলার গুজুরী—

একুণ আদমী-কা দো পূথ্ থা। তে-নিক্কা-নে অপ্ণা বাপ্প-ন কেহো, ঐ বা-জী, তেরা মালু্-কো মেরো হিস্সো, ওহ্ ম-ন দে। তে উস্-নে অপণো মালু্ উন্হাঁ-বিচ্চ্ বণ্ড্ দিত্তো।

(১১৶ঙ) মালবী—

কোঈ আদমী-কে দো ছোরা থা। উন্-মে-সে ছোটা ছোরা-নে ও-কা বাপ-সে কিয়ো কে, দায়-জী, ম্হ-কে ম্হারো ধন-কো হিস্সো দৈ-লাখ। ওর ও-নে উন-মে অপনা মাল-তাল-কো বাঁটো কর-দিয়ো।

(১১৶ক) ভীলী বা ভীলোড়ী (ঈডর রাজ্য)—

এক আদম্-ন্থে বে সোরা অতা। নেঁ অণা-মাঁ-হা নেঁানে সোরে ঈ-না বাপ-নেঁ কেজুঁয (= কহুঁয), আতা, মারে পাঁতী-এঁ আবে ঈ তম্যারী পুঞ্জী-নো ফাগ (= ভাগ্), ময়্ আল্যো। নেঁ বণেঁ পোতা-নী পুঞ্জী বেয়াঁ-নেঁ বাঁটী আল্যী।

(১১৶খ) খান্দেশী (মারাঠী দ্বারা প্রভাবান্বিত)—

কোণী-এক মাণস্-লে দো আণ্ডোর্ ব-হতস্। ত্যা-মা-না ধাক্লা

আপ্-লে বাপ্-লে ম্হন্না, বাবা, ম-না হিস্সা-লে জী জিন্গী য়েঈ, তী মা-লে দে। আনী ত্যা-নী ত্যাস্-লে জিন্গী ৱাটী দি-দী।

[চ] উত্তরী বা পাহাড়ী অথবা হিমালী শ্রেণী :

[১২] পূর্বী-পাহাড়ী, পূর্বী-হিমালী বা নেপালী (অথবা গুর্খালী, বা খস্-কুরা, বা পর্বতিয়া)—(? ৬০ লাখ—নেপাল)—

এক জনা মান্ছে-কা দুই-ভাঈ ছোরা থিয়ে। অনি তিনি-হরু-মাঁ-কো কান্ছো-চইঁ-লে বাবু-লাই ভন্যো, বাবৈ, ধন্-সম্পত্তি-কো মঁ-লাই পর্নে ভাগ্ মঁ-লাই দেউ ভনি। অনি ত্যেস্-লে তিনি-হরু-লাই আফ্নু জীবিকা বাঁড়ি দিয়ো।

[১৩] মধ্য-পাহাড়ী বা মধ্য-হিমালী (* ০ লাখ)—

(১৩/০) কুমাউনী (খস্-পরজিয়া উপভাষা, আলমোড়া জিলা)—

কৈ মৈস্-ক্ দ্বী চ্যাল্ (=চেল্) ছিয়্। ওর উনোঁ-মেঁ-ইইঁ কাঁসে-ল্ (=কাঁছে-ল) আপণ্ বব্-থৈ কয়্, ও বব্, আপণ্ জাজাৎ-মেঁ-হৈঁ জো বাঁট ম্যর্ (=মের) হুঁ-ছ, উ মী-কণি দী-দে। ওর ব্রী-ল্ উনো-কণি আপ্নী জাজাৎ (=জায়াদাদ) বাঁট দিয়্।

(১৩৵০) গঢ়ৱালী বা গাড়োয়ালী—শ্রীনগর—

কৈ আদমী-কা দ্বী নৌন্থাল্ ছয়া। উ-মা-ন্ ছোট নৌন্থাল-অন্ অপণা বাবা-জী-মা বোলে, হে বাবা-জী, বির্সৎ-মা-ন্ জো মেরো হিসা ছ, সো মৈঁ-সণী দে-দের। তব উ-ন্ অপ্ণী বির্সৎ বাঁট-দিয়ে।

[১৪] পশ্চিমী-পাহাড়ী বা পশ্চিম-হিমালী ভাষা-সমূহ—

বিভিন্ন উপভাষা সমেত এই কয়টী মুখ্য ভাষা এই শ্রেণীতে পড়ে : ১। জৌনসরী, ২। সির্মৌড়ী, ৩। বঘাতী, ৪। কিউঁঠালী, ৫। সত্লজ শ্রেণীর তিনটী উপভাষা, ৬। মণ্ডেয়ালী বা মণ্ডী রাজ্যের

উপভাষা-সমূহ, ৭। কুলূঈ বা কুলূ-প্রদেশের উপভাষা-সমূহ, ৮। চমেআলী বা চম্বা-রাজ্যের উপভাষা-সমূহ, ৯। ভদ্ররাহী, ১০। পাডরী।

চার রকম পশ্চিমী-পাহাড়ীর নিদর্শন দেওয়া যাইতেছে—

(১৪/০) সিরমৌড়ী—

একী জনে-রে দূ বেটে থিয়ে। কান্‌ছে বেটে আপ্‌ণে বাব-খে বোলো—বাপূ, মেরে বাণ্ডে হিসাব মা-খে দে। তেণিয়ে তিণী-খে হিসাব বাণ্ডে দিয়া।

(১৪৵০) মণ্ডেয়ালী (মণ্ডী-রাজ্য)—

একী মন্থুখা-রে দূঈ গাভ্‌রূ থে। মটঠে গাভ্‌রূ-এ আপ্‌ণে বাব্বা-সাওগী বোল্যা জে, মাঁ-জো লটে-ফটে-রী বাঁড যে আউনী, তেসা দেঈ-দে। তাঁ তেস্‌-রে বাব্বে তেস্‌-রী বাঁড লটে-ফটে-রী তেস-জো দেঈ-দীতী।

(১৪৶০) চমেআলী—চম্বা-রাজ্য—গাদী উপভাষা—

অক্কী মাহ্‌ণু-রে দূঈ পুত্তর্‌ থীএ। তিআঁ-খাউঁ লৌহ্‌কড়ে পুৎত্রে বব্বে-সেইতে বলূ—হে বাপূ, ঘর্‌বারী-রা হেসা জে মিঞ্জো মুলুদা হা, সো দে। তাঁ উন্নী ঘর্‌-বারী বণ্ডী দিত্তী।

(১৪।০) কুলূঈ—

একী মাণ-হূ-রে দূঈ বেটে তী। তীন্‌হা-মঞ্ঝে-ন হোচ্ছে বেটে বাপূ-সংঘে বোলূ—ঈ বাবা, মাল-মতা-রী যে বাণ্ড্‌ মূ-বে পুজ্জাসা, মূ-বে দে। তেব্বে তেইএ তীন্‌হা-বে বাণ্ডী ধীনা।

[।০ আ] ভারত-বহির্ভূত ভারতীয়-আর্য্য ভাষাবলী।

[ছ] সিংহলী—

সিংহলী-ভাষা পশ্চিম-ভারতের—লাড বা লাট অর্থাৎ গুজরাটের, সৌরাষ্ট্র (বা সোরঠ) অর্থাৎ কাঠিয়াবাড়-প্রান্তের, এবং লাড় বা দক্ষিণ-

সিন্ধু-প্রদেশের প্রাচীন প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত—সিংহলীর সঙ্গে মগধের বা বাঙ্গালার যোগ নাই বলিয়াই অনুমান হয়। মালদ্বীপীয় ভাষা সিংহলীরই শাখা। 2—অ্যা ; েে, এএ—দীর্ঘ এ।

একতরা মিনিহেকু-ট পুত্রয়ো দে-দেনেক্ বূহ্। ওবূন্-গেন্ বালয়া পিয়া-ট কথা কোট, পিয়াণেনি, ওব-েেগে ৱস্তৱিন্ ম-ট অয়িতি ৱন কোটস ম-ট দেমু2মন2ৱয়ি কীয়েয়। এ-।ৱট পিয়া তমা-েেগে ৱস্তৱ দরুৱন্ দেদেনা-ট বেদা-হুন্েেনেয়।

[জ] Romani রোমানী বা Gipsy জিপ্সি ভাষা—

ইউরোপের প্রায় সর্বত্র—গ্রীসে, বলকান-দেশ-সমূহে, হঙ্গেরিতে, যুগোশ্লাবিয়ায়, জর্মানিতে, ফ্রান্সে, স্পেনে, রুশ-দেশে, পোল-দেশে ও অন্যত্র রোমানীরা বাস করে।

ব্রিটেনের ওয়েল্স্-প্রদেশের জিপ্সিদের মধ্যে এই ভারতীয়-আর্য্য ভাষা যে-রূপে এখনও প্রচলিত আছে, তাহার নিদর্শন।

সাস্	য়েথেন্তী	মানুশেস্তী		দুঈ	চাৱে।
ছিল	একজনকে	মানুষকে		দুই	ছা।
ফেন্দাস্	ও	লেঙেরো		তারনেদের্	লেস্তী
ভণিল	ওই	তাদের		তরুণতর	তাদের
দাদেস্তী—	দাদে, দে	মন্	মীরো	উলৱিবেন	তীরে
তাত-কে—	তাত, দে	মোকে	মোর	লাভ-পন (=ভাগ)	তোর
বর্ৱলিপেনাস্তে।	থা	ফাগের্দাস্ য়োৱ্		পেস্কো	
বলবৎ-পন (—অর্থ)-থেকে।	তথা	ভাগ-করিল		ও আপস-কা (=আপনার)	
বর্ৱলিপেন,	থা	দীআস্		লেস্	ঈ ফালেঙী।
সম্পত্তি,	এবং (—তথা)	দিল		উহা (=তম্ভ)	ঐ ভ্রাতাদের।

নব্য বা আধুনিক ভারতীয়-আর্য্য ভাষাগুলির নিদর্শন উপরে দেওয়া হইল। বৈদিক (বা আদ্য ভারতীয়-আর্য্য) >প্রাকৃত ও অপভ্রংশ (বা মধ্য ভারতীয়-আর্য্য)>ভাষা-(বা নব্য ভারতীয়-আর্য্য)—এই পরম্পরা ধরিয়া, ভারতবর্ষে আর্য্য ভাষার বিকাশ ঘটিয়াছে। সংস্কৃত এক হিসাবে বৈদিক ও প্রাকৃতের সন্ধি-ক্ষণে অবস্থিত। নিম্নে বৈদিক, সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশে, উপরে প্রদত্ত উপাখ্যানাংশের অনুবাদ দেওয়া যাইতেছে।

[১] আদ্য-আর্য্য, বৈদিক, ছান্দস, বা বৈদিক সংস্কৃত, খ্রীঃ-পূঃ ১২০০*—

(উদাত্ত স্বর অক্ষরের উপরে [।] চিহ্ন-দ্বারা জানানো হইতেছে।)

মনুষস্ ত্বস্য তুঅস্য দ্বা সূনূ আস্তাম্। তয়োর্ অবরজাঃ পিতরম্ অব্রবদ্—য়ো মে ভাগস্, তম্ মে ধেহি। উত জনিতা তয়োর্ বি দ্রবিণম্ অভাক্।

[২] সংস্কৃত (লৌকিক সংস্কৃত, খ্রীঃ-পূঃ ৬০০ অনুমানিক)—

কস্যচিদ্ নরস্য (মনুষ্যস্য, মানবস্য) দ্বৌ পুত্রৌ আস্তাম। তয়োঃ কনীয়ান্ পিতরম্ আহ—পিতঃ, ভবতাং বিত্ত-মধ্যে য়ো ভাগো ময়া লব্ধব্যস্, তম্ মে দেহি। ততোঽসৌ স্বং বিত্তং বিভজ্য পুত্রাভ্যাং প্রদদৌ।

[৩] পালি (মধ্য ভারতীয়-আর্য্য, প্রথম স্তর, খ্রীঃ-পূঃ আনুমানিক ৩০০)—

একস্স মনুস্সস্স দুবে পুত্তা আসুং। তেসং কনিট্ঠো—পিতা, তব

* প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-বিভাগের অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বৈদিক ভাষায় এই অনুবাদটী করিয়া দিয়াছেন।

ধনস্স য়ো ভাগো ময়া লদ্ধব্বো হোতি, তং ময়হং দেহী-তি—পিতরং অব্রদি। ততো সো অত্তনো ধনং বিভাজেত্বা তেসং অদাসি।

[৪] প্রাকৃত (মধ্য ভারতীয়-আর্য্য, দ্বিতীয় স্তর, আনুমানিক ৩০০ খ্রীষ্টাব্দ ; শৌরসেনী প্রাকৃত)—

একস্স মণুস্সস্স মাণবস্স দুবে পুত্তা আসী। তাণং মজ্ঝে কণিট্ঠেণ পিদুণো সগাসে কধিদং, পিদ', তব (তবকেরকস্স, তুজ্ঝ) ধণস্স জো ভাগো মম বট্টদি, তং মে দীঅদু। তদো তেণ অপ্পণো ধণং তেসু (তেসং মজ্ঝে) বিভজ্জিঅ (বন্টিঅ) দিণ্ণং।

[৫] অপভ্রংশ (শৌরসেনী অপভ্রংশ—পাঞ্জাব, রাজপুতানা গুজরাট, পশ্চিম সংযুক্ত-প্রদেশ ; আনুমানিক ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ)—

এক্কাহ মণুস্সহ দুৱি (দো) পুত্ত অহন্ত। তাণ মজ্ঝহিঁ (মদ্ধহিঁ, মধহিঁ, মহহিঁ) ছোট্টএঁ (ছোট্ট-কণ্ণহিঁ) বপ্পহ-কহু (বপ্পহ-কণ্ণহি) কহিউঁ, পিউ, তুজ্ঝ (তব, তো, তবকেরহ, তেরহি) ধণাহ জু ভাগু মজ্ঝু (মবুঁ, মেরউ) হোহিই (হুইস্সই), তং মে (মজ্ঝু) দিজ্জউ (দেহু)। তউ বপ্পেঁ (বপ্প-কণ্ণহিঁ) অপ্পণু ধণু পুত্তাণ মজ্ঝহিঁ বিভজ্জিঅ (বন্টিঅ) দিণ্ণু (দিণ্ণউঁ)।

॥০] দরদ বা পিশাচ শাখার আর্য্যভাষা-সমূহ।

[ক] দরদ শাখার ভাষা-সমূহ :

[১] কাশ্মীরী ([।]-চিহ্ন-দ্বারা স্বরবর্ণের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইতেছে)—

অকিস্ মহনিৱিস্ আসি় জহ হ্যচিরি়। তিমৌ-মন্জ দপু় কুঁসি্-হিহি় মালিস্ কি, হে মালি, ম্য দিহ দম্বকু় (=ধন্ব-কু) হিস্স, য়ুস্ ম্য ৱাতি। তৱ-পত তমি্ তিহন্দি-থাত়র দন (=ধন) বাগরোৱ ন্ (=ভাগরোৱ ন)।

কাশ্মীরীর কতকগুলি উপভাষা আছে, এগুলি হইতে সাধু বা শুদ্ধ কাশ্মীরী অনেকটা দূরে গিয়া পড়িয়াছে। এই উপভাষাগুলির নাম— কষ্টৱাড়ী, পোগুলী, সিরাজী ও রামবনী।

[২] শীণা—

দরদ শ্রেণীর ভাষার নিজস্ব বা শুদ্ধ রূপ শীণাতেই অনেকটা বজায় আছে। শীণা ভাষাগুলি সংখ্যায় ৭টী—গিল্‌গিতী, আস্তোরী, চিলাসী গুরেজী, দ্রাস্ অঞ্চলের শীণা, ডাহ্‌ হনূ অঞ্চলের শীণা, এবং গিল্‌গিতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের শীণা।

কেবল গিল্‌গিতের শীণার নিদর্শন দেওয়া যাইতেছে—

কো-এক্ মহুজরো-কে দূ দারে আসিলে। ঐনেজো চূনোসে তোমো বাবেতে রেগো—বাবো, জাবেই বাগো মাতে দে, কচাক্ মাত্ ৱান্। নেহ্ ৱ্যোসে তোমে অস্‌বাব্ ঐনো মজা বাগেগো।

[৩] কোহিস্থানী—

এই গোষ্ঠীতে আসে পঞ্জকোরা, স্বাত্ ও সিন্ধু কোহিস্থান অঞ্চলের কতকগুলি উপভাষা—যথা গার্‌ৱী, তোর্‌ৱালী ও মৈয়াঁ। গার্‌ৱীর নিদর্শন—

অক্ মেষ। দূ পূট্ আবু। লকোট্ পূট্ তনী বব্-ক মনো—মৈ-কি মাল-মে তনী ডাহ্ দ। তন্ তনী মাল দুঅর ডাহ্-কের্।

[খ] কাফির শ্রেণীর দরদ ভাষা-সমূহ—

এই শাখায় পড়ে ৫টী ভাষা, যথা [১] বশ্‌গলী, [২] ৱৈ-অলা, [৩] ৱসিঁ-ভে'রি বা ভে'রোন্, [৪] অশ্‌কুন্দ্, এবং [৫] কলাশা-পশৈ উপশাখান্তর্গত ৫টী উপভাষা (৫/০) কলাশা, (৫৵০) গৱর্-বতি বা নর্‌সাতী, (৫৶০) পশৈ, লঘ্‌মানী বা দেহ্‌গানী, (৫৷০) দীরী ও (৫৷/০)

তীরাহী। এগুলির মধ্যে কেবল বশ্‌গালীর (কাফিরিস্তান বা নূরিস্তানের অন্তর্গত কাম্‌দেশ-অঞ্চলের ভাষার) নমুনা দেওয়া যাইতেছে।

[১] বশ্‌গলী—

এ মন্‌জে দু পিত্র্‌ অজ়ম্‌মে। অম্‌নোঁ পমিজু কণিষ্‌তে তোত্‌-ওস্‌-তঁ গিজী কড়স্‌—এহ্‌ তোত্‌-অ, তো লত্‌রি পমিজু ঈঁ বড়িস্তাঁ গৎস্‌। তোত্‌-এড়ে অম্‌নো পমিজ্‌ বড়েকৃতী প্রুষ্টে।

[গ] খো-ব্বার, চিত্রালী বা অর্‌নিয়া শাখা—একটী মাত্র ভাষা এই শাখার অন্তর্গত।

ঈ য়োষ্‌-ও জ্ব ঝিঝো অস্তনি। হতেৎ-অন্‌ মুজি ৎসিরো তত্‌-ওতে রেষ্টে—এ তৎ, ম-তে ম বষ্‌-ও তন্‌ মাল্‌-আর্‌, কি ম-তে তরিরন্‌, দেৎ। হস হতেৎ-অন্‌ মুজি তন্‌ দোলৎ-ও বোঝিতৈ।

[৯০] ঈরানী শাখার আর্য্যভাষা-সমূহ

[ক] পষ্‌তো (পশ্‌তো, পখ্‌তো)—

পাঠান বা আফগানদের ভাষা। ইংরেজ-রাজ্যে পষ্‌তো-ভাষীর সংখ্যা ১৫৷৷০ লাখ, এবং আফগানিস্থানে ২৩৷৷০ লাখের কিছু উপর, একুনে ৩৯ লাখ। ইহার কতকগুলি উপভাষা আছে

দ য়ো সড়ী দ্ব ঝামন্‌ (গামন্‌) ৱূ। কৃশর্‌ ৱর্‌-ত ৱুবে চি—ঐ প্লার, দ খুপ্‌ল মাল চি-শ্‌ (চি-ৎস্‌) বখ্‌র মে রসী, মা-ল ৱা-ক। জোর্‌ হয্যু পে ৱেশ ৱুক।

[খ] ওর্‌মুড়ী বা বর্‌গিস্তা—

পাঠানদের দেশে, ওয়াজিরিস্থান অঞ্চলের অল্প-সংখ্যক লোকের ভাষা। এই ভাষার সহিত পশ্চিম-পারস্যের কুর্দী ও অন্য প্রান্তিক

ভাষার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ—আশ-পাশের পষ্‌তো প্রভৃতি স্থানীয় পূর্বী ঈরানী ভাষার সঙ্গে নহে।

[গ] বলোচী—

বলোচীস্থানে এই ভাষা প্রচলিত, কিন্তু পূর্ব-পারস্য ও সিন্ধু-প্রদেশে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম পাঞ্জাবেও বলোচ-ভাষীদের অল্প-স্বল্প পাওয়া যায়। বলোচীর দুইটী মুখ্য উপভাষা আছে, পশ্চিমী বা খাস-বলোচী, এবং পূর্বী বা ভারতীয় বলোচী। দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান-স্বরূপ বর্তমান, দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষা ব্রাহুই। বলোচী-ভাষীর সংখ্যা ৭ লাখের কিছু উপর হইবে।

নিদর্শন—পূর্বী বলোচী (লোরালাই, বলোচীস্থান) :—

মড়্‌দে দো বচ্‌ অথুন্থ্‌। শ্‌-অমঁাহিআ-ঝ্‌ খিসাঁ খী অথু়্‌, ফিথু-র্‌ গ্বশ থ খী, ফিথু-মনী, মাল্‌ বহর্‌ খী মঙ্গ বী, মনা দৈ। গুড্‌ডা মাল্‌ বহর্‌ খুথো দাথু-ইশ্‌।

[ঘ] ঘল্‌চহ্‌ ভাষা-সমূহ—

মধ্য-এশিয়ায় পামির-মালভূমিতে কতকগুলি ঈরানী ভাষা বলা হয়, এগুলি পশ্চিম-ঈরানী (ফারসী, কুর্দী) ও পূর্বী-ঈরানী (পষ্‌তো, বলোচ প্রভৃতি) হইতে পৃথক্। সংখ্যায় ৭টী—যথা, [১] বখী, [২] শিঘ্নী, [৩] সরীকোলী, [৪] জেবকী, সঙ্গ্‌লীচী বা ইশ্‌কাশ্‌মী, [৫] মুন্‌জানী, [৬] য়িদ্‌ঘা ও [৭] য়ঘ্‌নোবী।

[ঙ] পারসী, ফারসী, বা নব্য-পারসীক—

ইহা ঈরান বা পারস্যের সর্বজন-ব্যবহৃত সাধু-ভাষা, এবং ভারতবর্ষের মুসলমান সংস্কৃতির মুখ্য বাহন। নীচে প্রথম ছত্রে ভারতে প্রচলিত উচ্চারণ (মধ্য-যুগে পারস্য হইতে যে উচ্চারণ আসিয়াছিল তাহা) অনুসরণ করিয়া, ও দ্বিতীয় ছত্রে, ঈরানে প্রচলিত আধুনিক উচ্চারণ

অনুসরণ করিয়া ছোট হরফে, বাঙ্গালা প্রতিবর্ণ দেওয়া হইল। [ ]-বন্ধনীর মধ্যে পারস্যে বহু-প্রচলিত আরবী শব্দ (ফারসী শব্দের প্রতিশব্দ রূপে)-ও দেওয়া হইল।

মর্দ্ মে-রা [শখ্সে-রা] দো পিসরান্ বুদন্দ্।
ম্যার্‌দোমী-রও [শ্যাখ্‌সী-রও] দো পেস্যার্‌হও বোদ্যান্দ্।

কূচক্‌তর্ অজ্ আনান্ পিদর্-অশ্-রা গুফ্‌ৎ কি,
কুচ্যাক্‌ত্যার্ অ্যাজ্ উন্ পেদ্যার্‌য্যাশ্‌রও গোফ্‌ৎ কে,

অয়্ পিদর্! পারঃ-এ- জায়দাদ্-এ-শুমা কি
এই পেদ্যার্! পওরে-এ- জওএদওদ্-এ-শোমও কে

বরায়-এ-মন্ বাশদ্, ম-মরা বি-দিহ। আন্ মর্‌দুম্
ব্যারওয়ে-ম্যান্ বওশ্যাদ্, ম্যা-রও বে-দেহ্। উন্ ম্যার্‌দোম্

[শখ্স্] বর্ পিসরান্-এ-খেশ জায়দাদ্-অশ্-রা
[শ্যাখ্‌স্] ব্যার্ পেস্যার্‌হও-এ-খীশ জওএদওশ্যাশ-রও

বহ রঃ [তক্‌সীম্] কর্দ।
ব্যাহ্‌রে [ত্যাঘ্‌সীম্] ক্যার্দ।

[২] শেমীয় ভাষা—আরবী

শেমীয়-গোষ্ঠীর কোনও ভাষা ভারতবর্ষে প্রচলিত নহে। আরবী এই গোষ্ঠীর প্রধান ভাষা ; এতদ্ভিন্ন, হিব্রূ বা প্রাচীন ইহুদী ভাষা ও তৎসম্পৃক্ত ফিনীশীয় ও কার্থাজিনীয় ভাষা, সিরীয় ভাষা (প্রাচীন ও অর্বাচীন), প্রাচীন বাবিলনের (আক্কাদীয়) ও আসিরিয়া বা অসুর-দেশের ভাষা, দক্ষিণ-আরবে হিম্‌য়ারী বা সাবীয় ভাষা, এবং আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়ার প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা—এগুলি এই

গোষ্ঠীর ভাষা। আরবী কোরানের ভাষা, ভারতের মুসলমানদের ধর্মের এবং ধর্ম-সংক্রান্ত সংস্কৃতির ভাষা, এবং পৃথিবীর অন্যতম প্রধান সংস্কৃতি-বাহিনী ভাষা ; ফারসীর মধ্য দিয়া আরবী ভাষা পরোক্ষে ভারতের ভাষাগুলির উপর একটা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভারতে মুসলমানদের মধ্যে আরবীর চর্চা বিশেষ প্রবল, সেই জন্য আরবীর (প্রাচীন সাহিত্যিক আরবীর)-ও একটী নিদর্শন দেওয়া গেল।

'ইন্‌সান্থন্ কান, ল-হু -ব্‌নানি। ব্র-ক্বাল
মানুষ ছিল তাহাতে পুত্রদ্বয় (পুত্ৰৌ)। এবং-বলিল-সে

'অস্ব্‌ ঘরু-হুমা লি-'অবীহি—
তাহাদের-মধ্যে-কনিষ্ঠ তাহার-পিতা-প্রতি—

য়া 'অবী, 'আত্বি-নী -ল্‌-ক্বিস্‌ম -ল্‌-লধী
হে আমার-পিত', দাও-আমাকে ঐ-অংশ(ভাগ) যাহা

য়ুস্বীবু-নী ।মন্‌-'অল্‌-মালি। ফ ক্বসম
পহুঁছে-আমায় ঐ-সম্পত্তি-হইতে। এবং-ভাগ-করিল-সে

ল-হুমা মাঈশত-হু।
তাহাদের-জন্য তাহার-সম্পত্তিকে।

[৩] অজ্ঞাতমূল বুরুশাস্কি ভাষা

বুরুশাস্কি বা খাজুনা ভাষা উত্তর-কাশ্মীরের হুন্‌জা-নগর অঞ্চলে প্রচলিত (পৃঃ ৩৪ দ্রষ্টব্য)।

নিদর্শন—

হিন্ হিরে অল্‌তন্ য়ূ বুম্। ইনে জুট্
এক মানুষের দুই পুত্র ছিল। ঐ ছোট

য়ী য়ুয়র্ সেন্‌নীমী— লে অঘ্যা,
পুত্র পিতাকে বলিল— হে পিতা,

গুইমো গুসে মাল্ ৎসুম্ জা-অব্
তোমার-নিজের এই সম্পত্তি হইতে আমাকে

দেশ্‌কল্‌তস্ বীকিহ্ জা-অব্ জউ। ইনে
পড়ে যদি আমাকে আমায়-দাও। ঐ

হির্ ঈমো মাল্ তরঙ্গ ইত্তিমী।
মানুষ তার-নিজের সম্পত্তি ভাগ করিল।

[৪] দ্রাবিড় ভাষা-সমূহ

[ক] তমিল বা দ্রমিল (ন' র' = 'তালব্য' ন, র ; ল়ু = মূর্ধন্য-ল

ওরু মন়ু'ষন়ু'ক্কু ইরণ্ডু কুমারর্ ইরুন্দার্গল়ু। অবর্গল়ু-ইল্ ইল়ৈয়য়বন়্' তগপ্পন়্'-ঐ নোক্কি—তগপ্পন়্'-এএ, আস্তিয়িল্ এন়'ক্কু বরুম্ পঙ্গেই এন়'ক্কুৎ তর-বেণ্ডুম্, এন়্'র'ান়্'। অন্দপ্পডি অবন়্' অবর্গল়ু-উক্কুত্-তান় আস্তিয়ৈ-প্-পঙ্গিট্টুক্-কোডুত্তান়্'।

[খ] মালয়ালম্ বা কেরল—

ওরু মন়ুষ্যন়্ রণ্ডু মক্কল়ু উণ্ড্-আয়্-ইরুন়্। অদিল্ ইল়্যবন্ অপ্পনোডু —অপ্পা, বস্তুক্কল়িল্ এনিক্কু বর্-এণ্ডুন় পঙ্গু তরেণমে, এন় পর'ঞ্ঞ। অবন্-উম্ মুদলিয়ে অবর্ক্কু পগুদি-চেয়্‌তু।

[গ] কানড়ী বা কর্ণাটক—

ওব্ব মন়ুষ্যনিগে ইব্বরু মক্কল়ু-ইদ্দরু। অবর্-অল্লি চিক্কবন়ু তন্দেগে—তন্দেয়ে, আস্তিয়ল্লি ননগে বর-তক্ক পালন়ু ননগে কোডু, অন্দাগ, বহুকন় অবরিগে পাল্-ইট্টন়ু।

[ঘ] তেলুগু বা অন্ধ্র—

ৱোক মন্থষ্যু-নি-কি য়িদ্দরু কুমারু-লু ৱু ণ্ডিরি। ৱারি-লো চিন্নৱাড়ু —ওো তণ্ড্রি, আস্তি-লো না-কু ৱচ্চে পালু য়িম্ম্-অনি, তণ্ড্রি-তো চেপ্পিন্-অপ্পুডু আয়ন্, ৱারি-কি তন আস্তি-নি পঞ্চি পেট্টেন্থ।

[ঙ] ব্রাহুই (কলাৎ বলোচীস্থান)—

বন্দঘু-অস্-এ ইরা মার্ অস্সুর্। ওফ্‌তিআন্ চুনকা মার্ তেনা বাৱ-এ পারেে কি, বাৱহ্, মালান্ গিড়া-অস্ কি কনা বশ্‌খ্ মরেক্, কনে এতে। ওোতেনা কটিআ-এ ওোফ তি-তো' বশ খ্-করে।

এই চারিটী উন্নত ও সাহিত্যে ব্যবহৃত দ্রাবিড় ভাষা এবং একটী অনুন্নত ভাষা ব্রাহুই ভিন্ন, এই গোষ্ঠীর অন্য-ভাষার (গোণ্ড, ওরাওঁ, কন্ধ, মালের্, তুলু, কোড়গু, তোদা, প্রভৃতির) নিদর্শন দেওয়া হইল না।

[৫] অষ্ট্রিক অথবা দাক্ষিণ বা নিষাদ ভাষা-সমূহ

[১] কোল বা মুণ্ডা শাখা :

(১/০) 'হড়্' বা সাওঁতালী (':ক্, :চ', :ৎ বা :ত্, :প্'—বিশিষ্ট 'নিপীড়িত' ব্যঞ্জন-ধ্বনি ; ৗ—ইংরেজী hut, son শব্দের স্বরধ্বনি।)

মিঃৎ হড়-র‍্যান্ বারেআ কোড়া হপন্-কিন্ তাহেকান্-তাএ-আ। আর উন্-কিন্ ম-ত-র‍্যা হুডিঞিঃচ্-দ আপাৎ-অ্যা মেতাদ্-এআ—আ বাবা, ইঞ্-র‍্যা পাড়াওঃক্ মেনাঃক্-আঃক্-রেআঃক্ বাথ রা হ্যান্-অ্যাম্-কা-তিঞ্-ম্যা। আদ আইদারি- ত্যাঃত -অ্যা হাটিঞ-আঃত -কিন্-আ।

অন্য কোল শাখার ভাষাগুলি সাওঁতালীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবেই সম্পৃক্ত, ইহাদের মধ্যে পার্থক্য ততটা নাই। একটু দূরে থাকার জন্য কেবল কুর্কু-ভাষা কিছুটা পৃথক্ হইয়া গিয়াছে, এবং জুআঙ, শবর ও

গদব আরও একটু বেশী করিয়া, সাধারণ মুণ্ডা রূপ ও প্রকৃতি হইতে দূরে গিয়া পড়িয়াছে।

[২] মোন খ্মে র শাখা :

(২/০) খাসি বা খাসিয়া—

লা-দোন্ উ-ব্রেই উ-ব্রীর্, উ-বা লা-দোন্ আর্-
ছিল-সেথা এক মানুষ, যে(=যার) ছিল দুই

ঙুৎ কি'খুন্ শিন্-রাঙ্। উ-বা খাদ্দুহ উ লা-ওঙ,
জন সন্তান পুরুষ। যে শেষ(=ছোট) সে বলিল

হা উ-ক্যপা জোঙ্-উ——কো-পা, আই-নোহ্ হা
প্রতি পিতা নিজ, পিতা, দিয়া-দাও প্রতি

ঙা কা ব্যন্তা কা-বা হাপ্ ইআ ঙা। তে
আমাকে ঐ ভাগ (বাঁটা) যাহা পড়ে প্রতি আমাকে। তখন

উ লা-প্যন্-ইআ-ব্যন্তা হা কি কাথা উ
সে বাঁটিয়া-দিল প্রতি তাহাদের যাহা-কিছু সে(=তার)

দোন্।
ছিল।

(৬) কিরাত বা ভোট-চীন গোষ্ঠীর ভাষা-সমূহ।

[ক] বোদ্ অর্থাৎ ভোট বা তিব্বতী (দ্বুস্ বা যূ বা মধ্য-তিব্বত, সিকিম, ভোটান, খম্স্ বা পূর্ব-তিব্বত, ও লদখ্ বা পশ্চিম-তিব্বত)—

প্রথম ছত্রে তিব্বতী বানানের প্রত্যক্ষরীকরণ প্রদত্ত হইল, ইহা হইতে খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকের ভোট বা তিব্বতী উচ্চারণ বুঝা

যাইবে ; দ্বিতীয় ছত্রে মধ্য-তিব্বতী অঞ্চলে প্রচলিত আধুনিক উচ্চারণ দেওয়া হইয়াছে ; এই তৃতীয় ছত্রে বাঙ্গালা আক্ষরিক অনুবাদ।

মি	ঝিগ -ল	বু	গ ঞিস্	য়োদ্-প রেদ্ ।
মি	শিক্‌লা	পূ	ঞী	য়ো পা রে ।
মানুষ	একজনকে	পুত্র	দুই	ছিল ।

দে-দগ্ লস্	চুঙ্-ব	দেস্		রঙ্-গি
তে-দাক্-ল্যা	চুঙ্-বা	তে		রাঙ্-গি
তাদের-হইতে	ছোট	উহা দ্বারা		নিজ

ফ-ল	ঝুস্ প,	ঙঃ-ই	য়ব্,	ঙস্
ফা-লা	শ্যু-পা,	ঙা-ই	য়াপ্,	ঙ্যা
পিতাকে	বলিল	আমার	পিতা,	আমাদ্বারা

থোব্ পঃই	নোর্ স্কল্	ঙ-ল	গ্নোঙ্-	ঝিগ্ ।
থোপ্-পৈ	নোর্ কাল্	ঙা-লা	নোঙ্-	শিক্ ।
গ্রহণের	বিত্ত-ভাগ	আমাকে	দাও ।	

খোস্	রঙ্-গি	নোর্	দে-দগ্-ল	বগোস্-সো ।
খ্যো	রাঙ-গি	নোর্	তে-দাক্-লা	গ্যো-সো ।
তাহাদ্বারা	নিজ	বিত্ত	তাহাদিগকে	বিভক্ত-হইল ।

ভোট বা তিব্বতীর উপভাষা, ও ইহার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট, এই কয়টী ভাষা বা বুলী বিদ্যমান ; (১) বাল্‌তী বা বাল্‌তী-স্থানের ভোট ; (২) পুরিক্ ; (৩) লদখী বা পশ্চিমা তিব্বতী ; (৪) লাহ্‌লী ; (৫) দেন্-জোঙ-কে বা সিকিমের তিব্বতী ; (৬) স্পিতির তিব্বতী ; (৭) ঞম্‌কৎ ; (৮) জড ; (৯) গঢ়বালের ভুটিয়া ; (১০) কাগতে ; (১১) শর্‌পা (উত্তর-পূর্ব নেপাল), (১২) ল্‌হো-কে বা ভোটানের ভুটিয়া ; (১৩) খাম্ বা পূর্ব-তিব্বতী।

[খ] হিমালয়ের দক্ষিণ অঞ্চলের ভাষা-সমূহ—এগুলি দুই শ্রেণীতে পড়ে, যথা—

[১] শুদ্ধ হিমাচলীয় ভোট-চীন ভাষা—এই শ্রেণীর মধ্যে আসে নেপালের গুরুঙ্, মগরী, মুর্‌মী, সুন্‌বার, নেৱারী, পাহ রী, লেপ্ চা বা রোঙ, এবং টোটো। এগুলির মধ্যে একমাত্র নেপাল উপত্যকার নেৱারীই সুসভ্য এবং সাহিত্যামোদী জাতির ভাষা (? ৩-৪ লাখ) বাকী সবগুলির চর্চার এবং সাহিত্যের অভাব। বাঙ্গালা (মৈথিলী) ও দেবনাগরীর সহিত সম্পৃক্ত একটী বিশিষ্ট বর্ণমালায় নেৱারী ভাষা লিখিত হইত, এখন নেৱারীর অল্প-স্বল্প মুদ্রণ-কার্য্যে দেবনাগরীই ব্যবহৃত হয়। ইহাতে বহু সংস্কৃত শব্দ আছে।

(১/০) নেৱারী—

ছ মহ	মনুষ্য য়া	কায়	ম-চা	নী-মহ	দ-ঙ্গু
এক-জন	মানুষের	বালক	সন্তান	দুই-জন	হইয়া

চো ন।	চিক-টি-মহ	কায়ঁ	থও	ববা-য়া-কে,
ছিল।	ছোট	পুত্র-দ্বারা	নিজ	পিতাকে,

জি-গু	অংশ-ভাগ	জি ত	বি য়া দি স,
আমাকে	অংশ-ভাগ	আমাতে	দিন,

ধ ক	ধা ল।	ধায় তুহুঁ	ববা মহঁ
বলিয়া	বলিল।	বলিয়া-কিছু-পরেই	পিতা-দ্বারা

অংশ ভাগ	বি ল।
অংশ-ভাগ	দিল।

[২] অস্ট্রিক (দক্ষিণ)-গোষ্ঠীর ভাষার দ্বারা প্রভাবান্বিত Pronominalised অর্থাৎ সর্বনাম-গ্রন্থন-মূলক হিমাচলীয় ভোট-চীন ভাষাবলী

এই কয়টী শ্রেণীতে পড়ে, যথা—[ক] পূর্বী বা 'কিরান্তী' উপশ্রেণী—(১) ধীমাল্, (২) থামী, (৩) লিম্বু, (৪) য়াখা, (৫) খম্বু, (৬) বাহিঙ, (৭) খম্বুসম্পৃক্ত আরও ১৫টী উপভাষা, (৮) রাই, (৯) রায়ু, (১০) চেপাঙ, (১১) কুস্থন্দ, (১৪) ভ্রামু ও (১৫) থাকৃস্ত। [খ] পশ্চিমী উপশ্রেণীতে পড়ে—(১) কনবরী, (২) কনাশী, (৩) মন্‌চাটী বা পটনী, (৪) চম্বা লাহুলী, (৫) রঙ্গোলী, গোন্দ্‌লা বা তিনন্, (৬) বুনান্, (৭) রংকস্ বা সৌকিয়া খুন, (৮) দার্মিয়া, (৯) চৌদাংসী, (১০) ব্যাংসী ও (১১) জঙ্গলী। অল্পসংখ্যক করিয়া লোকে এই-সব অনুন্নত ভাষা বলে।

[গ] উত্তর-আসামের ভাষাসমূহ—

আসামের পার্বত্য অঞ্চলে, হিমালয়ের সানুদেশে বিদ্যমান। [১] আকা বা হ্রুস্‌সো, [২] আবর-মিরি ও দফ্‌লা, [৩] মিশ্‌মি—তিনটী উপজাতির ভাষা—চুলিকাটা বা তয়িঙ মিশ্‌মি, দিগারু মিশ্‌মি এবং মীজু মিশ্‌মি।

[ঘ] বড বা বোডো শ্রেণী—

এক সময়ে সমগ্র পূর্ব-বঙ্গ ও পশ্চিম-আসাম জুড়িয়া বোডো-ভাষী লোকেরা বাস করিত। আর্য্য-ভাষার প্রসারের ফলে এখন ইহার ক্ষেত্র বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। [১] উত্তর-পশ্চিম আসামে, ভোটানের দক্ষিণে আছে মেছ বা বোডো, [২] ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ বাঁকের পূর্বে আছে রাভা ও গারো (আচিক্ প্রভৃতি বিভিন্ন উপভাষা), [৩] ত্রিপুরা রাজ্যে টিপ্‌রা বা ত্রিপুরা, [৪] শিলচরের উত্তরে দীমা-সা, ও [৫] জৈন্তিয়া পাহাড়ের পূর্বে, গৌহাটী ও নওগাঁর মধ্যে, লালুঙ্, হোজাই ও বড়। ছয় লাখের উপর লোকে এখনও এই শ্রেণীর ভাষা বলে।

(৪) দীমা-সা (উত্তর কাছাড় জিলা)—

শ্-বাঙ শাও-শী বো-নী ব-শা-রাও শাও-গিন্নী দোঙ্-
মানুষ এক-জন তাহার পুত্রসমূহ দুই-জন তথায়-

বা। কা-শী-ব বো-নী বু-ফ জুঙ্ তুঙ্-বা, ঈ-লৈ তি-বা,
ছিল। ছোট তাহার পিতা নিকট গেল, এই-রূপ, বলিল,

'এহ বাবা, দনাঙ-হা লিঙ অঙ-কে নি-নী বোশ্তু-নী
'এ বাবা, পরে তুমি আমাকে তোমার সম্পত্তির (বস্তুর)

গজের্ রী-মুঙ দুহা রী-মা হম্-মুঙ।' বো-নী-ফারঙ্
অর্ধেক দিবে এখন দিতে ভাল-হয়।' তাহাতে

বু-ফ বো-নী বোশ্তু রোন্-বা ব-শা কাশী-ব-কে গজের্
পিতা তাহার সম্পত্তি ভাগ-করিল পুত্র ছোটকে অর্ধেক

রী-বা।
দিল।

[ঙ] নাগা-শ্রেণীর ভাষা—

বড বা বোডো এবং নাগা শ্রেণীর ভাষাগুলি পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পৃক্ত। শুদ্ধ, এবং অন্য শ্রেণীর ভোট-ব্রহ্ম ভাষার সহিত মিশ্রিত—এই দুই শ্রেণীর নাগা ভাষা আছে। শুদ্ধ নাগা বলে প্রায় তিন লাখ লোক; ইহার এই কয়টী শাখা—[১] পশ্চিমী—অঙ্গামী, সেমা, রেঙ্মা, কেঝামা; [২] মধ্য—আও, লুহোতা, তেঙ্সা, থুকুমি ও য়চুমি; [৩] পূর্বী—আঙরান্কু প্রভৃতি ৮টী উপভাষা। মিশ্র নাগা ভাষা এই কয় শ্রেণীতে পড়ে—[১] নাগা-বোডো—এম্পেও, কাবুই ও খোইরাও, তিনটী উপভাষা; [২] নাগা-কুকি—মিকির, গোপ্রোমা, তাঙখুল্, ও আরও চারিটী উপভাষা।

[চ] কাচিন শাখা—

ইহার মধ্যে আসে সিংফো বা কাচিন ভাষা—উত্তর-পূর্ব আসাম ও উত্তর-ব্রহ্ম সীমান্তে কথিত হয়, হুকঙ -নদীর উপত্যকায় ইহার কেন্দ্র। ইহাকে একপ্রকার ভারত-বহির্ভূত ভাষা বলিতে হয়।

[ছ] কুকি-চিন শাখা (৩০টীর উপর ভাষা ও উপভাষা)— (কুকি বা কুকী—বাঙ্গালা (ভারতীয়) নাম ; চিন্ = Khyeng খ্যেঙ বা ছ্যেন্, বর্মী নাম।)

[১] Meithei মেইতেই বা মণিপুরী—

ম্রি	আ-মা-গি	মা-চা	নি-পা	আ-নি
মানুষ	একজনের	তার-সন্তান	পুরুষ	দুই

লাই-রাম্মি।	মা-বুঙা-নি-গি	মা-রাক্-তা	মা-নাও
ছিল।	উভয়ের	মধ্যে	তার-পুত্র
আ-তোম্-বা	আ-হু-না	মা-পা-দা	হাই,
কনিষ্ঠ	তাহার-দ্বারা	তাহার পিতাকে	বলিল,
—পা-বা,	আই-না	ফাঙ -গা-দা-বা	লান্
বাবা,	আমার-দ্বারা	প্রাপ্তব্য	সম্পত্তি
সারুক্,	আ-হু	আই-ঙোন্-দা	পি-বি-যু।
অংশ,	উহা	আমাকে	দিন।
আ-হু-দা	মা-পা-না	মা-খোই	আ-নি-গি
তখন	তার-পিতার দ্বারা	তাহাদিগকে	দুইজনের

দা-মাক্	লান্-থুম	য়েল্-লে।
জন্য	সম্পত্তি	বিভাগ করিল।

লুশেই ভাষাও এই কুকি চিন্ শাখার অন্তর্গত। মণিপুরী বা মেইতেই, বিভিন্ন চিন্ উপভাষা (উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ, এই তিন শ্রেণীতে

বিভক্ত—লুশেই মধ্য চিন্ শ্রেণীতে পড়ে), এবং পুরাতন কুকি—এই কয়টী হইতেছে কুকি চিন্ শাখার শ্রেণী। মেইতেই এর নিজস্ব প্রাচীন লিপি ছিল, ইহা ভারতীয় লিপি হইতে জাত ; কিন্তু প্রায় ২০০ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা লিপিতেই মেইতেই লিখিত ও মুদ্রিত হইতেছে।

[জ] ম্রন্-মা (ব্যম্মা) বা বর্মী ভাষা—

প্রথম ছত্রে বর্মী-লিপিতে মূল বানানের বাঙ্গালা প্রতিলিপি—ইহা হইতে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের বর্মীর উচ্চারণ পাওয়া যাইবে। দ্বিতীয় ছত্রে আধুনিক বর্মী উচ্চারণ, তৃতীয় ছত্রে বাঙ্গালা অনুবাদ।

লূ	ত-য়োক্	ন্হিক্	সাঃ	ন্হচ্-য়োক্
লূ	টা-য়োক্	ন্হেক্	থা	ন্হিৎ-য়োক
মানুষ	এক-জন	-তে	পুত্র	দুই-জন

বৃহি-এঞ্ ০।	ঙয়্-সো	সাঃ-ক	মি-মি-এঞ্
শী-ই।	ঙোই-দও	থাগা	মি-মি-ই
(বাক্য-পরিপূরক)।	ছোটটী	পুত্র বলিল	তাহার-নিজ

অ-ভূ-কুই	ঈ-কৈ-	স্হই	প্রো-লে-এঞ্,
আফাগো	ই-গ্যা-	দো	প্যও-লাই-ই,
পিতাকে	ইহা	এইরূপে	বলিল

অ-ভ,	ক-নূইপ্	-র-থূইক্-সো
আ-ফা,	চু-নোক্	য়া-ঠেক্-দও
পিতা	দাসকে (আমাকে)	প্রাপ্তব্য

উচ্চা-পচ্চঞ্:	ম্যাঃ-কুই	ক্-নূইপ্-কুই
ঔক্সা-প্যিৎসিঃ	মিয়াঃ-গো	চু-নোক্-গো
সম্পত্তি	সমস্ত-তে	আমাকে

পে-পা।	থুই-অ-থা	অ-ভ	প্রচ্-স্-ক
পাই-পা।	ঠো-আ-থা	আ-ফা	প্যিৎ-থু-গা
দিয়া দাও।	তখন	পিতা	হয়েন-ইহাতে

মি-মি-এঞ্	উচ্চা-পচ্চঞ্ঃ	ম্যাঃ-কুই
মি-মি-ই	ঔক্সা-প্যিৎসিঃ	মিয়াঃ-গো
নিজ	সম্পত্তি	সমস্ত-তে

ক্কে-র‍্যে-	পেঃ-লুইক্-এঞ্।
কুঐ ইওয়ে	পে-লেক্-ই।
ভাগ-করিয়া	দিয়াছিলেন।

বর্মী, ভোট্-চীন ভাষা-গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম প্রধান সাহিত্যের ভাষা। খ্রীষ্টীয় দশম শতকে ইহা পগানের রাজা অনিরুদ্ধ ও তৎপুত্রদ্বয় রাজা চোলু (সওলু) ও রাজা ক্যন্-চচ্-সাঃ (চন্-জ্রিৎ-থা)-র আমলে লিপি-বদ্ধ হয়, তখন অস্ট্রিক-জাতীয় মোন্দের মধ্যে প্রচলিত ভারতীয় লিপি বর্মীরা গ্রহণ করে। রাখাইঙ্ বা আরাকানী ও অন্য কতকগুলি উপভাষা বর্মীর মধ্যে আসে। এগুলির মধ্যে ম উপভাষাটী চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে বিদ্যমান।

[ঝ] ভোট-চীন ভাষা-গোষ্ঠীর শ্যাম-চীন বিভাগ বা শাখার অন্তর্গত দৈ বা থাই ভাষা—

[১] আহম বা অসম (অহম)—১২২৮ খ্রীষ্টাব্দে অহম-জাতি উত্তর-ব্রহ্ম হইতে আসামে আসিয়া, আসাম-প্রদেশ জয় করে, এবং অহম-বংশীয় রাজগণ ইংরেজদের সময় পর্য্যন্ত আসাম-প্রদেশে রাজত্ব করিতে থাকেন। অহমেরা ক্রমে ক্রমে আর্য্য-ভাষা আসামী গ্রহণ করে,—অহম-ভাষা এখন প্রায় লোপ পাইয়াছে। ইহার পৃথক্ লিপি ছিল, এই লিপিতে

প্রাচীন অহম 'বুরঞ্জী' বা ইতিহাস-গ্রন্থ দুই-একখানি মুদ্রিতও হইয়াছে। অসম বা অহম নাম হইতে 'আসাম' প্রদেশের নামের উদ্ভব হইয়াছে।

[২] খাম্‌তী—উত্তর-পশ্চিম আসাম ও উত্তর-বর্মায় বিক্ষিপ্ত কয়েকটী স্বল্প-সংখ্যক উপজাতির ভাষা।

[৩] নোরা, তাইরঙ্‌, আইতোনিয়া, থাকিয়াল—উত্তর-পশ্চিম আসামে প্রচলিত অতি অল্পসংখ্যক লোকের ভাষা—খাম্‌তীর সহিত সম্পৃক্ত।

[৪] শান—উত্তর-বর্মায় দশ লাখের অধিক লোকের ভাষা। শ্যামীর এবং আহমের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত—শানকে শ্যামী ভাষারই রূপভেদ বলা যায়। বর্মীদের সহিত সংস্পর্শে আসার ফলে শান ভাষা বর্মী অক্ষরেই লেখা হয় (খাম্‌তীও তদ্রূপ বর্মী লিপি ব্যবহার করে।)।

পরিশিষ্ট [খ]

ভারত-রোমক বর্ণমালা

(An Indo-Roman Alphabet)

ভারতের সমস্ত ভাষা রোমান বা রোমক অক্ষরে লিখিবার একটী প্রস্তাব বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। এই প্রস্তাবটী আপাত-দৃষ্টিতে এমনিই অনাবশ্যক ও জাতীয়তা-বিরোধী যে, আমাদের দেশে সকলেই এই প্রস্তাব উত্থাপন-মাত্রেই তাহাকে জাতীয়তাবোধ-বর্জিত পাগলের প্রলাপ বলিয়া 'পত্রপাঠ' বর্জন করিয়া বসেন, তাহার সম্বন্ধে কোনও কথাই শুনিতে চাহেন না। কিন্তু প্রস্তাবটী উঠিয়াছে; যদিও এখন মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ইহার পক্ষে, এবং দেশের জনসাধারণ ইহার সম্বন্ধে উদাসীন অথবা ইহার বিরোধী, তথাপি আমার মনে হয়, শিক্ষিত জনগণের মধ্যে ধীরে ধীরে, অতি ধীরে, এদিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হইতেছে। তুর্কীদেশে আতা-তুর্ক্ গাজ়ী কমাল বা কামাল পাশা রোমান হরফ চালাইয়াছেন, সকলেই তাহার তারিফ করিতেছে—সমগ্র আরবী কোরানও তুর্কীরা রোমান হরফে ছাপাইয়াছে; ঈরান বা পারস্যেও রোমান অক্ষর গ্রহণের প্রস্তাব উঠিয়াছে, এবং ফারসী ভাষায় ইউরোপীয় স্বরলিপি ব্যবহৃত হয় বলিয়া, ঐ স্বরলিপির সহিত যে-সব ফারসী গান প্রকাশিত হয়, বাধ্য হইয়া সেগুলি রোমান হরফেই লিখিত ও মুদ্রিত হইতেছে। একটা সুপ্রতিষ্ঠিত ভাষার অক্ষর বদলাইয়া যে রোমান অক্ষর গ্রহণ করা যায়, খবরের কাগজ যাঁহারা পড়েন তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। জিনিসটা বাহিরের জাতিদের সম্বন্ধে আর নূতন নয়। কিন্তু এখন ঘরে রোমান অক্ষর গ্রহণের কথা উঠিলে অনেকে

সেটা বরদাস্ত করিতে পারেন না, ব্যাপারটা তলাইয়া বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টাও করেন না।

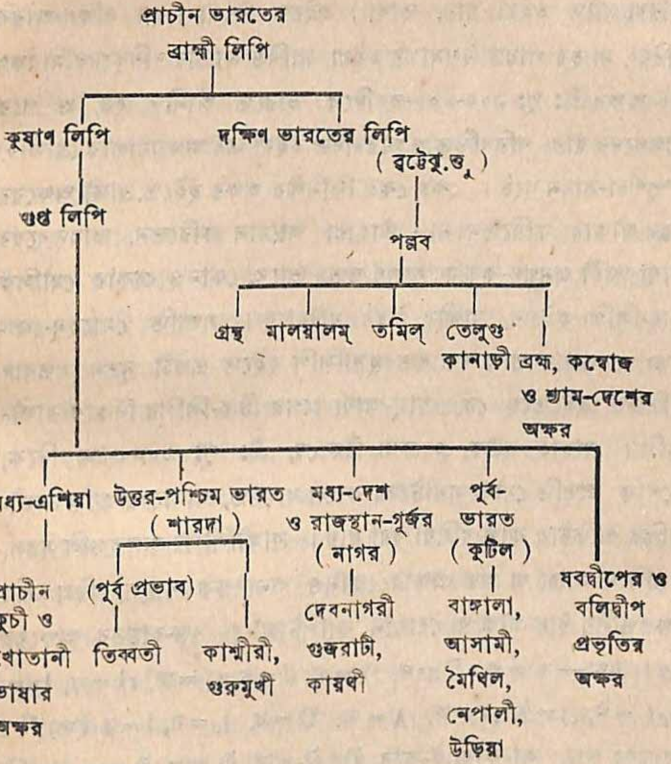
কংগ্রেস-গৃহীত নেহরু কমিটির রিপোর্টের এই মন্তব্যটী এক-প্রকার সর্বজন-গৃহীত হইয়া গিয়াছে যে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্র-ভাষা হইবে হিন্দুস্থানী, এবং এই হিন্দুস্থানী দেবনাগরী **অথবা** আরবী (উর্দু) হরফে লেখা হইবে। বিগত কলিকাতার কংগ্রেসে সর্বদল-সম্মেলনে একজন পশ্চিমা মুসলমান সদস্য একটী সংশোধক প্রস্তাব আনয়ন করেন যে, এই রাষ্ট্র-ভাষা হিন্দুস্থানী, দেবনাগরী **এবং** আরবী উভয় প্রকার হরফে লেখা হইবে। অর্থাৎ আরবী হরফ লোকে পড়িতে পারুক্ না পারুক্, যেখানে জাতীয় রাজনৈতিক দলের অথবা জাতীয় শাসন-তন্ত্রের কোনও বিজ্ঞাপন, বিধি অথবা প্রস্তাব হিন্দুস্থানী ভাষাতে প্রচারিত হইবে, সেখানে অধিকন্তু আরবী অক্ষরেও তাহা প্রকাশিত করিতে হইবে। সর্বদল-সম্মেলনে এই সংশোধক প্রস্তাব নাকচ হইয়া যায়। তারপরে একজন সিন্ধী হিন্দু প্রতিনিধি প্রস্তাব করেন যে রাষ্ট্র-ভাষা হিন্দুস্থানী কেবল রোমান অক্ষরে লিখিত হইবে। বাঙ্গালী হিন্দু প্রতিনিধি বিধায়, আমিও এই প্রস্তাব সমর্থন করি; কিন্তু আর সকলেই বিপক্ষে থাকায়, এই প্রস্তাবও নাকচ হইয়া যায়। কিন্তু রোমান অক্ষর গ্রহণের কথাটা কংগ্রেসের মধ্যে এইভাবে ধামা-চাপা পড়িয়া গেলেও, কংগ্রেসের বাহিরে দুই-চারিজন করিয়া ব্যক্তি এই বিষয়ে অনুকূল মত পোষণ করিতেছেন। এই বৎসর (১৯৩৪ সালে) ফরিদপুরে বাঙ্গলা দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যাপকদের একটী সম্মেলন হয়, তাহাতে বাঙ্গালা ভাষা লিখনের জন্য বাঙ্গালা অক্ষরের পরিবর্তে রোমান অক্ষরের প্রচলন অনুমোদন করিয়া একটী প্রস্তাব আসে, ৩২ জন সদস্য প্রস্তাবের বিপক্ষে ও ২৫ জন প্রস্তাবের পক্ষে থাকায় তাহা পরিত্যক্ত

হয়। আমার বিশ্বাস, এই ২৫ জনের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া চলিবে। বঙ্গদেশের এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও সর্বজন-সমাদৃত লেখক—একধারে তিনি বৈজ্ঞানিক ও আভিধানিক এবং রস-রচয়িতা—তিনি আমায় বলিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহার হাতে কামাল পাশার মত ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে আইন করিয়া দেশে বাঙ্গালা ভাষায় তিনি রোমান অক্ষর প্রচলন করাইতেন। আবার এ-রকম বিরোধী লোকও আছেন, হাতে ক্ষমতা থাকিলে তাঁহারা রোমান লিপির সমর্থকদিগকে জেলে পাঠাইতেন।

ভারতে রোমান-অক্ষর-প্রচলন ব্যাপারটা এখন একটা জাতীয় সমস্যা বা কর্তব্যের পর্যায়ে নীত হয় নাই; কিন্তু যেরূপ হাওয়া বহিতেছে, তাহাতে মনে হয় যে, অচিরে ইহা আমাদের দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে একটা প্রধান স্থান লইয়া বসিবে। বাঙ্গালা অক্ষরের বদলে আমাদের মাতৃভাষায় রোমান অক্ষর চালাইলে আমাদের লাভ ও লোকসান কি কি হইবে, এবং তাহা করা সম্ভব কিনা, ও করিবার চেষ্টা করা আমাদের উচিত কিনা, তাহা আমাদের বিচার করিয়া দেখা উচিত।

আমাদের ভারতীয় লিপি ও রোমান লিপির ইতিহাস তথা ইহাদের অন্তর্নিহিত প্রণালী বা পদ্ধতি একটু বিচার করিয়া দেখা যাউক্। আধুনিক ভারতবর্ষের ও বহির্ভারতের লিপিগুলির ইতিহাস-মূলক সম্বন্ধ, মোটামুটি-ভাবে পরের পৃষ্ঠায় প্রদত্ত বংশপীঠিকা-মত।

ব্রাহ্মীলিপি ভারতের সর্ব-প্রাচীন লিপি যাহা আমরা পাঠ করিতে পারি—ইহাই ভারতের আর্য্য-ভাষার সহিত সংশ্লিষ্ট প্রাচীনতম লিপি। আমাদের হিন্দু সভ্যতার ইতিহাস ।বশেষ প্রাচীন। পুরাণে খ্রীষ্ট-পূর্ব বহু সহস্র বৎসরের কথা বলে, কিন্তু ভারতবর্ষে খ্রীঃ পূঃ ৩০০-র



পূর্বেকার আর্য্য ভাষায় রচিত কোনও লেখা এখনও মিলে নাই ও পঠিত হয় নাই। মৌর্য্য যুগের ব্রাহ্মীকেই উপস্থিত ক্ষেত্রে আধুনিক ভারতীয় লিপি-সমূহের আদি বলিতে হয়। ব্রাহ্মীলিপির উৎপত্তি লইয়া মত-ভেদ আছে। এতাবৎ প্রায় সকলেই মনে করিতেন, ইহা ফিনিশীয় অক্ষর (যাহা খ্রীঃ পূঃ ১০০০-এর পূর্বেই সিরিয়া দেশের Phœnicia ফিনিশীয়া প্রদেশে প্রচলিত শেমীয় গোষ্ঠীর ফিনিশীয় ভাষাকে আশ্রয়

করিয়া গঠিত হইয়া যায়, তাহা) হইতে উৎপন্ন; হয় দক্ষিণ-আরব ঘুরিয়া, না হয় পারস্য উপসাগর হইয়া, দ্রাবিড় জাতীয় বণিক্‌দের মারফৎ এই অক্ষর খ্রীঃ পূঃ ৯০০-৮০০-র দিকে ভারতে আনীত হয়, ও পরে ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া এই অক্ষরমালার (ব্রাহ্মীর) সম্পূর্ণতা-সাধন ঘটে। কেহ কেহ ফিনিশীয় অক্ষর হইতে ব্রাহ্মী অক্ষরের উদ্ভব স্বীকার করিতেন না; তাঁহারা অনুমান করিতেন, ভারতবর্ষের আর্য্য-ভাষী জনগণ-কর্তৃক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে, কোনও প্রকার মৌলিক চিত্র-লিপি হইতে, ব্রাহ্মীর উদ্ভব ঘটিয়াছে। সম্প্রতি মোহেন্-জো-দড়ো ও হড়প্পায় প্রাপ্ত শত শত মুদ্রালিপি হইতে একটী নূতন মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে যে, প্রাগ্-আর্য্য যুগের চিত্র-লিপির বিকাশ ব্রাহ্মী-লিপি। যাহাই হউক, এ কথা ঠিক যে, খ্রীঃ পূঃ ১০০০-এর দিকে, অশোক প্রভৃতি মৌর্য্য সম্রাটদের কালে ব্যবহৃত, আমাদের প্রাপ্ত ব্রাহ্মী-লিপির প্রতিষ্ঠার কাল বলিয়া ধরা যায়। ব্রাহ্মীলিপির অক্ষরগুলি সরল, এগুলিতে মাত্রা বা অন্য প্রকার কোনও অনাবশ্যক বাহুল্য ছিল না; অক্ষরগুলির ছাঁদ গ্রীক বা রোমান 'কাপিটাল' বা বড়-হাতের অক্ষরের মত। যথা—+ = ক, ℸ = খ, ∧ = গ, d = চ, ℇ = জ, ɦ = ঝ, ħ = ঞ, (= ট, O = ঠ, ┙ = ড, ⅄ = ত, D = ধ, ⊥ = ন, l = র ইত্যাদি। স্বরবর্ণের জন্য, আ-কার, ই-কার, দীর্ঘ ঈ-কার, উ-কার, ঊ-কার প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ চিহ্ন ব্যঞ্জন বর্ণের গায়ে মাথায় পায়ে লাগানো হইত। এই পদ্ধতি এখনও ভারতীয় অক্ষরে বিদ্যমান।

ব্রাহ্মী বর্ণগুলির সারল্যের মধ্যে একটা ভাস্কর্য্য সুলভ গুণ বিদ্যমান। এই অনাড়ম্বর অক্ষর, ছেনীর দ্বারা আস্তে আস্তে পাথরের উপরে না কাটিয়া, তাড়াতাড়ি করিয়া ভূর্জত্বক্ বা তালপত্রের উপরে লিখিবার ফলে, উহার রূপ বদলাইতে লাগিল, অক্ষরগুলি ক্রমে কুণ্ডলাকৃতি ও

জটিল হইতে লাগিল। হাতের লেখায় অক্ষরের যে দশা অবশ্যম্ভাবী, তাহা ঘটিল। ক্রমে এই অক্ষরমালা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নানা প্রাদেশিক অক্ষরে পরিণত হইল। ব্রাহ্মীর সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, এই-সমস্ত প্রাদেশিক অক্ষর ক্রমে বিশেষ জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পূর্বে সাধারণতঃ ভ্রান্ত ধারণা ছিল, এবং এখনও অনেকের মধ্যে এই ধারণা আছে যে, বাঙ্গালা অক্ষর দেবনাগরী হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু দেবনাগরী অক্ষর বাঙ্গালার পূর্ব রূপ নহে; নাগর বা দেবনাগরী, বাঙ্গালা অক্ষরের সোদর-স্থানীয়। উভয়ের উদ্ভব প্রায় একই কালে, এখন হইতে মাত্র এক হাজার বৎসর পূর্বে। ব্রাহ্মী অক্ষর এখন হইতে আড়াই হাজার বছর পূর্বেকার, এ কথা বলা চলে। ভারতবর্ষে লিপির ইতিহাস হইতেছে ক্রমবর্ধনশীল জটিলতার ইতিহাস।

ওদিকে রোমান লিপিকে যেরূপে আমরা পাইতেছি; তাহা তাহার প্রাচীনতম রূপ হইতে বিশেষ পরিবর্তিত হইতে পারে নাই। ফিনিশীয় অক্ষর হইতে খ্রীঃ পূঃ ৮০০-র দিকে গ্রীক অক্ষরের উদ্ভব। দক্ষিণ ইটালিতে উপনিবিষ্ট গ্রীকদের নিকট হইতে রোমের অধিবাসিগণ ইহার ২।১ শত বৎসরের মধ্যে লিপিবিদ্যা শিক্ষা করে, রোমানদের হাতে গ্রীকলিপি ঈষৎ পরিবর্তিত হইয়া রোমান লিপিতে পরিণত হয়। প্রথম রোমান লিপিতে কেবল 'কাপিটাল' বা বড়-ছাঁদের অক্ষরগুলিই ছিল; এই বড়-ছাঁদের অক্ষর এখনও প্রায় অবিকৃত রূপে বিদ্যমান—যীশু-খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে যে রূপটী ছিল, সেই রূপটী এখনও বিদ্যমান। খ্রীষ্ট-জন্মের ২০০।৩০০ বৎসর পরে রোমান অক্ষরের minuscules বা small letters অর্থাৎ ছোট হাতের অক্ষরগুলির উদ্ভব হয়—দ্রুত-লিখন-চেষ্টার ফলে। এই 'ছোট হাতের অক্ষর'ও প্রায়

অবিকৃত আছে। মোটা কলমে একটু বাহার দেখাইয়া লিখিবার চেষ্টায় ইউরোপে মধ্য যুগে রোমান অক্ষরের চেহারা একটু বদলাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু মূল রোমান লিপির সারল্যটুকু লোকে এখনও বিস্মৃত হয় নাই। এখনও জরমানীতে এই মোটা ছাঁদের বাহারে' অক্ষর কিছু কিছু চলে. কিন্তু জরমানির লোকেরা এই বাহারে' অক্ষর বহুশঃ বর্জন করিয়া সরল রোমান অক্ষরই গ্রহণ করিতেছে। ইহাই হইল সংক্ষেপে রোমান লিপির ইতিহাস।

ভারতবর্ষে পোর্তুগীসদের আগমনের সময় হইতে এদেশে রোমান অক্ষরের আগমন। রোমান অক্ষর ইউরোপীদের ভাষার বাহন বলিয়া সারা জগৎ জুড়িয়া ইহার প্রতিষ্ঠা। সঙ্গে সঙ্গে, ইউরোপীয় খ্রীষ্টান মিশনারিদের চেষ্টায়, এবং জগৎ ব্যাপিয়া ইউরোপীয়দের ছড়াইয়া পড়ায়, বহু নিরক্ষর ভাষা প্রথম রোমান অক্ষরেই লিখিত হইয়াছে। এরূপটী ভারতীয়দের দ্বারাও কতক পরিমাণে হইয়াছিল ; প্রাচীন কালে হিন্দু (ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ও বৌদ্ধ) প্রচারক ও বণিক্‌দের প্রভাবের ফলে যেমন মধ্য এশিয়া, তিব্বত, ব্রহ্ম, শ্যাম, কম্বোজ, .মালয়, সুমিত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, সেলেবেস্, ফিলিপীন প্রভৃতি দেশে তত্তৎ স্থানের ভাষা লিখনের জন্য ভারতীয় বর্ণমালা প্রসার লাভ করিয়াছিল। ইদানীং কতকগুলি জাতি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া নিজ নিজ প্রাচীন অক্ষর পরিত্যাগ করিয়া রোমান লিপি গ্রহণ করিয়াছে বা করিবার চেষ্টা করিতেছে। তুর্কীরা ইতিমধ্যেই করিয়াছে,—পারস্যে, জাপানে, ও কতক পরিমাণে চীনদেশেও এই চেষ্টা চলিতেছে।

রোমান ও ভারতীয় লিপির অন্তর্নিহিত লিখন প্রণালীর মধ্যে একটু পার্থক্য আছে—সেটুকু প্রথম বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। এই দুইটী বিষয়ে এই পার্থক্যগুলি লক্ষণীয়—

[১] ভারতীয় লিপিতে স্বরবর্ণকে ব্যঞ্জনবর্ণের তুল্য মর্য্যাদা দেওয়া হয় না। 'ক' = 'ক্ + অ'—এই অক্ষরে ব্যঞ্জন 'ক্' মুখ্য রূপে, ও স্বরধ্বনি 'অ' গৌণরূপে লিখিত, অ-কার ব্যঞ্জনের গায়ে অন্তর্নিহিত হইয়া আছে। 'কা, কি, কু, কে' ইত্যাদি স্বর-যুক্ত 'ক' ধ্বনির লিখনে, স্বরধ্বনি-দ্যোতক অক্ষরগুলি ব্যঞ্জনের আশ্রিত, এগুলি তাহার আশে-পাশে পায়ে মাথায় কোনও রকমে স্থান করিয়া রহিয়াছে। ভারতীয় লিপিতে স্বরধ্বনির বর্ণ দুই প্রস্থ করিয়া বিদ্যমান—এক প্রস্থ, যখন স্বরধ্বনি শব্দের আদিতে (ক্বচিৎ মধ্যে) থাকে, তখন লিখিত হয় (অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ); অন্য প্রস্থ যখন ব্যঞ্জনের পরে আসে তখন লিখিত হয় (া, ি, ী, ু, ূ, ৃ, ৢ, ে, ৈ, ো, ৌ)। ইহার ফলে এই হইয়াছে যে, ভারতীয় লিপির আধার হইতেছে, স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি মিলিত করিয়া সৃষ্ট 'অক্ষর', পৃথক্ স্বতন্ত্র-স্থিত স্বর- ও ব্যঞ্জনধ্বনি-বাচক 'বর্ণ' নহে। যেমন 'চতুর্থ' এই শব্দে তিনটী অক্ষর—'চ—তু—র্থ'; প্রত্যেকটী অক্ষরকে আবার ব্যঞ্জন ও স্বরে বিশ্লেষ করিতে পারা যায়। রোমান অক্ষরে কিন্তু প্রত্যেক অক্ষর একা একটী স্বতন্ত্রাবস্থিত স্বর- বা ব্যঞ্জন-ধ্বনির প্রতীক—যথা—caturtha—c-a-t-u-r-th-a = c(চ্)-a(অ)-t(ত্)-u(উ)-r(র্)-th(থ = ত্ + হ্, মহাপ্রাণ ত্)-a(অ)।

[২] ভারতীয় লিপিতে ব্যঞ্জনের পরেই ব্যঞ্জন-ধ্বনি আসিলে, দুইটী বা ততোঽধিক ব্যঞ্জনের বর্ণকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া মিলিত করিয়া 'সংযুক্ত বর্ণ' গঠিত করা হয়। অনেক সময় সংযুক্ত বর্ণগুলি সম্পূর্ণ নূতন অক্ষরের রূপ ধারণ করিয়া বসিয়াছে। যথা—'ক্ + ত্' = 'ক্ত'; 'হ্ + ম্' = 'হ্ম'; 'র্' + 'ম্' = 'র্ম'; 'ক্ + র্' = 'ক্র'; ইত্যাদি। ইহাতে শিক্ষণীয় অক্ষরের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে—নূতন নূতন বহু অক্ষর শিক্ষার্থীকে আয়ত্ত করিতে হয়। মাতৃভাষার পঠন শিক্ষা করিতে গেলে, সাধারণতঃ

বাঙ্গালী বা হিন্দীভাষী ছেলেকে দুই বৎসর ব্যয় করিতে হয়। রোমান অক্ষরে এ বালাই নাই : k + t = kt, h + m = hm, r + m = rm, k + r = kr ; বাঙ্গালায় 'অ + ত্ + য় + উ + ক্ + ত্ + ই' = 'অত্যুক্তি', কিন্তু রোমানে a + t + y + u + k + t + i = atyukti—কোনও ঝঞ্ঝাট নাই।

স্বরবর্ণের গৌণত্ব, তথা সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের অবস্থান—এই দুই কারণে ভারতীয় অক্ষরের সাহায্যে ভাষার শব্দের বিশ্লেষণ দেখানো একটু কষ্টকর হইয়া উঠে। শব্দের বিশ্লেষণ দুই উপায়ে হয়—[১] ধ্বনির বিশ্লেষণ, [২] রূপ বা ধাতু-প্রত্যয়ের বিশ্লেষণ। যেমন 'রাখিলাম' ra'khila'm শব্দ ; [১] ধ্বনি-মূলক বিশ্লেষণ—'র্-আ-খ্-ই-ল্-আ-ম্' ; [২] ধাতু-প্রত্যয়ের বিশ্লেষণ—যথা '(ধাতু) রাখ্ + (অতীত-বাচক প্রত্যয়) ইল্ + (পুরুষ-বাচক তিঙ্-প্রত্যয়) আম্'। এইরূপ বিশ্লেষণ রোমান লিপিতে ভারতীয় লিপি অপেক্ষা সহজে দেখান যায়। যথা—[১] r-a'-kh-i-l-a'-m ; [২] ra'kh-il-a'm ; এই জন্য ভাষা-শিক্ষার পক্ষে রোমান লিপির উপযোগিতা অনেক বেশী।

স্বরবর্ণ পৃথক্ করিয়া লিখায়, রোমান লিপিতে একটু স্থান বেশী লাগে (নিম্নে দ্রষ্টব্য—বাঙ্গালা লিপিতে ১৫ লাইনের স্থলে রোমানে ২২৷৷০ লাইন) ; কিন্তু লেখা সুখপাঠ্য হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; এবং 'ক্ষ, ক্ত, ক্ষ্ম', প্রভৃতি চীনা অক্ষরের অনুকারী জটিল অক্ষরের হাত হইতে আমরা উদ্ধার পাই।

রোমান লিপির আর একটী গুণ আছে—ইহার বর্ণগুলির গঠন অতি সরল ; দেবনাগরী ও বাঙ্গালার যে কোনও অক্ষরের সহিত তুলনা করিলে ইহা বুঝা যাইবে। যেমন, তুলনা করা যায়—इ, ই = i ; क, ক = k ; म, ম = m ; ह, হ = h ; ल, ল = l ; र, র = r ; स, স = s ; त, ত = t ; ইত্যাদি।

ভারতীয় লিপি কিন্তু একটী বিষয়ে রোমান লিপির বহু উর্ধ্বে অবস্থিত—ইহা হইতেছে, বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে ভারতীয় বর্ণমালার অক্ষরের সমাবেশ বা ক্রম। ইহাতে স্বরবর্ণগুলি প্রথম প্রদত্ত হইয়াছে; তদনন্তর ব্যঞ্জনবর্ণগুলি—মুখ-বিবরের অভ্যন্তর বা কণ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চারণ-স্থান ধরিয়া তালু, মূর্ধা, দন্ত, ক্রমে মুখ-বিবরের বাহিরে ওষ্ঠ পর্য্যন্ত আসিয়া, কণ্ঠ্য, তালব্য, মূর্ধন্য, দন্ত্য, ওষ্ঠ্য—এই পাঁচটী স্পর্শ-বর্ণের বর্গ; প্রতি বর্গে আবার অঘোষ (যথা—ক, খ) এবং ঘোষবৎ (যথা—গ, ঘ), তথা নাসিক্য (যথা—ঙ)—এবং অঘোষ অল্পপ্রাণ (ক), অঘোষ মহাপ্রাণ (খ), ঘোষবৎ অল্পপ্রাণ (গ), ঘোষবৎ মহাপ্রাণ (ঘ), এই হিসাবে, বর্গের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ সজ্জিত। স্পর্শবর্ণের পরে অন্তঃস্থ বর্ণ (য, র, ল, ব—ইংরেজীতে যেগুলিকে liquids and semivowels বলে), তদনন্তর উষ্মবর্ণ (শ, ষ, স, হ—ইংরেজীতে spirants বলে)। এইরূপ বিজ্ঞান-সম্মত বর্ণ-ক্রম পৃথিবীর আর কোনও বর্ণমালায় নাই। এই বর্ণ-ক্রমটুকু প্রাচীন ভারত হইতে প্রাপ্ত এক অতি মূল্যবান্ রিক্থ, ইহা আমরা কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারি না। এই শুদ্ধ বর্ণ-ক্রমের সমক্ষে রোমান লিপির বর্ণ-ক্রম দাঁড়াইতেই পারে না। রোমান লিপির বর্ণগুলি, a b c d e f g h i-ক্রমে যেমন তেমন করিয়া খামখেয়ালী ভাবে সাজানো।

যদি আমরা রোমান বর্ণগুলি গ্রহণ করি, সেগুলিকে নূতন করিয়া আমাদের ভারতীয় বর্ণমালার ক্রম অনুসারেই সাজাইয়া লইব।

প্রচলিত রোমান বর্ণমালায় ভারতীয় বর্ণমামালার সমস্ত ধ্বনির নির্দেশ হওয়া সম্ভব নহে—উহার বর্ণ-সংখ্যা খুব কম। এক্ষেত্রে, প্রচলিত রোমান বর্ণমালায় কতকগুলি বিশেষ নির্দেশক-চিহ্ন দিয়া, ইহাকে

ভারতীয় বর্ণমালার প্রত্যক্ষরীকরণের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। তাহাতে কোনও অসুবিধার কারণ নাই।

প্রশ্ন হইতেছে, আমাদের ভারতীয় বর্ণমালা ছাড়িয়া রোমান বর্ণমালা লইতে যাইব কেন? তাহাতে লাভ কি? লাভ থাকিলেও, এরূপ করা জাতীয়তার বিরোধী হইবে কি না? আমরা হিন্দুরা ধর্মের সঙ্গে আমাদের ভারতীয় বর্ণমালার একটী যোগ নির্ধারিত করিয়া লইয়াছি। তান্ত্রিক বীজমন্ত্র—'ওঁ, হ্রীং, ক্লীং, ঐং, হূং' ইত্যাদি, ভারতীয় বর্ণমালায় লিখিয়া থাকি। এগুলিও রোমানে লিখিব, এরূপ স্বপ্নের অগোচর কথা কেহ কি প্রস্তাবও করিতে পারে? দেশীয় অক্ষরে আমরা নিজেরা তো কিছু বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেছি না; কেন বিদেশীয় অজ্ঞাত জিনিসের মোহে নিজের পরিচিত জিনিস ছাড়িয়া দেই?

আমার নিজের মনে হয়, রোমান অক্ষর গ্রহণ করিলে আমাদের সুবিধা অনেক হইবে; এবং জিনিসটী তলাইয়া বিচার করিয়া দেখিলে ও যে-ভাবে রোমান অক্ষর আমাদের উপযোগী করিয়া লইবার প্রস্তাব আমি করিতেছি সে-ভাবে রোমান অক্ষর গ্রহণ করিলে, ইহাতে আমাদের জাতীয়তা-বোধের বিরোধী কিছুই থাকিবে না। ইহার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি একে একে বিচার করিয়া দেখা যাক।

প্রথম, রোমান অক্ষর গ্রহণ করিলে মাতৃভাষা তথা বিদেশী ভাষা শিক্ষার পথ খুবই সহজ হইয়া যাইবে। বই-ছাপানোও অপ্রত্যাশিত-ভাবে সহজ, সরল ও সুলভ হইয়া যাইবে। এখন বাঙ্গালা ছাপিতে গেলে প্রায় ৬০০ বিভিন্ন টাইপের দরকার হয়। দেবনাগরী 'কল-কতিয়া' হরফে ছাপাইতে গেলে ৭০০ বিভিন্ন টাইপ চাই, 'বোম্বাইয়া' হরফে ৪৫০ টাইপ চাই। রোমানে ইংরেজী ও অন্য ইউরোপীয় ভাষা ছাপিতে সাকল্যে খাড়া ও তেরছা ছাঁদের দুই প্রস্থ করিয়া capital

letter ও small letter প্রভৃতিতে প্রায় ১৫০ টাইপের দরকার হয়। আমি যে-ভাবে ভারতীয় ভাষার জন্য রোমান অক্ষর ব্যবহার করিতে বলি (আমার পদ্ধতি পরে প্রদত্ত হইতেছে), তাহাতে অনধিক চল্লিশটী অক্ষরেই সব কাজ চলিবে। কোথায় চল্লিশটীর চেয়েও কম অক্ষর, আর কোথায় ছয় শত অক্ষর! ইহার দ্বারা ছাপার ব্যয়-সংক্ষেপ ও সময়-সংক্ষেপ কত হইবে, তাহা অনুমান করা যায়। তারপর, চল্লিশটী অক্ষর চিনিয়া লইলেই মাতৃভাষা পড়িতে পারা যাইবে—সেটীও কম কথা নহে। দুই বৎসর ধরিয়া 'বর্ণপরিচয়, প্রথমভাগ' ও 'বর্ণপরিচয়, দ্বিতীয়-ভাগ' সাঙ্গ করিয়া তবে বাঙ্গালীর ছেলে মাতৃভাষায় লেখা বা ছাপা পূর্ণরূপে পড়িতে সমর্থ হয়। আমার প্রস্তাবিত রোমান হরফের সাহায্যে সাধারণ বুদ্ধিমান্ ছেলে ৩।৪ মাসের মধ্যেই সমস্ত পড়িতে পারিবে।

'ক', 'খ', 'চ',—এইরূপ আকারের অক্ষরের বিশেষ কোনও মাহাত্ম্য নাই; এগুলির সঙ্গে কেবল আমাদের ৮।৯ শত বৎসরের অতীত ইতিহাসের যোগ আছে, একটুকু মাত্র। যদি প্রাচীনত্ব ধরিতে হয়, তাহা হইলে দেবনাগরী বা বাঙ্গালা 'ক, খ, চ' প্রভৃতি বর্জন করিয়া ব্রাহ্মীকেই গ্রহণ করিতে হয়। 'ক'-এর যদি একটী সংক্ষিপ্ত, সহজ-লিখনযোগ্য আকার ব্যবহার করি, তাহাতে ক্ষতি কি? আর এই আকার যদি রোমানের k-র আকারই হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? 'ক' না লিখিয়া, পরিবর্তে k লিখিব; k হইবে আমাদের 'ক'—k-কে আমরা বলিব 'ক'—ইংরেজেরা যেমন এই অক্ষরের নাম করিয়াছে kay 'কে', সে-রকম 'কে' নাম আমরা দিব না। 'গ'-র নূতন রূপ হিসাবে g গ্রহণ করিব; 'g'—এই চিহ্নের নাম দিব 'গ'—ইংরেজদের মত ইহাকে jee 'জী' বলিব না, ফরাসীদের মত g-কে zhi বলিব না, স্পেনীয়দের মত g-কে *khe* 'খে' নাম দিব না। 'হ'-এর নূতন রূপ

হিসাবে যদি h গ্রহণ করিয়া, 'h' এই চিহ্নকে 'হ' বলি—ইংরেজদের মত aitch 'এইচ্' না বলি, ফরাসীদের মত ache 'আশ্' না বলি, স্পেনীয়দের মত ache 'আচে' না বলি, তাহা হইলে কি আসে যায়? সরলতর বিধায়, রোমান বর্ণগুলিকে দেশী নামে আমাদের ভারতীয় বর্ণসমূহের নব রূপ বা প্রত্যক্ষর হিসাবে গ্রহণ করিব; এবং অক্ষরগুলিকে আমাদের ভারতীয় বর্ণমালার 'অ আ, ক খ'-আদি ক্রমে সাজাইব। ইহাতে ভারতীয় পদ্ধতি—ইহার বর্ণ-ক্রম—বজায় থাকিবে, ভারতীয় নাম বজায় থাকিবে, আবার লেখা সহজ হইবে। এরূপ করিলে জাতীয়তা-বোধ ক্ষুণ্ণ হইবার কোনও কারণ ঘটিবে না।

সাধারণতঃ 'ভারতীয় রোমান' বা 'ভারত-রোমক' বর্ণমালা ব্যবহৃত হইলেও, প্রাচীন ভারতীয় লিপি একেবারে বর্জিত হইবে না। তান্ত্রিক মন্ত্রাদি লিখনের জন্য, অলঙ্করণের জন্য, নানাভাবে ভারতীয় লিপি (দেবনাগরী, বাঙ্গালা, তেলুগু, গ্রন্থ প্রভৃতি) ব্যবহৃত হইবার কোনও বাধা নাই। বিশেষ কার্য্যের জন্য কতকগুলি পণ্ডিত লোক, দেশের প্রাচীন বর্ণমালা বলিয়া এক বা একাধিক ভারতীয় বর্ণমালা আয়ত্ত করিয়া রাখিলে, ভবিষ্যতে সমগ্র জাতির কার্য্য বেশ চলিয়া যাইবে।

উপস্থিত ক্ষেত্রে আমাদের অসুবিধা লাগিতেছে না, অতএব উন্নতি করিবার আবশ্যকতা নাই—এইরূপ মনোভাব সকলে গ্রহণ করিবে না। আমাদের ভাল জিনিসই আছে; আরো ভাল হয় কি না, দেখিতে ক্ষতি কি?—৬০০-র বদলে ৪০, দুই বৎসরের বদলে চারি মাস,—জাতির অর্থ নৈতিক ও সময়-সম্পর্কীয় এবং মানসিক লাভালাভের খাতে এই দুই প্রকারের অঙ্কের অন্তর্নিহিত কথাটী ভাবিয়া দেখিবার নহে কি? স্থির-চিত্তে বিচার করিলে বুঝা যাইবে, জাতীয় লিপির প্রতি একমাত্র sentiment অর্থাৎ প্রাণের টান ছাড়া, রোমান অক্ষরের প্রতিকূলে

কোনও যুক্তি নাই। অবশ্য sentiment একটা বড় জিনিস, এবং উপেক্ষণীয় নহে। তবে sentiment কেবল অন্ধভক্তি-প্রণোদিত না হইয়া, জ্ঞান ও ভক্তি মিশ্র হইলেই আমাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হয়।

সমগ্র সভ্য জগতে যে জাতিগুলি সব-চেয়ে অগ্রগামী, তাহাদের মধ্যে রোমান অক্ষরের প্রচলন রহিয়াছে। আরও বহু জাতি রোমান গ্রহণ করিয়াছে, করিতেছে, এবং করিবে। রোমানের মারফৎ সমগ্র জগতের সহিত ভারতের যোগ সাধিত হইলে ক্ষতি কি? রোমান বর্ণমালা এখন আর রোম বা ইটালি বা ইউরোপেই নিবদ্ধ নহে, ইহা এখন সার্বভৌম বর্ণমালা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংরেজী ভাষা আর যেমন খালি ইংরেজ জাতির ভাষা নহে, ইহা সমগ্র জগতে আধুনিক যুগের সভ্যতার বাহন সার্বজনীন ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইউরোপীয় ঘড়ির মত ইহার সুবিধা সকলেই স্বীকার করিবেন—ঘড়ি আসিয়া আমাদের 'দণ্ড,' 'পল' ইত্যাদির পাট উঠাইয়া দিয়াছে—তাহাতে কি আমাদের জাতীয়তার কোনও হানি হইয়াছে?

রোমান অক্ষর আজই কিংবা কালই আমাদের ভাষার ও সাহিত্যের ইতিহাসকে মুছিয়া দিয়া, ভারতীয় বর্ণমালাকে বিতাড়িত করিয়া দিয়া, একদিনেই ভারতে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করুক, এরূপ পাগলের প্রলাপ কেহ করিবে না। রোমানের কথাটা উঠিয়াছে; দেশের সংস্কৃতিকে যাঁহারা উপেক্ষা করেন না, এরূপ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের কেহ-কেহ ইহার পোষকতা করিতেছেন; জিনিসটা একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি?

একেবারে শিশুদের রোমান অক্ষর শিখাইতে যাওয়া বাতুলতা হইবে। শিশুদের উপর দিয়া পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে; দেখা গিয়াছে যে, তাহারা রোমান হরফের সাহায্যে মাতৃভাষা আরও শীঘ্র শীঘ্র পড়িতে

শিখে। কিন্তু রোমান হরফে ছাপা বই তুই-চারিখানির বেশী নাই; ইহার সাহায্যে এইভাবে শিখিয়া তাহাদের কোনও কাজ হয় না, ভারতীয় অক্ষর পরে তাহাদের শিখিতেই হয়। আগে বয়োজ্যেষ্ঠদের বুঝানো দরকার। বছর ৩০।৪০।৫০ ধরিয়া তুই প্রকার বর্ণমালা পাশাপাশি চলিবে—ভারতীয় অক্ষরে লেখা ভারতীয় ভাষা, ও রোমান অক্ষরে লেখা ভারতীয় ভাষা। ইংরেজী আছে বলিয়া, এমনিই তো রোমান অক্ষর আমাদের জানিতে হইতেছে। শিক্ষিত লোকের মধ্যে রোমান অক্ষরের সঙ্গে পরিচয় বাড়িতেছে; ইংরেজ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেও, ইংরেজী ভাষা (ও সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী, জরমান প্রভৃতি ভাষা) আমরা ছাড়িতে পারিব না। কিছু প্রচার দরকার;—শিক্ষিত জন-সাধারণের মধ্যে, কলেজ ও ইস্কুলের ছাত্রদের মধ্যে, সাধারণ অক্ষর-জ্ঞান-যুক্ত লোকেদের মধ্যে, আলোচনার আবশ্যক। রোমান অক্ষরে বাঙ্গালা, রোমান অক্ষরে হিন্দী, রোমান অক্ষরে তেলুগু প্রভৃতি, তুই-এক স্তম্ভ করিয়া ঐ ঐ ভাষার সাধারণ খবরের কাগজে মাঝে মাঝে ছাপাইতে পারা যায়। রোমান অক্ষরে মাতৃভাষা লিখন প্রথমটা কলেজ ও ইস্কুল-সমূহের উচ্চ শ্রেণীতে শিখাইতে পারা যায়। লোকে যখন ইহার উপযোগিতা বুঝিবে, তখন স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া, ভারতের সংস্কৃতির, ভারতের ভাষায় উপযোগী করিয়া ইহাকে গ্রহণ করিবে—তখন আর জাতীয়-আত্মসম্মান-লাঘবের কোনও কথাই থাকিবে না। বাহিরের বা উপরের চাপে ইহার প্রচার বা গ্রহণ ঘটিবে না—ইহার উপযোগিতা বুঝিয়া আমাদের **sentiment** বা মনের টানের সঙ্গে মিশ খাওয়াইয়া, তবে আমরা নিজেরা ইহাকে গ্রহণ করিতে পারি।

একাধিকবার ভারতে রোমান অক্ষর চালাইবার চেষ্টা হইয়াছিল,

কিন্তু কোনও বার সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই, কারণ সে চেষ্টা বাহির হইতে হইয়াছিল। আংশিক ভাবে দুই-এক স্থলে রোমান অক্ষর চলিয়াছে, কিন্তু এতাবৎ দেশের অবস্থা ইহার পক্ষে অনুকূল ছিল না। পোর্তুগীস রোমান-কাথোলিক পাদরিদের চেষ্টায় গোয়ার ভাষা কোঙ্কণী রোমান লিপিতে লিখিত হয়, গোয়ার খ্রীষ্টানেরা এই অক্ষর এখনও ব্যবহার করে। বাঙ্গালা ভাষায় রোমান অক্ষর ব্যবহৃত হয় পাদরিদের হাতে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধ হইতে। কিন্তু তাহা মুষ্টিমেয় খ্রীষ্টানদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, এবং পরে তাহা অপ্রচলিত হইয়া পড়ে। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ হইতেই ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যালোচকগণ সংস্কৃত, পালি প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা রোমান অক্ষরে লিখিতে আরম্ভ করেন, এবং পরে ভারতীয় আধুনিক ভাষাও ইহাতে লিখিত হইতে থাকে। মাঝে মাঝে দুই-একজন উৎসাহী ইংরেজ, ব্যাপক-ভাবে ভারতীয় ভাষা লিখনের জন্য রোমান অক্ষর ব্যবহার করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু দেশের লোকেদের সমর্থন বা উৎসাহের অভাবে তাহা কার্য্যকর হয় নাই।

রোমান বর্ণমালা ভারতীয় ভাষায় প্রয়োগ করিতে হইলে, কতকগুলি মুখ্য বিষয়ে আমাদের অবহিত হইতে হইবে। যে কয়টী রোমান অক্ষর সর্বত্র পাওয়া যায়, কেবল সেইগুলিতে যাহাতে কাজ চলে, তাহার চেষ্টা করা উচিত। সম্পূর্ণ নূতন অক্ষর হইলে, বা প্রচলিত অক্ষরে মাত্রা বা বিন্দু প্রভৃতি চিহ্ন দিয়া নূতন অক্ষর প্রস্তুত করিলে, রোমান অক্ষর চালানো কঠিন হইবে। কারণ এরূপ অক্ষর সাধারণতঃ দুর্লভ;—প্রাথমিক পরীক্ষা বা সমীক্ষার যুগে খুব কম ছাপাখানাই নূতন অক্ষরের matrix বা মাতৃকা ছেনী দিয়া কাটিয়া গড়িতে বা নূতন অক্ষর কিনিয়া রাখিতে রাজী হইবে।

এই সমীক্ষার জন্য, ভারতীয় ভাষায় চলে কিনা তাহা দেখিবার জন্য, বাঙ্গালা বা দেবনাগরী অক্ষরের পাশাপাশি বা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারের উদ্দেশ্য লইয়া, বাঙ্গালা, হিন্দী, সংস্কৃতের উপযোগী রোমান বর্ণমালা নীচে প্রদর্শিত হইতেছে।

এই 'ভারত-রোমক' বর্ণমালায় a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ এই সাতাশটী রোমান অক্ষর ব্যবহৃত হইবে। ইহার সবগুলি বাঙ্গালা, হিন্দী, সংস্কৃতের জন্য দরকার হইবে না, কতকগুলির ব্যবহার উর্দূ প্রভৃতির জন্য নিবদ্ধ থাকিবে। এতদ্ভিন্ন—নিতান্ত আবশ্যক হইলে, প্রচলিত অক্ষরকে, যেমন c e f h j k v এই কয়টী অক্ষরকে—উল্‌টাইয়া নূতন অক্ষর রূপে অর্থাৎ ɔ ǝ ɟ ɥ ! ʞ ʌ রূপে ব্যবহার করা হইবে। কিন্তু প্রচলিত রোমান অক্ষর কয়টীর বাহিরে না যাওয়াই ভাল। প্রচলিত ২৭টী অক্ষরের দ্বারা, ও এই নূতন অক্ষরের দ্বারা, এবং নিম্নে প্রদর্শিত কয়টী indicator বা 'সূচক-চিহ্ন'-র সাহায্যে, ভারতীয় ভাষাবলীর প্রায় তাবৎ ধ্বনি বা বর্ণ দ্যোতিত হইতে পারিবে। সূচক-চিহ্নগুলি এই—

˙ = উলটা ফুল্‌-স্টপ, বাঙ্গালা নাম—'ফুট্‌কি'—বিভিন্ন পরিবর্তন সূচনার জন্য ব্যবহৃত; ' = মিনিট-চিহ্ন বা 'বাড়ি'—স্বরবর্ণের দীর্ঘতা-জ্ঞাপক ও তালব্য-বর্ণ-দ্যোতক চিহ্ন; ' = 'টিকি'—মূর্ধন্য বর্ণের চিহ্ন। এই সূচক-চিহ্নগুলি, যে অক্ষরের বিশেষ উচ্চারণের সূচনা করিবে, সেই অক্ষরের পরে বসিবে।

একটা বড় কথা। ভারত-রোমক লিপিতে রোমান বর্ণমালার capital letters বা বড়-হাতের বর্ণগুলি প্রযুক্ত হইবে না। ইহাতে অনাবশ্যক ২৭টী অক্ষর বাদ পড়িল। Proper Noun অর্থাৎ স্থান-ও পাত্র-বাচক নাম জানাইতে, নামের পূর্বে একটী * তারকা-চিহ্ন

দিলেই চলিবে। এবং 'খ ঘ, ছ ঝ, ঠ ঢ, থ ধ, ফ ভ, ঢ়'—এই ১১টী মহাপ্রাণ বর্ণের বিশ্লেষ করিয়া অল্পপ্রাণ বর্ণ k g c j t' d' t d p b r'-এ 'প্রাণ' বা হ-কার (h) যোগ করিলেই চলিবে—১১টী অক্ষরের বোঝা এই ভাবে ভারত-রোমক বর্ণমালায় কমানো যাইবে।

প্রস্তাবিত ভারত-রোমক বর্ণমালা এইরূপ দাঁড়াইবে (অক্ষরের পাশে বন্ধনীর মধ্যে যে নামে অক্ষরগুলিকে অভিহিত করিতে হইবে তাহা বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত হইল—স্মরণ রাখিতে হইবে যে এগুলির ইংরেজী নাম সর্বদা বর্জন করিতে হইবে)—

ভারতীয়-রোমক বর্ণমালা

(বাঙ্গালা হিন্দী ও সংস্কৃতের জন্য)

স্বরবর্ণ

a (স্বরে অ), a' (স্বরে আ) ; i (হ্রস্ব ই), i' (দীর্ঘ ঈ) ; u (হ্রস্ব উ), u' (দীর্ঘ ঊ) ; r· (মাথায়-ফুটকি ঋ), r' (দীর্ঘ ৠ) ; l· (ঌ), l' (দীর্ঘ ৡ) ; e (এ), ai (ঐ) ; o (ও), au (ঔ) ; am· (ফুটকি মাথায় অনুস্বার), ah· (পাশে-ফুটকি বিসর্গ) ; n, (= চন্দ্রবিন্দুর মত—অনুনাসিক 'ন'—'পায়ে-বাড়ি' চন্দ্রবিন্দু)।

ব্যঞ্জনবর্ণ

k (ক), kh (ক-য়ে হ, বা ক-য়ে প্রাণ খ), g (গ), gh (গ-য়ে হ, বা গ-য়ে প্রাণ ঘ), n· ('মাথায়-ফুটকি' ঙ)।

c (চ), ch (চ-য়ে হ, বা চ-য়ে প্রাণ ছ), j (বর্গীয় জ), jh (জ-য়ে হ বা জ-য়ে প্রাণ ঝ), n' ('মাথায়-বাড়ি' ঞ)।

t' ('মাথায়-টিকি' ট), t'h (ট-য়ে হ বা ট-য়ে প্রাণ ঠ), d' ('মাথায়-টিকি' ড), d'h (ড-য়ে হ বা ড-য়ে প্রাণ ঢ), n' ('মাথায়-টিকি' মুর্ধন্য ণ)।

t (ত), th (ত-য়ে হ বা ত-য়ে প্রাণ থ), d (দ), dh (দ-য়ে হ বা দ-য়ে প্রাণ ধ), n (দন্ত্য ন)।

p (প), ph (প-য়ে হ বা প-য়ে প্রাণ ফ), b ('পুঁট্‌লি-আলা' বর্গীয় ব), bh (ব-য়ে হ বা ব-য়ে প্রাণ ভ), m (ম)।

y ('দো-ফর্‌কা' অন্তঃস্থ য়), j' ('মাথায়-বাড়ি' অন্তঃস্থ য), r ('আঁকুশী'-আলা র), l ('খাড়া-দাঁড়ি' ল), w ('আনা-গোনা' অন্তঃস্থ ব বা র)।

s' ('মাথায়-বাড়ি' তালব্য শ), s' ('মাথায়-টিকি' মুর্ধন্য ষ), s ('সাপ-খেলানো' দন্ত্য স), h (হ)।

r' ('মাথায়-টিকি' ড়), r'h (ড়-য়ে হ বা ড়-য়ে প্রাণ ঢ়) ; ks' (ক-য়ে মূর্ধন্য-ষ ক্ষ), jn' (জ-য়ে ঞ জ্ঞ)।

এতদ্ভিন্ন, বাঙ্গালার জন্য æ অক্ষরটীকে বাঙ্গালার 'বাঁকা' এ-কারের প্রতীক স্বরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে (æk = এক, কিন্তু ekt'i' = একটী) ; এবং চলিত বাঙ্গালার অ' (যেমন 'ক'রে চ'লে')-কে ও প্রাদেশিক পূর্ব-বঙ্গের আ' (যেমন 'কা'ল')-কে a' ও a^i রূপে লেখা চলিবে, যেমন—করে, চলে = kare, cale ; ক'রে, চ'লে = ka're ca'le ; কাল (= সময়) = ka'l, কা'ল (= কল্য) = ka^il.

অক্ষরগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য

a = অ।

উত্তর-ভারতের ভাষায় শব্দের শেষে অনুচ্চারিত অ-কার ভারত-রোমকে লিখিত হইবে না ; যেমন *ra'm = রাম, ha't = হাত, ha'th = হাথ (হিন্দী), ইত্যাদি।

r·—ফুট্‌কি দ্বারা ঋ-কারকে, r = র হইতে পৃথক করিয়া জানানো হইল। তেমনি r' = ড়।

n,—সানুনাসিকতার জন্য পায়ের তলায় দাঁড়ি দেওয়া n,-বর্ণ ভারতীয়-রোমক-লিপিতে প্রযুক্ত হইতে পারে। n, স্বরবর্ণের পরে বসিবে—যথা—pa'n,c = পাঁচ, pin,jra' = পিঁজরা, pa'n,cr'a' = পাঁচড়া, pen,ca' বা pæn,ca' = পেঁচা, t'hon,t· = ঠোঁট, ইত্যাদি।

j' = বর্গীয়-জ-য়ে সূচক-চিহ্ন '-যুক্ত j-বর্ণ, বাঙ্গালা বানানের অন্তঃস্থ য-য়ের জন্য ব্যবহৃত হইবে (কেবল বাঙ্গালায়)।

t', d', n', r', s' = ট, ড, ণ, ড়, ষ— '-চিহ্ন দ্বারা মূর্ধন্য ধ্বনিসমূহ প্রকাশিত হইবে।

মাথায় দীর্ঘ-মাত্রা-যুক্ত রোমান অক্ষর পাওয়া দুর্লভ, তাই ['] দ্বারা স্বরবর্ণের দীর্ঘত্ব সূচিত হইল। তলায় ফুট্‌কি বা অন্য চিহ্ন চক্ষুর পক্ষে পীড়াদায়ক,—কিন্তু মাথায় বা পাশে চিহ্ন থাকিলে, পড়ার সময়ে তত কষ্ট হয় না; অধিকন্তু পৃথক্ বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত নূতন অক্ষরেরও আবশ্যকতা থাকে না। বিদেশী ধ্বনি বা অক্ষরের জন্য ɔ, ə, ʕ, !, ɣ, f, v, q, x, z, z, z', h' ব্যবহৃত হইবে। ɔ বিকল্পে বাঙ্গালা অ-কারের জন্য চলিতে পারে—কিন্তু হিন্দী ও সংস্কৃতের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, নিখিল ভারতীয় রীতিতে অ-কারের জন্য a ব্যবহার করাই ভাল। ə = ইংরেজীর অস্পষ্ট আ-কার (যথা—ago, china প্রভৃতি শব্দের a); ʕ = আরবীর 'অয়্‌ন্' বা 'আয়েন' বর্ণ, বিকল্পে, প্রস্তাবিত ! -র পরিবর্তে; f, v—ইংরেজীর দন্তৌষ্ঠ্য f, v-র ধ্বনি : q—উর্দু, ফারসী, আরবীর 'বড়ী কাফ' বর্ণ; ɣ = উর্দু, ফারসী, আরবীর 'ঘয়্‌ন্' বা 'গায়েন অক্ষর (অথবা gh·); x = উর্দু, ফারসী, আরবীর 'খে' বর্ণ (অথবা kh·); z—ইংরেজীর z, ফারসী ও উর্দুর জাল, জে, জোআদ ও জোয়

অক্ষরের জন্য ; z' ফারসীর ঝে-অক্ষরের জন্য ; h' = আরবীর 'বড়ী হে' অক্ষরের জন্য ; ! (অথবা ?) = আরবীর 'আলিফ-হামজা'র জন্য।

ভারতীয় নামে অভিহিত এবং ভারতীয় বর্ণ-ক্রমে সজ্জিত 'ভারত-রোমক' লিপির বর্ণমালা শিখিবার পরে, ভারতীয় বালক-বালিকাগণ যখন ইংরেজী শিখিবে, তখন তাহারা ইংরেজী first book পড়িবার কালে a, b, c, d-র ক্রম ধরিয়া রোমান বর্ণমালা শিখিবে না ; তাহারা ভারতীয় ক্রম অনুসারেই শিখিবে। ইংরেজী শব্দেরও বানান করিবার সময়ে তাহারা অক্ষরগুলির ভারতীয় নামই বলিবে। ইংরেজী neighbour (n-e-i-g-h-b-o-u-r) শব্দ বানান করিতে—'দন্ত্য-ন, এ, ই, গ, হ, ব, ও, উ, র' বলিবে, ইংরেজীর মোতাবেক 'এন্-ঈ-আই-জী-এইচ্-বী-ও-য়ূ-আর্' বলিবে না ; যেমন ফরাসী দেশের ছেলে, ঐ ইংরেজী শব্দের বানান করিবার কালে, নিজ ভাষায় অক্ষরগুলির নাম অনুসারে—'এন্-অ্য-ই-ঝী-আশ্-বে-ও-য়ূ-এয়ার্' বলে ; কিংবা যেমন স্পেন দেশের ছেলে, 'এনে-এ-ই-খে-আচে-বে-অ-উ-এরে', অথবা সুইডেনের ছেলে, 'এন্-এ-ঈ-ইয়ে-হো-বে-য়ু-এর্' বলে। তদ্রূপ bha'rater = 'ভারতের'—এই শব্দটী বাঙ্গালায় বানান করা হইবে—'ব-য়ে হ ভ (bh', আ (a'), র্ (r), অ (a), ত (t), এ (e), র্ (r) ; dr's't'i = 'দৃষ্টি' = 'দ (d), মাথায়-ফুটকি ঋ (r·), মাথায়-টিকি মূর্ধন্য-ষ (s'), মাথায়-টিকি ট (t'), মাথায়-ফুটকি ই (i)'। মাথায়-টিকি t' = ট, আনা-গোনা w = অন্তঃস্থ ব, মাথায়-ফোঁটা j = বর্গীয় জ, ইত্যাদি বর্ণনা, শিশু বা প্রথম শিক্ষার্থীদের চিত্তবিনোদন অথবা স্মরণ-বিষয়ে সাহায্যের জন্য আবশ্যক হইতে পারে।

বাঙ্গালায় এই ভারত-রোমক বর্ণমালার প্রয়োগ দেখাইবার জন্য, নিম্নে এই প্রবন্ধের প্রথম কয়েকটী বাক্য এই বর্ণমালায় মুদ্রিত হইল।

এই মুদ্রণ-কার্য্যে কোনও হরফের জন্য সাধারণ যন্ত্রালয়ের ইংরেজী টাইপ-কেসের বাহিরে যাইতে হয় নাই।

*bha'rater samasta bha's'a' *roma'n (ba' *romak) aks'are likhiba'r ækt'a' prasta'b bahu ka'l dhariya' caliya' a'siteche. ei prasta'b-t'i' a'pa'ta-dr's't'ite emnii ana'bas'yak o ja'ti'yata'-birodhi' j'e, a'ma'der des'e sakalei ei prasta'b uttha'pan-ma'trei ta'ha' ja'ti'yata'-bodh-barjita pa'galer prala'p baliya' "patra-pa't'h" barjan kariya' basen, ta'ha'r sambandhe kona-o katha' s'unite ca'hen na'. kintu prasta'b-t'i' ut'hiya'che ;— j'adio ækhan mus't'imeya byakti iha'r paks'e, ebam· des'er jana-sa'dha'ran' iha'r sambandhe uda'si'n athaba' iha'r birodhi', tatha'pi, a'ma'r mane hay, s'iks'ita jana-gan'er madhye dhi're dhi're, ati dhi're, e-dike dr's't'i a'kars'ita haiteche. *turki'-des'e *a'ta'-turk *ga'zi' *kama'l ba' *ka'ma'l pa's'a' *roma'n haraph ca'la'iya'-chen, sakalei ta'ha'r ta'riph kariteche—samagra *a'rbi' *kora'n-o *turki'ra' *roma'n haraphe cha'pa'iya'che ; *i'ra'n ba' *pa'rasye-o *roma'n aks'ar grahan'er prasta'b ut'hiya'che, ebam· *pha'rsi' bha's'a'y *iuropi'ya swara-lipi byabahr'ta hay baliya', ai swara lipir sahit j'e -sab *pha'rsi' ga'n praka's'ita hay, ba'dhya haiya' seguli *roma'n haraphei likhita o mudrita haiteche.

ভারতীয়-রোমক লিপিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'নিরুদ্দেশ-যাত্রা' হইতে—

niruddes'-j'a'tra'

(s'ri j'ukta *rabi'ndrana'th t'ha'kur racita)

a'r kato du're niye j'a'be more, he sundari' ?
balo, kon pa'r bhir'ibe toma'r sona'r tari' ?

j'akhani s'udha'i, o go bides'ini',
tumi ha'so s'udhu,
madhura-ha'sini'—
bujhite na' pa'ri' ki ja'ni ki' a'che
toma'r mane.......
ni'rabe dækha'o an'guli tuli'—
aku'l sindhu ut'hiche a'kuli',—
du're pas'cime d'ubiche tapan
gagan-kon'e.
ki' a'che hotha'y, ca'lechi kiser
anwes'an'e?

অ-কারের জন্য যদি ʌ ব্যবহার করি, এবং আ-কারের জন্য কেবল a (a'-র জায়গায়), তাহা হইলে একটু সংক্ষেপ হয়। কিন্তু তাহা হইলে একটী অপরিচিত নূতন অক্ষর ব্যবহার করিতে হয়। এ বিষয়ে পরে নির্ধারিত হইতে পারে।

ছাপার কাজে রোমান অক্ষরের আর এক সুবিধার কথা বলিয়া—যে কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয় নাই—আপাততঃ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। রোমান অক্ষরগুলি স্বল্পরেখ ও সরল হওয়ায়, ইহার টাইপ খুব ছোট করা যায়, এবং টাইপ ভাঙ্গেও কম, ও কালিতে জোবড়া হয়ও কম। বাঙ্গালাতে সাধারণতঃ small pica স্মল-পাইকায় ছাপা হয়। আবার দেবনাগরীতে স্মল-পাইকা বেশী চলে না, পাইকার-ই চল বেশী; bourgeois বর্জাইস-এর মত ছোট অক্ষর দেবনাগরী হরফে অত্যন্ত কম ব্যবহৃত হয়। জটিল অক্ষর বেশী ভঙ্গুর হয় বলিয়া ও কালিতে বেশী জোবড়া হয় বলিয়া চক্ষুর পক্ষে খারাপ। রোমান অক্ষরের মত সরল বা স্বল্পরেখ অক্ষরে সে বিপদ কম॥

পরিশিষ্ট [গ]

ভারতের রাষ্ট্র-ভাষা চল্‌তী হিন্দী

হিন্দী বা হিন্দুস্থানীর ব্যাকরণ, যেটী সব চেয়ে আগে আমার হাতে আসে এবং প্রথম যেটীকে আমার ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল, সেটী ছিল একখানি ছোট পাতলা বই, ভারতে আগত গোরা সিপাহীদের জন্যই বিশেষ করিয়া একজন ইংরেজ ফৌজী অফিসারের লেখা। আজ (১৯৪৪) থেকে একচল্লিশ-বিয়াল্লিশ বৎসর আগে যখন আমি ইস্কুলের ছাত্র ছিলাম তখন বইখানি আমি সংগ্রহ করি কলেজ-স্ট্রীট আর হ্যারিসন-রোডের মোড়ে; কৃষ্ণদাস পালের মূর্তির পাশে রাস্তায় গাদা করিয়া রাখিয়া দেওয়া রকমারি বই চার পয়সা করিয়া বিক্রী হইতেছিল, গাদা থেকে এখানি কুড়াইয়া সংগ্রহ করি। বইখানি কিনিবার এবং পড়িবার পূর্বে আমি হিন্দীর ব্যাকরণের কথা মোটেই ভাবি নাই। কলিকাতার বাঙ্গালী ঘরের আর সব ছেলের মত, অল্প-স্বল্প বাজারিয়া বা চল্‌তী হিন্দুস্থানী জানিতাম, কলিকাতার পথে-ঘাটে পশ্চিমা মুটিয়া মজুর গাড়োয়ান পাহারাওয়ালা দোকানদার ফেরিওয়ালা প্রভৃতির সঙ্গে কথাবার্তার পক্ষে এই বাজারিয়া হিন্দুস্থানীই যথেষ্ট ছিল, হিন্দুস্থানী বা হিন্দীর যে একটী ব্যাকরণ আছে, তাও আবার ভাল করিয়া পড়িতে হয়, এ-সব চিন্তার অবসর তখন হয় নাই। কিন্তু এই Hindustani Grammar for British Soldiers and others proceeding to India বইখানির পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে, ভাষাতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় এক নবীন জগতের পর্দা যেন আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে উত্তোলিত হইল, কতকগুলি সাধারণ কথা নূতন ভাবে আমার সমক্ষে

আত্মপ্রকাশ করিল। এই ছোট বইখানি বেশ সহজ-বোধ্য ভাবে লেখা ছিল। হিন্দুস্থানী শব্দগুলি কেবল রোমান অক্ষরে থাকায়, আমার পক্ষে তখন একটা মস্ত সুবিধা হইয়াছিল,—তখন আমি উর্দু অক্ষর পড়িতে বা লিখিতে শিখি নাই, আর দেবনাগরী পড়িতে পারিলেও তেমন স্বচ্ছন্দতার সঙ্গে দেবনাগরী ব্যবহার করিতে পারিতাম না। এ-ছাড়া, বইখানিতে শব্দ আর ক্রিয়াপদ প্রভৃতির রূপে প্রচুর হাইফেন বা সংযোগ-চিহ্ন ব্যবহৃত হওয়ায়, ভাষার পদের ধাতু-প্রত্যয়াত্মক বিশ্লেষণ বুঝিতে যথেষ্ট সহায়তা হইয়াছিল। যাহা হউক, এই বই হইতে হিন্দুস্থানীর 'কা, কে, কী, কো' এই বিভক্তিগুলির স্বরূপ প্রথম বুঝিলাম; হিন্দীর এই অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয়গুলির শুদ্ধ প্রয়োগ শিখিলাম। আমরা হিন্দীতে 'হাম্' বা 'হম' আর 'তোম্' বা 'তুম্'—"আমি" আর "তুমি" অর্থে এই দুই সর্বনামের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম, আর "আপনি" অর্থে জানিতাম 'আপ'; এই বইয়ে দেখিলাম যে, "আমি" ও "তুমি" বা "তুই" বলিতে হিন্দুস্থানী হিন্দীতে 'মৈঁ' আর 'তূ' এই দুইটী সর্বনাম আরও আছে—দর্শন-মাত্রেই বুঝিলাম যে এই দুইটী আমাদের বাঙ্গালার "মুই, তুই"-এর অনুরূপ; আমরা কলিকাতায় বলিয়া থাকি, 'হামারা (বা হমারা) বাত', কিন্তু শুদ্ধ হিন্দী রূপ শিখিলাম—'মেরী বাত, বা হমারী বাত'। আরও জানিলাম, ভবিষ্যতে গমনার্থক 'যা' বা 'জা' ধাতুর রূপ হিন্দীতে এইপ্রকার—একবচনে, 'মৈঁ জাউংগা, তূ জায়গা, বহ জায়গা', বহুবচনে 'হম জায়েংগে, তুম জাওগে, বে জায়েংগে'। ব্যাকরণে এই তথ্যটুকু পড়িবার দুই চারি-দিন পূর্বে, দুইজন সাহেবের মুখে 'যা' বা 'জা' ধাতুর ভবিষ্যতে কলিকাতায় প্রচলিত বাজারিয়া হিন্দীর যে রূপ শুনিয়াছিলাম, তাহা আমার মনে ছিল, এবং শুদ্ধ হিন্দুস্থানীর রূপ ও কলিকাতায় সর্বজন-ব্যবহৃত চলিত রূপের মধ্যে পার্থক্যটুকু তখন আমাকে একটু বিস্মিত করিয়াছিল; ইস্কুল

থেকে বাড়ী আসিবার পথে দেখি, রাস্তায় এক জায়গায় মাটি খুঁড়িয়া নল বসানো হইতেছে—খুব সম্ভব বিজলীর আলোর তারের জন্য ; কতকগুলি পশ্চিমা মজুর কাজ করিতেছে, দুইজন সাহেব তাহাদের তদারক করিতেছে, একজন এক লালমুখ গোরা, অন্যজন কালো মেটে ফিরেঙ্গি ; ইহারা আপসে হিন্দুস্থানীতেই কথা কহিতেছিল। আমি শুনিলাম, গোরা সাহেবটী বেশ ধীরে ধীরে বলিতেছে—'হম জাএগা, টোম জাএগা, উও জাএগা, হম সব কোঈ জাএগা'। খালি এইটুকুই শুনিলাম, ইহার পূর্বাপর কিছুই শুনিতে পাই নাই। লোকে বলে যে, ভারতবাসীরা দার্শনিকের জাতি, কথাটা ঠিক ; সে সময়ে আমি ১২-১৩ বছর বয়সের বালক ছিলাম, কিন্তু তবুও সাহেবের মুখে কুলিদের উদ্দেশ করিয়া বলা এই কয়টা কথা শুনিয়া আমার মনে চিন্তা আসিল, তাই তো, আমরা সকলেই তো যাইব—কিন্তু যাইব কোথায় ?—আবার ইহাও মনে আসিল—আমরা আসিয়াছিই বা কোথা হইতে ? এ বিষয়ের নিষ্পত্তি জীবনে সম্ভব কি ? যাক্—যখন এই ঘটনার কয়দিন পরে হিন্দুস্থানী ব্যাকরণখানি হাতে আসিল, তখন একদিকে আমাদের কলিকাতার পশ্চিমা মজুর, গোরা সাহেব, কালা সাহেব, আর বাঙ্গালী, সকলেরই ব্যবহৃত একটী-মাত্র রূপ 'জাএগা বা জায়গা', আর অন্যদিকে ব্যাকরণানুমোদিত হিন্দুস্থানীর 'জাউংগা, জায়েংগে, জায়গা, জাওগে' প্রভৃতি দেখিয়া আমার মনের মধ্যে এই বোধের উদয় হইল যে, আমরা কলিকাতায় হিন্দুস্থানীকে সহজ করিয়া লইয়া ব্যবহার করিয়া থাকি—ক্রিয়াপদের পুরুষ- ও বচন-ভেদে ৪।৫টী বিভিন্ন রূপের বদলে, বিভিন্ন পুরুষে ও বচনে প্রযুক্ত হয় এমন একটী-মাত্র রূপই আমরা ঠিক করিয়া লইয়াছি। বুঝিতে পারিলাম, ব্যাকরণ না পড়িয়া, পরিশ্রম না করিয়া, পথে ঘাটে শুনিয়া শুনিয়া, আমরা—কি বাঙ্গালী কি পশ্চিমা কি ইংরেজ

—যে হিন্দুস্থানী ব্যবহার করিয়া থাকি, পশ্চিমাঞ্চলের কেতাবী ভাষা থেকে পৃথক্ হইলেও, এবং ব্যাকরণ হিসাবে অশুদ্ধ বা অসম্পূর্ণ হইলেও, তাহা একটী অতি কার্য্যকর ভাষা, এবং জীবিত ভাষা ; জীবনের সব কাজই এই সহজ চল্‌তী হিন্দুস্থানী দ্বারা আমরা চালাইয়া লইয়া থাকি, ব্যাকরণের মার-পেঁচ ইহাতে না থাকায় কোনও ক্ষতিই হয় না।

বাঙ্গালা দেশের বাহিরে গিয়াও আমরা এই কলিকাতার বাজারিয়া হিন্দীর সাহায্যেই দিগ্‌বিজয় করিয়া থাকি। বাঙ্গালী ভদ্রলোক তীর্থ করিতে, ভ্রমণ করিতে, অথবা ব্যবসায় উপলক্ষে, গয়া পাটনা কাশী গোরখপুর মীর্জাপুর প্রয়াগ অযোধ্যা লখনৌ কানপুর আগরা মথুরা জয়পুর, ইস্তক লাহোর কাশ্মীর করাচী বোম্বাই পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিলেন ; সর্বত্র—রেলে, স্টেশনে, পথে ঘাটে, হোটেলে, দোকানে, বাজারে, কলিকাতায় যে বাজারিয়া হিন্দী তিনি বলেন তাহার মারফৎ-ই সমস্ত ফতে করিয়া আসিলেন—এ ভাষাকে তুচ্ছ জ্ঞানে বর্জন করি কি করিয়া ? এই ভাষার কল্যাণে ভারতবর্ষ হেন বিরাট্ দেশের উত্তরাংশে প্রায় সর্বত্র এবং দক্ষিণের বড় বড় শহরগুলিতে ও প্রধান প্রধান তীর্থস্থানে আমাদের ভাষা-সঙ্কট ঘটে না—নিখিল ভারতের ঐক্য-প্রদর্শক এই ভাষা, ইহাকে উপেক্ষা করি কি হিসাবে ?

কিছুকাল হইল, আমি কলিকাতার বাজারিয়া হিন্দুস্থানী বা হিন্দীর প্রকৃতি ও স্বরূপ বিচার করিয়া ও ইহার কিছু কিছু নিদর্শন দিয়া একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম (Calcutta Hindustani—A Study of a Jargon Dialect : Bulletin of the Linguistic Society of India পত্রিকা, Lahore, 1930)। এই বাজারিয়া হিন্দুস্থানী যেমন কলিকাতায় প্রচলিত, তেমন অন্যত্রও ইহা বিদ্যমান। প্রকৃত পক্ষে, পূর্ব-পাঞ্জাব ও পশ্চিম-সংযুক্ত-প্রদেশ (কনৌজ থেকে আরম্ভ করিয়া আম্বালা

পর্য্যন্ত), হইতেছে শুদ্ধ হিন্দীর রাজত্ব ; এই ভূখণ্ডে আবার কতকগুলি প্রাদেশিক বুলী আছে। এই অঞ্চলটুকুর বাহিরে, লোকে ঘরে নানা বিভিন্ন প্রকারের ভাষা বলে, সে-সব ভাষার ব্যাকরণ হিন্দীর ব্যাকরণ থেকে অনেক বিষয়ে একেবারে আলাহিদা। কিন্তু তাহারা লেখাপড়ার কাজে, বক্তৃতা আদিতে, হিন্দুস্থানী (অর্থাৎ হিন্দী বা উদু) ব্যবহার করে। শিক্ষিত লোকেরা যত্ন করিয়া হিন্দী বা উর্দু শিখে, কিন্তু ঘরে বলে—হয় লহন্দী বা হিন্দকী অর্থাৎ পশ্চিমী-পাঞ্জাবী, নয় পূর্বী-পাঞ্জাবী, অথবা গাড়োয়ালী, বা কুমাউনী, বা রাজস্থানী (মারবাড়ী, জয়পুরী, মালবী প্রভৃতি), কোসলী বা পূর্বী-হিন্দী (অবধী, বঘেলী, ছত্তীসগঢ়ী—আউধী, বাঘেলী, ছত্রিসগড়ী), অথবা ভোজপুরী, মগহী, বা মৈথিল। এই-সব ভাষা যেখানে যেখানে ঘরোয়া ভাষা রূপে প্রচলিত, সেখানকার চল্‌তী হিন্দী শুদ্ধ নয় ; সেখানে ইস্কুলে বা মক্তবে বা সংস্কৃত পাঠশালায় পড়া লোকেদের মধ্যে ছাড়া, জন-সাধারণের মধ্যে যে হিন্দী বা হিন্দুস্থানী প্রচলিত, তাহা শুদ্ধ হিন্দী নয়, তাহা এই বাজারিয়া হিন্দীরই রূপ-ভেদ মাত্র। এখন, বিহার, পূর্ব-সংযুক্ত-প্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজপুতানা, গুজরাট, সিন্ধু, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে যে বিভিন্ন প্রকারের বাজারিয়া হিন্দী প্রচলিত আছে, কলিকাতা বা বাঙ্গালা দেশের বাজারিয়া হিন্দীর সঙ্গে সব বিষয়ে এগুলির মিল না থাকিলেও, ব্যাকরণের সারল্য, ও নানাবিধ জটিলতার বর্জন হেতু, এগুলির মধ্যে একটী সাম্য বা যোগসূত্র পাওয়া যায়। এই সাম্যকে আশ্রয় করিয়া, 'সহজ' বা 'সরলীকৃত' এবং 'নিখিল-ভারতীয়' এই নামে যাহার বর্ণনা করা যাইতে পারে এমন একটী 'লঘু হিন্দী বা সরল হিন্দী বা চল্‌তী হিন্দী'র স্বরূপ নির্ণয় করিয়া দেওয়া যায়। দ্রাবিড়-ভাষী দক্ষিণে, তেলুগু তমিল কানাড়ী মালয়ালীদের দেশে, বড় বড় শহরে আর তীর্থস্থানে যেখানে যেখানে হিন্দুস্থানী-বলিয়ে' লোক

পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে প্রচলিত হিন্দুস্থানী, এই সাধারণ চল্‌তী হিন্দুস্থানীর-ই অনুকারী,—শুদ্ধ, কেতাবী হিন্দী বা উর্দূর অনুগামী নহে। বিদেশী লোকেরা ভারতীয়দের সঙ্গে মেলা-মেশা করিয়া এই চল্‌তী হিন্দীই শেখে—কি ইংরেজ, কি পাঠান, কি গ্রীক, কি আর্মানী, কি ঈরানী, কি ইরাকী ইহুদী, কি চীনা, কি ভোট, কি বর্মী।

হিন্দুস্থানী, হিন্দী, উর্দূ—এই তিনটী শব্দ বলিতে কি বুঝায়, প্রথম তাহা সংক্ষেপে বলিয়া লই। উত্তর-ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকা দুইটী প্রধানভাগে বিভক্ত—(১) 'পছাহাঁ' বা পশ্চিমী ভাগ, এবং (২) 'পূরব' বা পূর্বী ভাগ (অবধ বা আউধ, অর্থাৎ অযোধ্যা, ভোজপুরিয়া দেশ এবং বিহার ধরিয়া)। 'পছাহাঁ'-খণ্ড, অর্থাৎ পশ্চিম সংযুক্ত-প্রদেশে, আর পূর্ব-পাঞ্জাবে—বিশেষ করিয়া সংযুক্ত-প্রদেশের মেরঠ বা মীরাট আর রোহিলখণ্ড বিভাগদ্বয়ে—যে ভাষায় জন-সাধারণে কথা কয়, তাহা 'হিন্দুস্থানী'; ইহা মৌখিক ভাষা; ইহার ব্যাকরণ 'পশ্চিম-হিন্দী' শ্রেণীর। কতকগুলি উপভাষা (যথা ব্রজভাখা, কনৌজী, বুন্দেলী) ইহাদের সঙ্গে এক পর্য্যায়ের। ব্যাপকভাবে, রামপুর রাজ্যে এবং মোরাদাবাদ, বিজনৌর, মেরঠ, মুজফ্‌ফরনগর, সহারনপুর, অম্বালা, এবং কর্‌নল, হিসার ও রোহতক—এই জেলাগুলিতে, ঘরোয়া-ভাষা-রূপে কথ্য হিন্দুস্থানী জন-সাধারণের ভাষা। কিছু পাঞ্জাবী-প্রভাব-যুক্ত এই কথ্য হিন্দুস্থানীর আধারের উপরে দুইটী সাহিত্যের ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে,—একটী, হিন্দুদের মধ্যে ব্যবহৃত 'সাধু-হিন্দী,' ইহা দেবনাগরী অক্ষরে সংস্কৃত তথা শুদ্ধ হিন্দী শব্দের প্রয়োগের সহিত লিখিত হয়; আর দ্বিতীয়টী, উত্তর-ভারতের শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে, এবং পাঞ্জাব ও পশ্চিম-সংযুক্ত-প্রদেশের কিছু পরিমাণ হিন্দুদের মধ্যে ব্যবহৃত 'উর্দূ' —ইহা আরবী অক্ষরে লিখিত হয়, আরবী ও ফারসী শব্দ ইহাতে বহুল

পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, সংস্কৃত শব্দ ইহাতে প্রায় থাকেই না। এই সাহিত্যের হিন্দী ও উর্দু, উভয়ের শব্দরূপ ধাতুরূপ প্রভৃতি এক। পশ্চিম-সংযুক্ত-প্রদেশ আর পূর্ব-পাঞ্জাবের ঘরোয়া মৌখিক হিন্দুস্থানীর ব্যাকরণ; কোনও-কোনও বিষয়ে সাহিত্যের হিন্দী-উর্দু থেকে একটু পৃথক্। হিন্দী-উর্দুকে বা সাহিত্যের হিন্দুস্থানীকে ভাঙ্গিয়া ও সহজ করিয়া লইয়া উত্তর-ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে স্থানীয় 'চল্‌তী হিন্দুস্থানী' বা 'বাজারিয়া হিন্দী' তৈয়ার হইয়াছে; কলিকাতার বাজারিয়া হিন্দীও এই পর্য্যায়ের। এই চল্‌তী বা বাজারিয়া হিন্দী বা হিন্দুস্থানী, আগে যাহার কথা বলা হইয়াছে, তাহা পূর্ব-পাঞ্জাব তথা পশ্চিম-সংযুক্ত-প্রদেশের ঘরোয়া হিন্দুস্থানীর থেকে একটু পৃথক্। ইহাদের পরস্পরের সম্পর্ক এই :—(১) ঘরোয়া হিন্দুস্থানী, (২) তাহার আধারে দিল্লীতে গড়িয়া উঠে সাহিত্যের হিন্দুস্থানী—হিন্দী ও উর্দু; (৩) হিন্দী বা উর্দু ভাঙ্গিয়া, চল্‌তী হিন্দুস্থানী বা বাজারিয়া হিন্দী।

কংগ্রেস বা নিখিল-ভারতীয় জাতীয় রাষ্ট্র-সভা, হিন্দুস্থানী বা হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। কংগ্রেস-অনুমোদিত হিন্দী বা হিন্দুস্থানী হইতেছে—ব্যাকরণানুমোদিত শুদ্ধ হিন্দী বা উর্দু। হিন্দী এবং উর্দুর ব্যাকরণ এক হইলেও, লিপির পার্থক্যের জন্য এবং হিন্দী সংস্কৃত-ঘেঁষা আর উর্দু আরবী-ফারসী-ঘেঁষা হওয়ার দরুন, একই মৌখিক হিন্দুস্থানী-ভাষার এই দুইটী সাহিত্যিক রূপ—দুইটী বিভিন্ন এবং পরস্পর-বিরোধী ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, উত্তর-ভারতে হিন্দী-উর্দু সমস্যা রূপেও দেখা দিয়াছে। কংগ্রেস, হিন্দী কি উর্দু, কোন্‌টীকে রাষ্ট্র-ভাষা করিতে চাহেন, সে-সম্বন্ধে স্পষ্ট মত দিতে পারেন নাই, কতকটা গোঁজামিল দিয়াছেন। খালি 'উর্দু' বলিলে হিন্দুরা চটিবে, খালি 'হিন্দী' বলিলে মুসলমানেরা চটিবে; কংগ্রেস বলিয়া

দিয়াছেন—'হিন্দুস্তানী' বা 'হিন্দুস্থানী' ভাষা হইতেছে ভারতের রাষ্ট্র-ভাষা, এবং এই রাষ্ট্র-ভাষা দেবনাগরী **অথবা** উর্দূ অক্ষরে লিখিত হইবে। উত্তর-ভারতের মুসলমানেরা চেষ্টা করিয়াছিলেন, কংগ্রেসকে দিয়া কবুল করাইয়া লইতে যে রাষ্ট্র-ভাষা হিন্দুস্থানী, দেবনাগরী **এবং** উর্দূ উভয় বর্ণমালার লেখা হইবে ; কিন্তু 'অথবা' স্থলে 'এবং' গৃহীত হয় নাই। তবে মহাত্মা গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া, বেশীর ভাগ কংগ্রেস-কর্মী হিন্দু বলিয়া, রাষ্ট্র-ভাষা হিসাবে দেবনাগরীতে লেখা হিন্দীরই পসার এখন বেশী—বিশেষতঃ বিদেশী অক্ষরে লেখা এবং আরবী-ফারসী শব্দে ভরপূর উর্দূ যখন বাঙ্গালী, উড়িয়া, মারাঠী, গুজরাটী, মারবাড়ী, মালবী, বিহারী, নেপালী এবং দক্ষিণ-ভারতের তেলুগু কানাড়ী তমিল মালয়ালীদের নিকট দুর্লেখ্য এবং দুর্বোধ্য।

কংগ্রেস, হিন্দুস্থানীকে অর্থাৎ কার্য্যতঃ সাধু হিন্দী বা ব্যাকরণ-শুদ্ধ হিন্দীকে, রাষ্ট্র-ভাষা বলিয়াছেন, এবং প্রায় সারা ভারত তাহা মানিয়া লইয়াছে। এখন, শুদ্ধ হিন্দী বা উর্দূ, ভাষা-হিসাবে তেমন সহজ নহে। শুদ্ধ হিন্দী কেতাবের পাতায় নিবদ্ধ। কিন্তু ইহার লঘু রূপ হিসাবে ওদিকে লোকের মুখে-মুখে বাজারিয়া হিন্দী বেশ জোরের সঙ্গে চলিতেছে। কংগ্রেস-অনুমোদিত রাষ্ট্র-ভাষা হইতেছে কেতাবী হিন্দুস্থানী (বা হিন্দী) ; আর সারা দেশ জুড়িয়া লোকের মুখে-মুখে পথে ঘাটে হাটে বাজারে সর্বত্র বিদ্যমান এক অতি জীবন্ত দেশ-ভাষা বা জন-ভাষা স্বরূপে রহিয়াছে চল্‌তী হিন্দী বা বাজারিয়া হিন্দুস্থানী ;—এই অবস্থাটী প্রণিধান-যোগ্য।

সরল-ব্যাকরণ-যুক্ত চল্‌তী হিন্দুস্থানী যেমন সহজ ভাষা, জটিল-ব্যাকরণ-যুক্ত কেতাবী হিন্দী বা উর্দূ তেমনি কঠিন ভাষা। তিনটী বিষয়ে কেতাবী হিন্দী বা উর্দূর ব্যাকরণ-ঘটিত জটিলতা,

চল্‌তী হিন্দুস্থানী হইতে দূর হওয়ায়, চল্‌তী হিন্দুস্থানী খুব সহজ হইয়াছে।

এই জটিলতাগুলি এই—

[১] বিশেষ্যের লিঙ্গ-বিধি—শুদ্ধ হিন্দুস্থানীতে কেবল পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ আছে, ক্লীবলিঙ্গ নাই। বিশেষ্যগুলি—এমন কি অপ্রাণিবাচক বস্তুর নামও—হয় পুংলিঙ্গ, নয় স্ত্রীলিঙ্গ। এই লিঙ্গ-নির্ণয়ের উপায় নাই—সংস্কৃতে প্রত্যয় ধরিয়া শব্দের লিঙ্গ-নির্ধারণ করা চলে, হিন্দুস্থানীতে সে পথ নাই। 'কিতাব, পুস্তক'—স্ত্রীলিঙ্গ, 'গ্রন্থ'—পুংলিঙ্গ, 'কাগজ'—পুংলিঙ্গ ; 'ভাত'—পুংলিঙ্গ, 'দাল'—স্ত্রীলিঙ্গ ; 'শব্দ'—পুংলিঙ্গ, 'বাত'—স্ত্রীলিঙ্গ ; 'জয়' স্ত্রীলিঙ্গ, 'বিজয়' কিন্তু পুংলিঙ্গ ; 'জন্ম'—পুংলিঙ্গ, 'মৃত্যু'—স্ত্রীলিঙ্গ। স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণে স্ত্রী-প্রত্যয় যোগ করিতে হয় : 'অচ্ছা কাগজ' = "ভাল কাগজ" পুং, কিন্তু 'অচ্ছী কিতাব, অচ্ছী পুস্তক'—স্ত্রীলিঙ্গ ; 'অচ্ছা কিতাব, অচ্ছা পুস্তক—সাধু হিন্দীতে ভুল ; তদ্রূপ 'নঈ কিতাব' ('নয়া কিতাব' নহে), 'মেরী সুনী হুঈ বাত' (= "আমার শোনা কথা", 'মেরা সুনা হুআ বাত' নহে), 'উসকী মৃত্যু' ('উসকা মৃত্যু' নহে) বলিতে হইবে।

চল্‌তী হিন্দী হইতে এই ঝঞ্ঝাট একেবারে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। লোকে 'মেরা বাত, উসকা রহ্, অচ্ছা কিতাব, নয়া পুস্তক' প্রভৃতি নিঃসঙ্কোচে বলে। স্ত্রীলিঙ্গের এই যুক্তিহীন উৎপাত হইতে চল্‌তী হিন্দুস্থানী নিজেকে মুক্ত করিয়াছে।

[২] 'কা, কে, কী'—ষষ্ঠীর বিভক্তিতে পুংলিঙ্গে 'কা, কে', স্ত্রীলিঙ্গে 'কী'। যে পদের সহিত ষষ্ঠ্যন্ত পদের সম্বন্ধ, তাহা পুংলিঙ্গে এবং বহুবচনে হইলে 'কে' প্রত্যয় হয় ; অন্যথায়, সম্বদ্ধ পদ পুংলিঙ্গে একবচনে কর্তায় হইলে, 'কা' ; এবং যদি একবচনের পুংলিঙ্গে পদের উত্তর অন্য

কারক-দ্যোতক post-position বা অনুসর্গ আসে, তাহা হইলেও ষষ্ঠীতে 'কে' হয় ; যথা—'রাজা-সাহেব-কা ঘোড়া (=রাজা সাহেবের ঘোড়া, একবচন), রাজা-সাহেব-কে ঘোড়ে (=রাজা সাহেবের ঘোড়াগুলি—বহুবচন) ; বহাঁ-কে বাবু-লোগ (=ওখানকার বাবুরা) ; রাজা-সাহেব-কে ঘোড়ে-কো দানা দো (=রাজা সাহেবের ঘোড়াকে দানা দও) ; রাজা-সাহেব-কে ঘোড়োঁ-কো দানা দো (=রাজা সাহেবের ঘোড়াগুলিকে দানা দাও),' ইত্যাদি।

চল্‌তী হিন্দী হইতে 'কা, কে' এবং স্ত্রীলিঙ্গে 'কী'-ঘটিত জটিলতা অনেকটা দূর করা হইয়াছে—সাধারণতঃ কেবল 'কা'-ই ব্যবহৃত হয়।

[৩] ক্রিয়াপদ। সাধু হিন্দুস্থানীতে—হিন্দী ও উর্দূতে—**অতীতের ক্রিয়ার** তিনটী 'প্রয়োগ' বা রূপ আছে—

(ক) **কর্তরি প্রয়োগ**—অকর্মক ক্রিয়ায়, কর্তার বিশেষণ রূপে ক্রিয়ার ব্যবহার ; যথা—'বহ আয়া' = "সে আসিল" (সঃ আগতঃ), 'বে আয়ে' = "তাহারা আসিল" (তে আগতাঃ)।

(খ) **কর্মণি প্রয়োগ**—সকর্মক ক্রিয়ায় অতীত কালে, কর্মের বিশেষণ রূপে ক্রিয়ার প্রয়োগ হয়, কর্মের লিঙ্গ ও বচন ধরিয়া ক্রিয়ার লিঙ্গ ও বচন হয় ; কর্তা সত্যকার কর্তা থাকে না, করণ-কারকের পদ হইয়া দাঁড়ায়। যথা—'উস-নে ভাত খায়া' = "সে ভাত খাইল" (=অনেন ভক্তং খাদিতং) ; 'উস-নে রোটী খাঈ' = "সে রুটী খাইল" (=অনেন রোটিকা খাদিতা) ; 'মৈঁ-নে এক ঘোড়া দেখা' (=ময়া একঃ ঘোটকঃ দৃষ্টঃ) ; 'মৈঁ-নে তীন ঘোড়ে দেখে' (=ময়া ত্রয়ঃ ঘোটকাঃ দৃষ্টাঃ)।

(গ) **ভাবে প্রয়োগ**—সকর্মক ক্রিয়ায়, কর্মকারকে 'কো' অনুসর্গ যোগ করিয়া চতুর্থ্যন্ত করা হয়, ক্রিয়া স্বতন্ত্র থাকে, কর্তা বা কর্ম কাহারও সঙ্গে অন্বিত হয় না, কর্তা করণের মত, এবং কর্ম সম্প্রদানের

মত, কার্য্য করে। যথা—'উস্-নে রাজা দেখা, রানী দেখী' (=সে রাজা দেখিল, রাণী দেখিল—কর্মণি প্রয়োগ) ; ভাবে প্রয়োগ, 'উস্-নে রাজা-কো দেখা, রানী-কো দেখা' (=তৎকর্তৃক রাজা-সম্বন্ধে বা রাণী-সম্বন্ধে দৃষ্ট হইল=সে রাজাকে, রাণীকে দেখিল)।

চল্‌তী হিন্দীতে এ সমস্ত জটিলতা ছাঁটিয়া ফেলা হইয়াছে—একমাত্র কর্তার প্রয়োগই জ্ঞাত ; ক্রিয়ার কর্তায় 'নে' অনুসর্গ থাকে না বলিয়া, কর্তায় আর করণ-ভাব স্পষ্ট বা উহ্য থাকে না, কর্তা কর্তাই থাকে। কর্তা বা কর্মের বচন-ভেদে ক্রিয়ার রূপে যে পার্থক্য শুদ্ধ হিন্দীতে দেখা যায়, তাহা চল্‌তী হিন্দীতে নাই—একবচনের রূপেই সব কাজ চলে। যথা—'উও আয়া, উও-লোগ আয়া ; উও ভাত খায়া, উও রোটী খায়া ; হম এক ঘোড়া দেখা, হম তীন ঘোড়া দেখা ; হম রাজা (বা রাজা-কো) দেখা, হম রানী (বা রানী-কো) দেখা' ইত্যাদি।

ইহা ব্যতীত, বহু খুঁটিনাটি বিষয়ে চল্‌তী হিন্দুস্থানী মুক্ত ও সহজ এবং সরল। কেতাবী হিন্দীর লিঙ্গ-বিভ্রাট ভাষার পক্ষে অনাবশ্যক বোঝা মাত্র ; তদ্রূপ, ক্রিয়াপদের বিভিন্ন প্রয়োগও অনাবশ্যক। হিন্দুস্থানীকে রাষ্ট্র-ভাষা—সকলের পক্ষে সহজে বোধগম্য এবং সহজে শিক্ষণীয় ভাষা—হইতে গেলে, ইহাকে সরল করা আশু আবশ্যক। হিন্দী বিশেষ্যের লিঙ্গ-ভেদ এবং ক্রিয়ার প্রয়োগ-ভেদের ঐতিহাসিক কারণ লইয়া কয়জন মাথা ঘামায়? এই সব জটিল জিনিস আয়ত্ত করিয়া, শুদ্ধ হিন্দীর ব্যবহার করাই যে হিন্দীর প্রচারের পক্ষে একটা মস্ত বাধা। আজকাল উচ্চ-শিক্ষিত হিন্দীর বিশেষজ্ঞদের যুগ আর নাই ; জন-সাধারণ রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগ দিতেছে, ভবিষ্যতে আরও দিবে। গণ-মহারাজের রাজত্ব আসিতেছে ; ইতিমধ্যেই তিনি

সিংহনাদ করিয়া slogan বা 'নারা' বা সংঘনাদ ছাড়িতেছেন—'বোলো ভাঈ, মজ়দূরোঁ-কী জয়!' Vox Populi, Vox Dei, 'বাগ্ গণস্য, বাগ্ দেবস্য'—জন-সাধারণের কণ্ঠস্বর হইতেছে দেবতার কণ্ঠস্বর। তৈয়ারী, সর্বজন-বোধ্য, সহজ, চল্‌তী হিন্দুস্থানী বা বাজারিয়া হিন্দীর দিকে না তাকাইয়া, কঠিন কেতাবী হিন্দীকে রাষ্ট্র-ভাষা করিবার চেষ্টায় কালক্ষেপ করিলে, "সোনা ফেলিয়া আঁচলে গিরা" দেওয়ার ন্যায় হইবে। দক্ষিণ-ভারতে—অন্ধ্রে, কর্ণাটে, তমিল্-নাডুতে, কেরলে—হিন্দী-প্রচারের জন্য কংগ্রেস হইতে খুব চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু দক্ষিণের দ্রাবিড়-ভাষী জনগণ উৎসাহ করিয়া হিন্দী শিখিতে গিয়া, হিন্দীর লিঙ্গ-ভেদ আর ক্রিয়াপদের প্রয়োগের জটিলতার মধ্যে পড়িয়া হাবু-ডুবু খাইতেছে। অবস্থা গুরুতর দেখিয়া, দক্ষিণ-ভারতের হিন্দী-প্রচারক-মণ্ডলী-সমূহের কর্মীরা, উত্তর-ভারত হইতে পাঁতি আনাইয়া, কাজ সহজ করিয়া লইয়াছেন—তিন বৎসর পড়িয়া তিনটী পরীক্ষা দিয়া হিন্দীতে উত্তীর্ণ হইলে তবে প্রশংসা-পত্র দেওয়া হয়; এই তিন বৎসরের পাঠ ও পরীক্ষায়, প্রথম দুই বৎসরের পরীক্ষাতে হিন্দী লিঙ্গ-ভেদ লইয়া বিশেষ গোলমাল করা হয় না। ইহার দ্বারা কার্যতঃ চল্‌তী হিন্দুস্থানীকেই আংশিক-ভাবে স্বীকার করা হইয়াছে।

আমি কিছুকাল ধরিয়া শুদ্ধ বা সাধু হিন্দীর পাশে চল্‌তী হিন্দীকে রাষ্ট্রীয় কার্যে একটু স্থান দিবার প্রস্তাব করিয়া আসিতেছি। ১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাসে ইন্দোরের নিখিল-ভারতীয় হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনে আমি এ সম্বন্ধে একটী হিন্দী প্রবন্ধ পাঠাই। তাহাতে আমি লিখি—'গ.লত.-এ-'আম ফসীহ্ ও সহীহ্', অর্থাৎ সাধারণে যে-সব ভুল করিয়া থাকে—সর্ববাদি-সম্মত ভুল, তাহাই সুন্দর এবং শুদ্ধ, এই নীতি ভাষা সম্বন্ধে মানিতেই হয়। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ"—মহাজন অর্থাৎ

জন-সমূহ যে পথে চলে, সেই হইতেছে পথ। জন-সমূহের বোল-চালের হিন্দী, চল্‌তী হিন্দী,—ইহাই হইতেছে ভারতবর্ষের সত্যকার মিলনের ভাষা, Lingua Indica. ইহার আধারের উপরেই ভারতের রাষ্ট্র-ভাষা গঠন করা সহজ-সাধ্য হইবে।

[এইরূপ হিন্দীর কতকগুলি নাম দেওয়া হইয়াছে—"চালূ হিন্দী, চলতূ হিন্দী, লঘু হিন্দী, বাজারী হিন্দী, বাজারূ হিন্দী," এবং Basic Hindi. ইংরেজীতে সম্প্রতি একপ্রকার সরলীকৃত ইংরেজী ভাষার প্রচার দেখা যাইতেছে—ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে Basic English. শ্রীযুক্ত C. K. Ogden অগ্‌ডেন যিনি এই Basic English অর্থাৎ "ব্যবহারিক বা মৌলিক ইংরেজী"র সংগঠন ও প্রচার করিতেছেন, তিনি মুখ্যতঃ ইহার শব্দাবলীকে সহজ করিবার কাজে লাগিয়াছেন, ব্যাকরণ লইয়া তেমন মাথা ঘামান নাই। ইহার শব্দাবলী যাহাতে British, American, Scientific, Industrial ও Commercial (বা Cultural) এই কয় প্রকারের শব্দ হইতে গৃহীত হয়, তদ্বিষয়ে তিনি লক্ষ্য রাখিয়াছেন; এই ইংরেজী শব্দ কয়টীর আদ্য অক্ষর, B-A-S-I-C লইয়া Basic শব্দ, সার্থক শব্দ-রূপে ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা 'চল্‌তী' বা 'ব্যবহারিক' হিন্দীর জন্য ইংরেজী Basic Hindi নামটী প্রচারের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গ্রহণ করিতে পারি। তবে হিন্দীর জন্য প্রযুক্ত ইংরেজী Basic শব্দটী এই কয়টী হিন্দী শব্দের আদ্য অক্ষরের রোমান প্রতিরূপ লইয়া গঠিত করিতেছি—১। ভারতীয় (Bha'rati'ya), ২। আধুনিক বা আজকল-কী (A'dhunik, A'j-kal-ki'), ৩। সংস্কৃত-মূলক (Sam·skr·t-mu'lak), বা সংস্কৃত-ভরী (Sam·skr·t-bhari'), ৪। ইস্লামী (Isla'mi'), ও ৫। চল্‌তী বা চালূ (Calti', Ca'lu')। অর্থাৎ এই চল্‌তী বা

ব্যবহারিক হিন্দী—সমগ্র ভারতের উপযোগী ভাষা হওয়া চাই, আধুনিক যুগের মত হওয়া চাই, সংস্কৃত শব্দের দিকে ইহার স্বাভাবিক ঝোঁক রক্ষা করা চাই, মুসলমান ধর্মের জন্য আবশ্যক তাবৎ আরবী-ফারসী শব্দের স্থান ইহাতে থাকিবে, এবং ইহা লোক-সমাজের বা জন-গণের মধ্যে বহুল-প্রচারিত চলিত ভাষা হইবে।]

আমার বিচার অনুসারে, হিন্দীর ব্যবহার সর্ব-সাধারণের মধ্যে ব্যাপক করিতে হইলে, এই Basic Hindi বা চলতী হিন্দীকে স্বীকার করিলে, অনেকটা সহজ হয়। সাধু-হিন্দী এমন একটা প্রাচীন ভাষা নহে যে, ইহার লঘু বা কথ্য রূপ চলতী হিন্দীকে মানিয়া লইলে, ভাষা-বিষয়ক বিপর্য্যয় বা অপকার হইবে। উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য রচনায় যাঁহারা শুদ্ধ রূপে সাধু হিন্দী লিখিতে পারেন, তাঁহারা লিখুন; কিন্তু সভা সমিতি প্রভৃতিতে, বাঙ্গালা, বিহার, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র প্রভৃতি দূর প্রান্তের লোকেদের জন্য, এবং উত্তর-ভারতের অশিক্ষিত লোকেদের জন্য, চলতী হিন্দী ব্যবহার করিবার অধিকারকেও মানিয়া হওয়া হউক—যে শুদ্ধ হিন্দী বলিতে পারিবে না, তাহাকে চলতী হিন্দী বলিতে দেওয়া হউক। সুকুমার সাহিত্য ব্যতীত, সংবাদ-পত্রাদিতে এই চলতী হিন্দীই ব্যবহৃত হউক। পরে ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে, মহীশূরে নিখিল-ভারতীয় প্রাচ্য-বিদ্যাবিষয়ক মহা-সম্মেলনে, নব্য বা আধুনিক ভারতীয়-আর্য্য-ভাষা বিভাগের সভাপতি হিসাবে, এই চলতী হিন্দীর পক্ষে ওকালতি করিয়া আমি কিছু বলি; এবং কলিকাতার অধুনা-লুপ্ত "নূতন পত্রিকা"তে ১৯৩৬ সালের জানুয়ারি মাসে এ বিষয়ে কিছু লিখি। চলতী হিন্দীর পক্ষে আমি অনেকের কাছে অনুমোদন পাইয়াছি। আমার এক ছাত্র শ্রীমান্ মুহম্মদ হামিদুল্লাহ্, এম্-এ, দিল্লীর অধিবাসী প্রাচীন ও বিদ্বান্ বংশের ছেলে, তিনি কয়েক বৎসর

হইল Calcutta Review পত্রিকায় একটী প্রবন্ধে এই চল্‌তী হিন্দুস্থানীকে Basic Hindustani এই আখ্যা দিয়া, ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র-ভাষা রূপে বরণ করেন।

কংগ্রেসে একদল রাজনৈতিক বহুদিন ধরিয়া এই চেষ্টায় আছেন যে, কংগ্রেসের কার্য্য হিন্দুস্থানী বা হিন্দী ছাড়া (অর্থাৎ শুদ্ধ ব্যাকরণানুসারী হিন্দী ছাড়া) আর কোনও ভাষায় করিতে দেওয়া হইবে না— ইংরেজীকেও বর্জন করা হইবে। ইহার ফলে উপস্থিত ক্ষেত্রে কত বড় অনর্থ এবং বিরোধ হইবে, তাহা ইঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। এক তো হিন্দী-উর্দূর ঝগড়া হইবেই; তাহা ছাড়া, বাঙ্গালীরা এবং দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড়-ভাষীরা, এই ভাষা-গত সাম্রাজ্য-বাদকে অত্যাচার বলিয়া মনে করিবে, ইহাকে স্বীকার করিয়া লইবে না। সাধু হিন্দীর লিঙ্গভেদের এবং অতীতের ক্রিয়ার বিভিন্ন প্রয়োগের মার-পেঁচ ছাড়িয়া, চল্‌তী হিন্দীর দিকে ঝুঁকিলে, হিন্দীর প্রচলনটা সহজ হইবে; কারণ এই চল্‌তী হিন্দী আমরা সকলেই অল্প-বিস্তর বলিয়া থাকি; বাঙ্গালার মত, ইহাতে সংস্কৃত শব্দের সাহায্য লইয়া, উচ্চ অঙ্গের ভাব প্রকাশ করা এবং সভায় বক্তৃতাদি দেওয়া ও তর্ক করা ততটা কঠিন হইবে না।

চল্‌তী হিন্দীর একটা পাকা রূপ ধরিয়া দেওয়া ততটা সহজ ব্যাপার নহে। তবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের চল্‌তী হিন্দী পর্য্যালোচনা করিয়া, **ইহার শব্দ-রূপ ও ধাতু-রূপ প্রভৃতির ন্যূনতম প্রয়োগগুলিকে** চল্‌তী হিন্দীর রূপ বলিয়া ধরিয়া দেওয়া চলে। চল্‌তী হিন্দীর উচ্চারণ সাধু-হিন্দীর অথবা পশ্চিম-সংযুক্ত-প্রদেশের কথিত ভাষার অনুকারী হইবে। নিম্নে চল্‌তী হিন্দীতে প্রযুক্ত ব্যাকরণের নিয়মগুলি সংক্ষেপে দিবার চেষ্টা করিতেছি।

চল্‌তী হিন্দী, আমার মতে, 'ভারত-রোমক' বা 'ভারতীয় রোমান' বর্ণমালায় লিখিত হওয়া উচিত—এবং ভবিষ্যতে হইবেও তাহাই, ইহা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে, হিন্দীর (ও উর্দূর) মত দেবনাগরী (ও ফারসী) হরফে চল্‌তী হিন্দী লিখিত হইতে পারে।

Basic Hindi বা ব্যবহারিক অথবা চল্‌তী হিন্দীর ব্যাকরণ

[১] শব্দ রূপ :—বিশেষ্য—

লিঙ্গ-ভেদ প্রকৃতি অনুসারে হয়। স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণে 'ঈ'-প্রত্যয় এবং স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের সহিত সম্পর্ক-যুক্ত সম্বন্ধ-পদের অনুসর্গ 'কী' হয় না। যথা—'কালা ঘোড়া, কালা ঘোড়ী ; অচ্ছা লড়কা, অচ্ছা লড়কী ; রাজা-কা বেটা ; কিসী রাজা-কা এক বেটী থা, উও বহুৎ সুন্দর থা ; উস-কা বহন বিধবা হো গয়া' ; ইত্যাদি।

অর্থানুসারে বিশেষ্যে (বিশেষণে বা ক্রিয়ায় নহে) স্ত্রীলিঙ্গের প্রত্যয় সংযুক্ত হয়, যেমন—'বুড্‌ঢা (= বুড়া মানুষ), বুড্‌ঢী (= বুড়া স্ত্রীলোক, বুড়ী), মামা—মামী, ধোবী—ধোবিন্', ইত্যাদি। কিন্তু 'বুড্‌ঢা আদমী, বুড্‌ঢা ঔরৎ বা স্ত্রী'।

বিভক্তি-নিষ্পন্ন করিয়া বহুবচন হয় না—'লোগ, সব, সমুচা' প্রভৃতি বহুবচন-দ্যোতক শব্দের যোগে হয়। 'ঘোড়া'—বহুবচনে 'ঘোড়ে', 'বাত—বাতেঁ', 'স্ত্রী—স্ত্রিয়াঁ', এইরূপ শুদ্ধ হিন্দীর মত প্রয়োগ, চল্‌তী হিন্দীতে হয় না ; চল্‌তী হিন্দী—'ঘোড়া-সব, বাত-সব, স্ত্রী-লোগ' প্রভৃতি। শুদ্ধ হিন্দীর তেড়া বা তির্য্যক্ অর্থাৎ অনুসর্গ-গ্রাহী রূপের ব্যবহার চল্‌তি হিন্দীতে নাই ; শুদ্ধ হিন্দীর 'ঘোড়ে পর, ঘোড়োঁ পর' স্থলে ইহাতে 'ঘোড়া পর, ঘোড়া-সব পর' এই রূপ প্রয়োগ দেখা যায়।

অনুসর্গ—করণ-রূপী কর্তার 'নে'-প্রত্যয় অজ্ঞাত। সম্বন্ধ পদে 'কা, কে, কী' স্থলে কেবল 'কা' প্রত্যয় হয়; তবে অন্য অনুসর্গ বা কারক-দ্যোতক শব্দ পরে আসিলে, 'কা' স্থলে 'কে' প্রত্যয় ব্যবহৃত হইতে পারে। যথা—'রাম আয়া; রাম দেখা; রাম গোপাল-কো মারা ('রাম-নে' নহে); ঘর-কা মুরগী; ঘর-কা লোগ-সব; উস-কে লিয়ে, হম-লোগ-কে ৱাস্তে', ইত্যাদি।

[২] সর্বনাম—

চল্‌তী হিন্দীতে উত্তম ও মধ্যম পুরুষে 'মৈঁ, তূ'-র প্রয়োগ নাই।

উত্তম পুরুষ—'হম—হম-লোগ; হমারা—হম-লোগকা; হম-কো, হম-সে, হম-পর, ইত্যাদি—হম-লোগ + কো, সে, পর' ইত্যাদি।

মধ্যম পুরুষ—সাধারণ—'তুম—তুম-লোগ; তুম্‌হারা, তুমারা—তুম-লোগ-কা; তুম (বহুবচনে তুম-লোগ) + কো, সে, পর ইত্যাদি'।

গৌরবে—'আপ—আপ-লোগ; আপ + কা, কো, সে, পর—আপ-লোগ + কা, কো, সে, পর'।

প্রথম পুরুষ—[ক] নিকটবর্তী—'য়হ্‌ বা ঈ বা ইয়ে—য়ে-লোগ, য়ে-সব, ঈ-লোগ, ঈ-সব; ইস্‌-কা (গৌরবে—ইন্‌-কা)—ইন্‌-লোগ (বা ইন্‌-সব)-কা; ইস্‌ (গৌরবে ইন্‌) + কো, সে, পর—ইন্‌-লোগ, ইন্‌-সব + কো, সে, পর'।

[খ] দূরবর্তী—'ৱহ্‌ বা উ বা উও—ৱে-লোগ, ৱে-সব, উ-লোগ, উ-সব; উস্‌ (গৌরবে উন্‌) + কা, কো, সে, পর—উন্‌-লোগ, উন্‌-সব + কো, সে, পর'।

অন্য সর্বনাম—'জো—জো-সব, জো-লোগ; জিস্‌-কা (গৌরবে জিন্‌-কা)—জিন্‌-লোগ-কা, জিন-সব-কা; জিস্‌ (গৌরবে জিন্‌) + কো, সে, পর—জিন্‌-সব, জিন্‌-লোগ + কো, সে, পর'।

'কৌন্—কৌন্ লোগ, কৌন্-সব ; কিস্, কিন্—কিন্-লোগ, কিন্-সব।'

প্রথম পুরুষের সর্বনাম ও অন্য সর্বনাম, বিশেষণ রূপেও যথাযথ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যেমন, 'ঈ আদমী, উ স্ত্রী, কৌন্ ঘর'।

[৩] সংখ্যা-বাচক শব্দ—

বাঙ্গালার মত, সাধারণ হিন্দীতে 'এক' হইতে 'সৌ, সৈ' (এক শত) পর্যান্ত সংখ্যাবাচক শব্দের প্রত্যেকটী পৃথক্ ; যেমন, 'দস, ইগারহ্ বা গ্যারহ, তেরহ, উন্নীস, পচীস, পৈঁতীস, অড়তীস, ইকান্নন, অড়সঠ, ইক্হত্তর, নিনানব্বে' ইত্যাদি। চল্তী হিন্দীতে ইংরেজীর Twenty-one, Fifty-Seven, Sixty-nine-এর মত সংখ্যা-বাচক শব্দ গঠিত হইয়া ব্যবহৃত হয় ; যেমন, 'পচীস' স্থলে 'বীস-পাঁচ', 'উন্তীস' স্থলে 'বীস-নব', 'ছত্তীস' স্থলে 'তীস-ছঃ', 'অঠাবন' স্থলে 'পচাস-আঠ', 'তিরাসী' স্থলে 'অস্সী-তীন' ইত্যাদি। ইহাতে সংখ্যাবাচক শব্দাবলী সংখ্যায় অল্প হয়, অর্থগ্রহণেও সহজ হয়।

[৪] ক্রিয়ার রূপ—

বচন ও লিঙ্গ ভেদে ক্রিয়ার রূপের পার্থক্য হয় না। একটী করিয়া রূপেই, তিন পুরুষ ও দুই বচনে, সকলের কাজ হয়। কর্মণি ও ভাবে প্রয়োগদ্বয় অজ্ঞাত। সকর্মক ক্রিয়ার অতীতের রূপে, কর্তায় 'নে'-প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় না।

অস্তিত্ব-বাচক ধাতু 'হো'—

(১) অনুজ্ঞা—'তুম হোবো, হো—আপ হোইয়ে'।

(১ক) ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা—'তুম হোয়গা, আপ হোইয়েগা'।

(২) ক্রিয়া-বাচক ধাতু—'হোনা' ; অনুসর্গ যুক্ত হইলে, 'হোনে-'।

(৩) শতৃবাচক বা বর্তমান বিশেষণ—'হোতা'।

(৪) অতীত বিশেষণ—'হুআ'।

(৫) ঘটমান অতীত বিশেষণ—'হোতা হুআ'।

(৬) সামান্য বর্তমান—'হৈ'।

(৭) সম্ভাব্য বর্তমান—'হো' বা 'হোৱে'।

(৮) ঘটমান বর্তমান—'হোতা হৈ'।

(৯) পুরাঘটিত বর্তমান—'হুআ হৈ'।

(১০) সামান্য অতীত—'থা (অস্তিত্ব-বাচক), হুআ (ঘটন-বাচক)'।

(১১) ঘটমান অতীত—'হোতা থা'।

(১২) পুরাঘটিত অতীত—'হুআ থা'।

(১৩) নিত্যবৃত্ত অতীত এবং সম্ভাব্য অতীত—'হোতা ; (যদি, অগর) হোতা'।

(১৪) সামান্য ভবিষ্যৎ—'হোগা, বা হোয়গা'।

(১৫) ঘটমান বা সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ—'হোতা হোগা'।

(১৬) 'পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ' বা সম্ভাব্য অতীত—'হুআ হোগা'।

(১৭) কর্তৃবাচক বিশেষণ—'হোনে-ৱালা'।

অন্য ধাতু—'চল্ ; দেখ্'।

(১) 'চলো, চলিয়ে ; দেখো, দেখিয়ে'।

(১ক) 'চলেগা, চলিয়েগা ; দেখেগা, দেখিয়েগা'।

(২) 'চলনা (চল্‌নে- +) ; দেখনা (দেখনে- +)'।

(৩) 'চলতা ; দেখতা'।

(৪) 'চলা ; দেখা'।

(৫) 'চলতা হুআ ; দেখতা হুআ'।

(৬) ও (৭) 'চলে ; দেখে' (= প্রাচীন সামান্য বর্তমান, আধুনিক সম্ভাব্য বর্তমান)।

(৮) 'চলতা হৈঁ ; দেখতা হৈ'।

(৯) 'চলা হৈ ; দেখা হৈ'।

(১০) 'চলা ; দেখা'।

(১১) 'চলতা থা ; দেখতা থা'।

(১২) 'চলা থা ; দেখা থা'।

(১৩) 'চলতা ; দেখতা ; (যদি, অগর) চলতা, দেখতা'।

(১৪) 'চলেগা ; দেখেগা'।

(১৫) 'চলতা হোগা ; দেখতা হোগা'।

(১৬) 'চলা হোগা ; দেখা হোগা'।

(১৭) 'চলনেবালা ; দেখনেবালা'।

সর্বনাম 'আপ'-সহ ব্যবহৃত গৌরব-বাচক অনুজ্ঞায় কতকগুলি ধাতুতে 'ইয়ে' স্থলে 'ঈজিয়ে', ভবিষ্যতে 'ঈজিয়েগা' প্রত্যয় হয় ; যথা—'কর—করিয়ে, কীজিয়ে, কীজিয়েগা ; লে, দে—লীজিয়ে, লীজিয়েগা, দীজিয়ে, দীজিয়েগা ; পী—পীজিয়ে, পীজিয়েগা'। 'জা'—অতীতে 'গয়া' ; 'কর্'—অতীতে 'কিয়া' ;—এই দুইটী রূপও লক্ষণীয়।

ণিজন্ত প্রভৃতি অন্য ক্রিয়াপদ, এবং সাধারণ অন্য-সকল রূপ, শুদ্ধ হিন্দীরই অনুকারী। এ বিষয়ে খুঁটিনাটি সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত চলতী হিন্দীর-ই গ-সা-গু এবং ল-সা-গু ধরিয়া নির্ধারিত করিতে হইবে।

শব্দাবলী সম্বন্ধে চল্‌তী হিন্দী খুবই উদার—ইহাতে প্রবিষ্ট ও বহুশঃ ব্যবহৃত আরবী, ফারসী বা ইংরেজী শব্দের বর্জনের চেষ্টা হয় নাই। তবে উচ্চভাবের শব্দ আবশ্যক-মত সংস্কৃত হইতেই গ্রহণ করা চল্‌তী হিন্দীর পক্ষে স্বাভাবিক হইবে। শুদ্ধ হিন্দী-উর্দূতে যে-সকল প্রাকৃতজ

ও দেশী এবং অর্ধ-তৎসম প্রচলিত আছে, সেগুলিই চল্‌তী হিন্দীর দেহ-স্বরূপ।

নিম্নে চল্‌তী হিন্দীর বা বাজারিয়া হিন্দুস্থানীর কতকগুলি নিদর্শন দেওয়া যাইতেছে—

[১] উতরংগা (বা উত্তরী, উত্তর-কা) হবা (বা বয়ার) ঔর সূরজ, ইস বাত পর ঝগড় রহা থা (বা ঝগড়া করতা থা), কি হম দোনোঁ-মেঁ কৌন্ অধিক বলী (অধিক বলবন্ত্, অথবা জ়্যাদা তাকতবার) হৈ। তব উস সময় (বা উস্ বক্ত্) উস্ তরফ গরম চাদর ওঢ়া-হুআ এক মুসাফির (বা রাহী, বটোহী) আ গয়া। ইন দোনোঁ-মে য়হ্ (ঈ) তয় (নিশ্চয়) হুআ কি, জো পহিলে মুসাফির-কা চাদর উতার দে সকেগা, বহ্ হী (উ হী) জ়্যাদা বলী সমঝা জায়গা। তব উত্তর-কা হবা বহনে লগা। পর হবা জিতনা বহা, মুসাফির উতনা জ়োর্-কে সাথ চাদর-কো অপনা দেহ (বদন) পর লপেটতা গয়া। অন্ত মেঁ (আখির) হবা অপনা জতন (চেষ্টা, কোশিশ) ছোড় দিয়া। তব সূরজ অপনা পূরা তেজী কে সাথ উগা, ঔর মুসাফির গরমী-কা কারণ (বাস্তে) অপনা চাদর উতার লিয়া। ইস-সে উত্তরী হবা-কো মাননা পড়া কি, দোনোঁ-মেঁ সূরজ হী জ়্যাদা বলী হৈ।

ভারত-রোমক লিপিতে উপরের চলতী হিন্দী উপাখ্যান:

utran·ga′ (uttari′, uttar-ka′) hawa′ (baya′r) aur su′raj, is ba′t par jhagar′ raha tha′ (jhagr′a′ karta′ tha′), ki ham donon,men, kaun adhik bali′ (adhik balwant, zya′da′ ta′qatwa′r) hai. tab us samay (us waqt) us tarf (taraph) garam ca′dar or′ha′ hua′ ek musa′fir (ra′hi′, bat′ohi′) a′ gaya′. in donon,men, yeh (i′) tay (nis′cay) hua′ ki, jo pahile musa′fir-ka′ ca′dar uta′r de sakega′, woh hi′ (u′hi′)

zya'da' bali' samjha' ja'ega'. tab uttar-ka' hawa' bahne laga'. par hawa' jitna' baha', musa'fir utna' zor ke sa'th ca'dar-ko apna' deh (badan) par lapet'ta' gaya'. ant-men,, (a'kh·ir) hawa' apna' jatan (ces't'a', kos'is') chor' dia'. tab su'raj apna' pu'ra' teji'-ke sa'th uga', aur musa'fir garmi'-ka' ka'ran' (wa'ste) apna' ca'dar uta'r lia'. Is-se uttari' hawa'-ko ma'nna' par'a' ki, donon,-men, su'raj hi' zya'da' bali' hai.

[২] এক আদমী-কা দো বেটা থা। উন দোনোঁ-মেঁ-সে ছোটা বেটা বাপ-সে কহা কি, "বাবা, আপ-কা মাল-কা (ধন-দৌলৎ-কা) জো হিস্সা (অন্শ্, বখ্রা) হম-কো মিলেগা, উস-কো হম-কো দে-দীজিয়ে।" তব বাপ অপনা মাল অপনা দো বেটা-কো বাঁট দিয়া। কুছ দিন বাদ, ছোটা বেটা অপনা হিস্সা-কা সব-কুছ ইকট্ঠা কর্-কে, দূর দেশ-মেঁ চলা গয়া, ঔর বহাঁ লুচপন-মেঁ দিন বিতাতা হুআ, অপনা সব রূপয়া-পৈসা উড়া দিয়া। জব ঐসে সব-কুছ উড়া দিয়া, তব উস দেশ-মেঁ বড়া অকাল পড়া। বহ (উ) বহুত গরীব হো গয়া। তব বহ্ উস দেশ-কা কিসী বড়া আদমী-কা য়হাঁ জা-কর রহ্নে লগা। বহ্ আদমী অপনা সূঅর-সব চরানে-কো উস-কো খেত-মেঁ ভেজ দিয়া। ঔর বহ্ চাহতা থা কি, "উ-সব ছীমী-সে হম পেট ভর লে, জিন-কো সূঅর খা লেতা হৈ।" পর কোঈ উস-কো কুছ ন দেতা থা। তব উস-কো চেত হুঅ, ঔর উ সোচনে লগা কি, "হমারা বাপ-কা য়হাঁ ইতনা অলেলহ রোটী তৈয়ার হোতা হৈ কি কিতনা মজদূর-লোগ পেট ভরকে খাতা হৈ, ঔর বচা-কে রখতা ভী হৈ, ঔর য়হাঁ হম ভুখ-সে মরতা হৈ; হম অভী উঠতা হৈ, ঔর হমারা বাপ-কে পাস হম জায়গা, ঔর কহেগা কি, 'পিতাজী, ভগবান্-কে সামনে ঔর আপ-কে সামনে

হম পাপ কিয়া ; হম ফির আপ-কা বেটা কহানে-কা জোগ নহী ; হম-কো অপনা মজ়দূর-লোগ-মেঁ-সে এক কা নাঈঁ রখিয়ে।’ ” তব বহ্‌ উঠ কর অপনা বাপ-কা পাস চলা। পর বহ্‌ দূর হী থা কি উস-কা বাপ উস-কো দেখ কর মন-মেঁ দয়া কিয়া, ঔর দৌড় কর উস-কো অপনা গলা-মেঁ লিপ্‌ট লিয়া, ঔর উস-কো চূমনে লগা। তব বেটা কহা—“পিতাজী, ভগবান্‌-কে সামনে ঔর আপ-কে সামনে হম পাপ কিয়া হৈ, ঔর আপ-কা বেটা কহানে-কা জোগ হম নহীঁ।” পর বাপ অপনা চাকর-লোগ-সে কহা কি, “সব-সে অচ্ছা কপড়া ইস-কো পহিনাও, ঔর ইস-কা হাথ-মেঁ অঙ্গূঠী ঔর পৈর-মেঁ জূতা দো। ঔর চলো, হম-লোগ খায় ঔর আনন্দ করে ; ক্যোঁকি ঈ হমারা বেটা মরা ঐসা থা, ফির জীয়া হৈ ; হেরায় গয়া থা, ফির মিলা হৈ।” তব বে-লোগ সুখিত মন-সে (খুশী মনা-কর) আনন্দ করনে লগা।

উস-কা বড়কা বেটা উস সময়-মেঁ খেত-মেঁ থা। ঘর লৌটতা হুআ জব বহ্‌ ঘর-কা নজ়দীক পহুঁচা, তব বহ্‌ নাচনে-বজানে-কা আবাজ় সুনা। বহ্‌ অপনা নৌকর-লোগ-মেঁ-সে এক আদমী কো বুলা কর পুছা—“ঈ-সব ক্যা হৈ ?” উ নোকর উস-সে কহা কি, “আপ-কা ভাঈ আয়া-হৈ, ঔর আপ-কা পিতাজী এক জেবনার কিয়া হৈ, ক্যোঁকি উস-কো ভলা-ভলা পায়া হৈ।” ইস-সে বড়কা বেটা গুস্‌সহ্‌ কিয়া (খফা হুআ, ক্রোধ দিখায়া), ঔর ঘর-কে ভীতর জানে ন চাহা। তব উস-কা বাপ বাহর আ-কর উস-কো মনানে লগা। উ অপনা বাপ-সে জবাব দিয়া কি, “হম ইতনা বরস-সে আপ-কা টহলদারী করতা হৈ, ঔর আপ-কা হুকুম-কা বর-খিলাফ কাম হম কভী নহীঁ কিয়া ; পর আপ হম-কো কভী এক পঠরূ ন দিয়া, কি হম অপনা দোস্ত-লোগ-কে সঙ্গ মিল-কর খানা-পিনা করে। পর আপ-কা ঈ বেটা, জো রণ্ডী-লোগ-কে

সাথ আপ-কা ধন-কো উড়া দিয়া—উ জৈসা আয়া, তৈসা হী আপ উস-কে লিয়ে বঢ়িয়া জেবনার কিয়া হৈ।” বাপ উস-সে কহা—“এ বেটা, তুম সদা হমারা সাথ হৈ, ঔর জো কুছ হমারা হৈ, উ-সব তুমারা হী হৈ; পর খুশী মনানা ঔর আনন্দ করনা মুনাসিব হৈ, ক্যোঁকি ঈ তুমারা ভাঈ মরা ঐসা থা, ফির জীয়া হৈ,—হেরায় গয়া থা, ফির মিলা হৈ।”

[৩] সর জান সায়মন-কো মোস্কাব দেখনে-কে লিয়ে জো নেবতা দিয়া গয়া, রূস-কা সোবিয়েট সরকার-কা লন্দন-মেঁ স্থিত দূত-দ্বারা রূসী সরকার উস নেবতা-কো যথারীতি সমর্থিত করতা হৈ; পর উস নেবতা-কো সর জান সায়মন স্বীকার করেগা য়া ন, ইস পর কুছ সিদ্ধান্ত অব তক নহীঁ হুআ। ঐসা সম্ভব হৈ কি সর জান সায়মন পহিলে লন্দন-মেঁ লৌট কর, হের্ হিট্‌লর্-সে কিয়া-হুআ আলোচনা-কা নতীজা-কো লন্দন-কা মন্ত্রিমণ্ডল-কা সামনে পেশ করেগা; উস-কে বাদ, ফির উ রূস-কা সৈর পর ধ্যান দেগা।

[৪] য়ুগোস্লাবিয়া-কা মাল-জহাজ ‘বকানিকা’-কো বচানে-কে লিয়ে ঔর তীন জহাজ য়াত্রা কিয়া হৈ। ফ্রান্স-কা উপকূল-সে (কিনারা-সে) অঢ়াঈ সৌ মীল দূর উত্তর-অট্‌লান্টিক মহাসাগর-কা কিসী স্থান-সে উ জহাজ অপনা আফৎ-কা সন্দেশা বতানে-কে লিয়ে জরূরী বেতার খবর ভেজা থা।

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

১. বিশ্বপরিচয় : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — দেড় টাকা
২. প্রাচীন হিন্দুস্থান : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
৩. পৃথ্বীপরিচয় : শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত — পাঁচ সিকা
৪. আহার ও আহার্য : শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য — পাঁচ সিকা
৫. প্রাণতত্ত্ব : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর — দেড় টাকা
৬. বাংলাসাহিত্যের কথা : শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী — পাঁচ সিকা
৭. ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় — দুই টাকা

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু বাংলা ভাষায় এরকম বই বেশি নাই। এই অভাবপূরণের জন্য বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা। মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

॥ ১৩৫৩ ॥

৪৯. হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা : ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ
৫০. ন্যায়দর্শন : শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য
৫১. আমাদের অদৃশ্য শত্রু : ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২. গ্রীক দর্শন : শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী
৫৩. আধুনিক চীন : থান য়ুন শান
৫৪. প্রাচীন বাংলার গৌরব : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
৫৫. নভোরশ্মি : ডক্টর সুকুমারচন্দ্র সরকার
৫৬. আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন : শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
৫৭. ভারতের বনৌষধি : শ্রীমতী অসীমা চট্টোপাধ্যায়
৫৮. উপনিষদ্ : শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য
৫৯. শিশুর মন : শ্রীসুখেনলাল ব্রহ্মচারী
৬০. প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদবিদ্যা : শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার

॥ ১৩৫৪ ॥

৬১. ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬২. ভারতশিল্পে মূর্তি : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬৩. বাংলার নদনদী : ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়
৬৪. ভারতের অধ্যাত্মবাদ : শ্রীনলিনীকান্ত ব্রহ্ম

১৩৫০-৫২ সালে প্রকাশিত গ্রন্থমালার তালিকা পত্র লিখিলেই পাঠানো হইবে।